সাফো

আলফঁস দোদে

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

অনূদিত

দি বুক এম্পোরিঅম্ লিমিটেড

২২।১, কর্নওআলিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ পট-শিল্পী

সূর্য রায

প্রকাশক

প্রশান্তকুমার সিংহ

দি বুক এম্পোরিয়ম্ লিমিটেড,

২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

মুদ্রাকর

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী

পরিচয় প্রেস

৮বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা ৬

মূল্য— আড়াই টাকা

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বন্ধুবরেষু

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৫৪

"শোনো, তাকাও আমার দিকে। ভারী চমৎকার চোখ দু'টি তো!" মেয়েটি বল্লে এগিয়ে এসে, "তোমার নাম কি?"

"জাঁ।"

"শুধু জাঁ?"

"জাঁ গোস্তাঁ।"

"ও তুমি দক্ষিণের লোক, তাই বটে। কত বয়েস?"

"একুশ।"

"আর্টিষ্ট?"

"না।"

"তাই নাকি? তা'হলে তো ভালোই আরো।"

পোষাকী বল্-নাচের নৃত্যপরায়ণ যুগলদের ভিড়ে, চমৎকার উচ্চহাস্য এবং গীতবাদ্যের মূর্চ্ছনার মধ্যে, এই ধরনের টুকরো-টাক্‌রা আলাপ চলছিল দু'জনের। সদ্য-পরিচিতদের একজন হচ্ছে উপর্যুক্ত তরুণ, অপরটি মহিলা—মিসরদেশীয় পোষাকে সজ্জিতা। শিল্পী দ'শেলেতের ষ্টুডিয়োর নেপথ্যস্থিত তালীকুঞ্জে, ফার্ণগাছের ছায়ার অবকাশে কেবল ওরা দু'জন। জুন মাসের রাত।

তরুণ যুবক সরল ভাবেই এই সব জরুরী প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল —যে সরলতা যৌবন-তারুণ্যের সহজাত। অনেকক্ষণ থেকেই, বাধ্য হ'য়ে, তাকে মৌন হ'য়ে থাকতে হয়েছে। চারিদিকের কুশলী ও নামজাদা শিল্পী ও ভাস্করদের মধ্যে নিজেকে সে নিতান্ত একাকী মনে করেছে এতক্ষণ।

যে বন্ধুটির সঙ্গে এখানে প্রবেশ করেছে তাকে সে গত দু'ঘণ্টা ধরে খুঁজছে—কিন্তু বৃথাই। তার সুন্দর মুখ ঘেমে উঠেছে, একমাথা কোঁকড়া চুল তার সুশ্রী মুখটির চারিদিক এসে ছড়িয়ে পড়েছে ক্লান্তিতে।

হাঁপ-ছাড়বার জন্যই সে সবে মাত্র এই তালীকুঞ্জে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই সময়ে এই মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা।

নাচঘরের নামজাদা শিল্পী ও ভাস্করদের, গায়িকা ও অভিনেত্রীদের সম্মানিত সমারোহের মধ্যে তার নিজেকে মনে হচ্ছিল নিতান্তই যৎসামান্য! অবশ্য অনেকের দৃষ্টিই সে আকর্ষণ করেছিল, তার সুন্দর চেহারার জন্যে—বিশেষ ক'রে মেয়েদের। এতক্ষণ অনেকবারই তার কানে এসেছে কোন-না-কোন মেয়ের অস্ফুট ইঙ্গিত, "বাঃ বেশতো!" "ভারী চমৎকার!" "কী সুন্দর চেহারা!"

কিন্তু এ সবের অর্থ সে কি বোঝে? বোঝে কি ঠিক মতো?

নাচঘরের আবহাওয়া একেবারেই ভালো লাগছিল না তার। কিন্তু যেমনি না সে এসেছে এই ফার্ণগাছের ছায়ায়, ঐ মেয়েটিও এসে বসেছে তার পাশে।

তরুণী? সুন্দরী? কী করে সে বলবে সে-কথা? সবুজ সিল্কের পোষাকের পরিবেশে, সুঠাম সুকুমার দু'টি নরম শুভ্র হাত

—বড়ো বড়ো ধূসর চোখ,—কেমন যেন ভালোই লাগছিল তার।

কে এই মেয়েটি? কোন অভিনেত্রী? নিঃসন্দেহে! অভিনেত্রীদের অনেকেই তো দ'শেলেতের বাড়ি এসে থাকেন। কিন্তু এ-কথা ভেবে স্বস্তি বোধ করে না সে—এই শ্রেণীর মেয়েদের সম্বন্ধে অহেতুক ভীতি আছে তার।

মেয়েটি কথা বলছিল তার অত্যন্ত কাছ ঘেঁষে। একটা কনুই রেখে নিজের জানুর উপর—মুখ রেখে নিজের হাতের মুঠোয়। তার মুখের উপর ছায়া পড়েছে প্রচ্ছন্ন মাধুর্য্যের, হয়ত শান্তিরও।

—"দক্ষিণ দেশের লোক তুমি,—বটে? এমন চমৎকার তোমার চুল! আশ্চর্য্য তো!"

মেয়েটি জানতে চায়, কতদিন সে আছে প্যারিসে, তার বিদেশীয় দৌত্য-পরীক্ষার দেরি কতো—সে পরীক্ষা দেওয়া খুব শক্ত কিনা! প্যারিসের কতো জনের সঙ্গেই বা তার আলাপ-পবিচয় আছে!

শেষ প্রশ্নের জবাবে সে একজনের কেবল নামোল্লেখ করতে পারে, "লা গুর্নেরি—কবি লা গুর্নেরি—আমার বন্ধুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে।" লা গুর্নেরির নাম মেয়েটির জানা নিশ্চয়।

অকস্মাৎ মেয়েটির মুখ যেন অন্ধকার হ'য়ে আসে—ক্ষণেকের জন্যই; যেন ভেসে-যাওয়া মেঘে ঢাকা পড়ে শুভ্রাকাশের শুক্লাচাঁদ।

ছেলেটি কিন্তু মেয়েটির এ ভাবান্তর লক্ষ্য করে না; তার তখন সেই বয়েস যে বয়েসে চোখ করে চক্‌চক্—অথচ দেখে না কিছুই।

তার বন্ধু, যে তাকে এই বল্-নাচের আসরে নিয়ে এসেছে, সেই তাকে জানিয়েছিল যে, লা গুর্নেরিও এই বল্-নাচের আসরে উপস্থিত থাকবেন—এবং তাঁর সঙ্গে সে তার পরিচয় করিয়ে দেবে।

এতক্ষণ ধ'রে ভিড়ের মধ্যে নিজের বন্ধুকেই সে খুঁজেছে—কিন্তু দেখতে পায়নি।

"ওঁর কবিতা এতো ভালো লাগে আমার!" ছেলেটি বলে।

মেয়েটি একটুখানি হাসে—যেন ঈষৎ করুণার হাসি। বলে, "দেখি, আমি আবিষ্কার করতে পারি নাকি তোমার কবিকে!"

তালীকুঞ্জের পত্রাচ্ছাদনের অন্তরাল সরিয়ে, বল্-নাচের আসরে নিজের সন্ধানী দৃষ্টিকে সে প্রেরণ করে। গোস্যাঁ নিজের কথার উপসংহার করে—"বাস্তবিক, ভারী চমৎকার মানুষ নাকি এই লা গুর্নেরি। আমার বন্ধু বলছিল।"

মেয়েটি ব'লে ওঠে, "ঐ যে। ঐখানে, ঐ যে তোমার কবি!"

"য়্যা?" হতাশা যেন ব্যক্ত হয় তার কথার ব্যঞ্জনায়। তার কবি! মেদবহুল, ঘর্ম্মাক্ত, ঝক্‌মকে পোষাক-পরা কিম্ভুত কিমাকার ঐ লোকটা—সেই তার এতদিনের স্বপ্নের কবি? যার কবিতা, যখনই সে পড়েছে, তার মনে অদ্ভুত এক মোহসঞ্চার করেছে—তারই রচক এই অদ্ভুত মানুষটি! সে যেন যন্ত্রচালিতের মতো আবৃত্তি করে—

"তোমার পাষাণময়ী ঐ দেহে আনিবারে প্রাণ,
মোর শেষ রক্তবিন্দু, অয়ি সাফো করিলাম দান!"

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ায়—"কি, কি বল্লে?"

লা গুর্নেরির কবিতার ছত্র মেয়েটি জানে না দেখে ছেলেটি অবাক হয়ে যায়।

"কবিতার আমি ধার ধারি না।" সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় মেয়েটি। এই ব'লে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—তার কপালের রেখা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। নাচিয়েদের দিকে দৃষ্টি রেখে, তার সম্মুখে দোদুল্যমান

ভায়লেট ফুলের স্তবক সে দলিত করতে থাকে দু'হাতে। তারপর কি ভেবে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে, "শুভ সন্ধ্যা।" তারপরই অন্তর্হিত হয় মেয়েটি।

ছেলেটি দমে যায় অকস্মাৎ। সে ভাবে, কী হোলো মেয়েটির? এমন কি আমি বলেছি?

কিন্তু কিছুই সে ভেবে পায় না।

নাচের শেষে, চাকরেরা তখন খাবারের টেবিল সাজাতে সুরু করেছে। ছোটো ছোটো গোল টেবিল—কাফেতে যে ধরনের টেবিল সাজানো দেখা যায় সাধারণতঃ। এক একটি টেবিল কেন্দ্র ক'রে চার পাঁচজন বসছে ঘিরে—গোস্ঁার মনে হোলো এই হচ্ছে এখান থেকে প্রস্থানের সময়।

এই ভেবে, যেই সে যাবার উদ্যোগ করছে এমন সময় তার সেই বন্ধু, (সেও ছাত্র নিজে) ঘর্ম্মাক্ত দেহে কোথা থেকে এসে হাজির—দুই চোখ তার যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে তার কপাল থেকে ; দুই বগলে দুই মদের বোতল। সে বলে, "যাচ্ছ কোথায় তুমি? তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি কখন থেকে? একটা টেবিল আমি দখল করেছি, কয়েকটা মেয়েও—তার ভেতর একজন জাপানী মেয়েও আছে। চলে এস চট্‌পট্‌।"

এই ব'লে সে উধাও হয়ে যায় এক মুহূর্ত্তে।

দূরবর্ত্তী বন্ধুর টেবিল থেকে সেই জাপানী মেয়েটি ডাকে তাকে ইসারায়। ঠিই সেই মুহূর্ত্তেই তার কানের পাশে মৃদু মিষ্টি গলা শুনতে পায় সে, "যেয়ো না ; যেয়ো না ওদের কাছে।"

তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মেয়েটি—তার ক্ষণপূর্ব্ব-

পরিচিতা সেই তরুণী। সে তাকে টেনে নিয়ে চলে বাইরে। সেও তার অনুসরণ করে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না কোরেই। কেন? যে তাকে ইঙ্গিত করেছিল তার চেয়ে এই মেয়েটির আকর্ষণ যে বেশি তা নয়, তবু একটা দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির কাছে, যার রহস্য সে কিছুই জানে না, বোঝে না, তার মাথা আপনা থেকেই কেমন নুয়ে আসে।

ভোর হ'য়ে এসেছে তখন—বাইরে এসে জানতে পারে তারা। সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীর প্রতীক্ষায়। "কোথায় যাবে—তোমার না আমার ওখানে?" মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে।

গোস্যাঁর মনে হোলো তার নিজের ঠিকানা দেওয়াই ঠিক হবে—কোচ্‌ম্যানকে সেই নির্দ্দেশই সে দিয়ে দেয়। তারপরে সুদীর্ঘ পথযাত্রা, সুন্দর স্নিগ্ধ প্রভাতে—মেয়েটির একখানি হাত তার হাতের মধ্যে—কি তুষার-শীতল সেই হাত!

রু জ্যাকবে এসে দাঁড়ায় তাদের গাড়ি—এক ছাত্রাবাসের সম্মুখে। চারতলার উপরে থাকে গোস্যাঁ। কতটুকুইবা! সে জিজ্ঞাসা করে—"আমি তোমাকে নিয়ে যাব কোলে ক'রে?"

এইটুকু ছেলে—সে পারবে? অবিশ্বাসের দৃষ্টি খেলা ক'রে যায় মেয়েটির চোখে!

কিন্তু ছেলেটি, যৌবনের শক্তিমত্তা তার সর্ব্বদেহে, এক ঝাঁকুনিতেই তুলে নেয় তাকে কোলে—ছোট্ট শিশুর মতো। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে—কিম্বা ছুট্‌তেই সুরু ক'রে দেয় যেন। প্রথম তলাটা একদমেই সে পেরিয়ে আসে। শুভ্র নগ্ন হাতে মেয়েটি জড়িয়ে ধরছে তার গলা—কি সুন্দর নরম এই অপূর্ব্ব বোঝা! আর

কী চমৎকার! আশ্চর্য্য রকমের অনুভূতিতে ছেয়ে আসে গোসাঁর মন।

দ্বিতীয় তলাটা পার হতে একটু দেরিই লাগে—যাত্রাটাও যেন একটু কম আনন্দদায়ক। মেয়েটি যেন অকস্মাৎ অনেকখানি ভারী হয়ে পড়েছে।

তৃতীয় তলা পার হতে তার দম বেরিয়ে আসে যেন। যারা পিয়ানো মাথায় ক'রে ওঠে ওপরে প্রায় তাদের অবস্থা! মেয়েটি আরামের অর্দ্ধমুদিত চোখে বলে, "ওঃ প্রিয়! কী চমৎকার! কী আনন্দ পেলাম আজ!"

আর সে? সে কোনো জবাব দেয় না। শেষের সিঁড়িগুলো সে ভেঙে চলে একটার পর একটা। সিঁড়ির যেন আর অন্ত নেই, মনে হতে থাকে তার—ঘুরে ঘুরে যেন একেবারে আকাশে গিয়ে উঠেছে। আর যাকে কোলে নিয়ে সে উঠছে তা যেন কোন তরুণীরই দেহ নয় আর—বীভৎস ভারী একটা লাগেজ—যেটাকে এখুনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলেই যেন হাঁপ ছেড়ে সে বাঁচে।

অবশেষে নামবার জায়গায় এসে তারা দাঁড়ায়। মেয়েটি তার চোখ মেলে বলে—"এর মধ্যেই?" আনন্দে তার দেহ অবশ। ছেলেটি কিছু বলে না, জবাব দেবার মত অবস্থা নয় তখন তার। কেবল মনে মনে সে ভাবে—"এতক্ষণে!"

দুই

মেয়েটি গোস্‌ঁার কাছে থাকল দু'দিন। তারপর সে চলে গেল। গোস্‌ঁার মনে ছাপ রেখে গেল নরম দেহের আর পোষাকের মসৃণতার। নিজের সম্বন্ধে কিছুই সে বলেনি গোস্‌ঁাকে, কেবল দিয়ে গেছে তার নাম আর ঠিকানা আর ব'লে গেছে এই কথা, "যখন তোমার আমাকে দরকার হবে, খবর দিয়ো—আমি প্রস্তুত থাকব সব সময়েই।"

সুন্দর আর সুরভিত ছোট্ট কার্ডখানিতে লেখা ঃ

ফানি লগ্রঁা

৬, রু দে লা' কার্দ

কার্ডখানি গোস্‌ঁা রেখে দিয়েছে তার আয়নার গায়ে গুঁজে। তারপর, পড়াশুনার চাপে, কয়েক দিনের মধ্যে ভুলেই গেছে তার কথা। সামনের নভেম্বরে তার পরীক্ষা—আর তিন মাস মোটে তার বাকি।

দ'শেলেতের বাড়ির সেই বল্‌-নাচের এক সপ্তাহ বা দু'সপ্তাহ পরে, একদিন সন্ধ্যায়, গোস্‌ঁা আলো জ্বেলেছে ঘরে, টেবিলের ওপরে তার বই খোলা, পড়া সুরু করে-আরকি, এমন সময়ে তার

দরজায় ভীরু করধ্বনি হয় এবং চমৎকার সাজ-পোষাকে সজ্জিতা একটি মহিলা প্রবেশ করে তার ঘরে—কাছে এলে তাকে চিনতে পারে সে।

"কি দেখছ? আমি। আমি এসেছি আবার।"

গোস্তাঁ অস্বস্তি-ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে উন্মুক্ত বই-এর দিকে।

"না না!—আমি বিরক্ত করব না তোমায়! পড়বে বই-কি তুমি।"

এই ব'লে টেবিল থেকে একটা মাসিকপত্র তুলে নিয়ে, পাশের একটা চেয়ারে ব'সে পড়বার ভান করে সে। কিন্তু গোস্তাঁ, তার পড়াশুনার ফাঁকে, যতবারই চোখ তোলে, ততোবারই মেয়েটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়। মেয়েটি কি সত্যিই পড়ছে, না, একদৃষ্টে চেয়ে আছে তারই দিকে?

গোস্তাঁর আত্মসম্বরণের শক্তি অসাধারণই বলতে হবে। অমন সুন্দর মেয়ে তার সম্মুখে—আত্মসমর্পণের জন্য উৎসুক, তার ছোট্ট কপাল, কামনা-পরিপূর্ণ রক্তাধর—তার তন্বী-তনুর সমস্ত সুষমা নিয়ে অনতি-দূরেই অপেক্ষমান—অথচ সে এই মুহূর্তেই তাকে ব্যগ্র আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরছে না এ তার দুর্নিবার ক্ষমতারই পরিচয়।

পরদিন সকালে ফানি চলে যায় বিদায় নিয়ে—কিন্তু আবার—বহুবার সে ফিরে আসে সেই সপ্তাহেই। প্রত্যেকবারই সে যখন আসে তার মুখ বিবর্ণ, হাত ঠাণ্ডা, কণ্ঠ আবেগকম্পিত।

প্রতিবার এসেই সে বলে, "আমি জানি যে তোমায় আমি বিরক্ত করছি, তোমার ক্ষতি করছি। কিন্তু কি করব—আমি পারি না। তুমি বিশ্বাস করবে কি, প্রত্যেকদিন সকালেই আমি

প্রতিজ্ঞা করে যাই যে আর আসব না—কিন্তু সন্ধ্যা হলেই আবার না এসে পারি না। কে যেন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে।"

গোস্‌ঁা আনন্দ বোধ করে ফানির কথায়, তার এই ভালোবাসার আবেগে। এর আগে যে-সব মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, হয়েছে ঘনিষ্ঠতা—যে-সব মেয়েকে সে পেয়েছে কাফেতে কিম্বা স্কেটিং করতে গিয়ে, যে-সব মেয়ের সঙ্গে সে মিলিত হয়েছে এখানে-সেখানে, তাদের সবার বোকার মত হাসি, কথোপকথনের কর্কশতা, আর অপদার্থতা তার মনে বিরক্তিপূর্ণ অবসাদের ছাপ রেখে গেছে—এ-মেয়েটি কিন্তু তাদের মতো নয়!

ফানির মধ্যে সে পেয়েছে সত্যিকারের নারীর পরিচয়— অপূর্ব্ব একটা মাধুর্য্য আর মর্য্যাদাজ্ঞান—দেহের সুষমার সঙ্গে মনের সুসমতা—সব মিলিয়ে-মিশিয়ে একটা বিস্ময়কর অপরূপতা।

আজকাল মাঝে মাঝে বেড়াতে বেরোয় তারা; প্যারিসের উপকণ্ঠে যে-সব সুন্দর বেড়াবার জায়গা আছে সবই ফানির নখদর্পণে। জনতার ভিড় বা কোলাহল যেখানে, সে-সব জায়গায় কদাচই যায় তারা,—যে সব সরাইখানায় লোকজন কম, সেইখানেই তাদের টিফিন তারা সারে।

গোস্‌ঁা একদিন প্রস্তাব করে, "চলো আজ ভ-ডি-সঁার্ণেতে গিয়ে লাঞ্চ করা যাক্।"

ফানি আপত্তি করে, "না না, ওখানে না। অনেক আর্টিষ্ট যায় ওখানে।"

তখন গোস্‌ঁার মনে পড়ে যায়, আর্টিষ্টের প্রতি বিরাগই তাদের

মধ্যে পরিচয় ও ভালোবাসার সূত্রপাত। গোস্ত্যাঁ এই বিরাগের কারণ জিজ্ঞাসা করে ফানিকে।

ফানি বলে, "আর্টিষ্টরা যত মাথা পাগলা লোক—খরগোসের মত বুদ্ধি তাদের! সব কিছুই বাড়িয়ে দেখা আর বলা ওদের অভ্যাস। মারাত্মক লোক সব! ওরা ভয়ানক ক্ষতি করেছে আমার।"

"কিন্তু তা সত্ত্বেও"—গোস্ত্যাঁ প্রতিবাদ করে, "আর্ট কী চমৎকার! কী সুন্দর, অপরূপ! জীবনকে প্রশস্ত করতে, সজ্জিত করতে, জীবনের মুক্তি আনতে আর কিছুই নেই আর্টের মতো।"

"কী সুন্দর, কী অপরূপ, তা কি জানো তুমি? আমি তোমাকে জানাবো, প্রিয়! জীবনে সব চেয়ে চমৎকার হচ্ছে কুড়ি বছর বয়স আর প্রেমে পড়া—যেমন তুমি!"

কুড়ি! ফানিকে দেখেও কিন্তু মনে হয় না যে তার বয়সও কুড়ির বেশি—সব সময়ে, আনন্দে আর উৎসাহে সমুজ্জ্বল!

গোস্ত্যাঁ চুপ ক'রে ভাবে—কী ভাবে সেই জানে। সেই কি জানে?

তিন

একদিন ওরা ভিল্‌-ডি-আভরে হ্রদের ধারে প্রাতর্ভোজন করছিল। কুয়াশাচ্ছন্ন হৈমন্তী আলোর আভা পড়েছিল মৌন জলের বুকে, তাদের সম্মুখে ঘন অরণ্যের ছায়া। সামান্য আঙুরের প্রাতরাশ—কিন্তু তাই অসামান্য হয়ে উঠেছিল বনের আর তাদের মনের পরিবেশে।

আঙুর খাচ্ছিল আর চুমু খাচ্ছিল তারা। দু'টি খাদ্যের মধ্যে কোনটি মধুরতর নির্ব্বাচিত করা যে সময় বেশ শক্তই হয়ে উঠেছে তাদের পক্ষে, ঠিক সেই সময় অদূরবর্ত্তী একটা পাইন গাছের আড়াল থেকে একটা উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল, "আমি বলছি কি, তোমার চুমু খাওয়া সমাধা হয়ে গেলে"—

বলতে বলতে ভাস্কর কুদালের ভারী মুখ আর এক মুখ দাড়ি আত্মপ্রকাশ করে পাইন গাছের অন্তরাল থেকে।

"আমি ভাবছি তোমাদের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দেবো। এই বনের মধ্যে একলা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি আমি।"

ফানির মুখে এই অবাঞ্ছিত বাধায় স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন, কিন্তু মুখে সে কিছুই বলে না। গোস্যাঁ লাফিয়ে ওঠে এই প্রস্তাবে—কুদাল

প্রথিতযশা, এমন একজন শিল্পীকে এতো কাছাকাছি পাওয়া সে সৌভাগ্যই বিবেচনা করে। কুদালের সম্বন্ধে জানবার তার ব্যগ্রতা হয়, হয়তো এই বিখ্যাত শিল্পী কোন ভাস্কর্য্য-রচনা নিয়েই ব্যাপৃত আছেন এই বিজনতায়—কে জানে।

কুদালের বেশবাস সতর্কতার সঙ্গে অগোছালো—সব কিছুতেই একটা আলগোছা সযত্নতার পরিচয়—গলার টাই থেকে পায়ের জুতোর লেস পর্য্যন্ত। কিন্তু দ'শেলেতের বল্-নাচের আসরে যে কুদালকে সে দেখেছিল, তার চেয়ে যেন এখন অনেক বেশি বুড়ো দেখাচ্ছে ওকে। রাত্রের কৃত্রিম আলোয় মুখের যে সব রেখা বা কুঞ্চন সেদিন তার চোখে পড়েনি, আজ দিনের আলোয় সে সবই স্পষ্ট দেখাচ্ছে—অনেক চেষ্টাতেও তার দাগ ঢাকা পড়েনি।

কিন্তু কুদাল যখন, অন্তরঙ্গ ভাবে "ফানি" বলেই সম্বোধন করে তার নায়িকাকে, তখন গোস্যাঁ ঈষৎ বিব্রতই যেন বোধ করে নিজেকে।

"ফানি", কুদাল বলে, "তুমি জানো, আমি দিন পনেরো থেকে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করছি? মারিয়া পালিয়েছে মোরাতরের সঙ্গে। এমন মন খারাপ ক'রে দিয়ে গেছে আমার। কাজ করাই অসম্ভব। মনই লাগে না কাজে। তাই আমি ষ্টুডিও ছেড়ে পালিয়ে এসেছি এখানে—শান্ত হ্রদের ধারে, মনের জ্বালা জুড়োতে।"

"বেশ, জব্দ করেছে তোমায় তা'হলে।" হাসতে হাসতে বলে ফানি।

কুদালের এবার ভালো করেই চোখ পড়ে গোস্যাঁর দিকে। সে ভাবে, "যৌবন। যৌবন কি অপরূপ। আরো চমৎকার এই

জন্যে যে এ সংক্রামক। এর ছোঁয়াচ লাগে অপরকে। ফানিকেও কি তরুণী দেখাচ্ছে না—ঐ কিশোরের মতোই?"

আপন মনে কুদাল বিড়বিড় করে—"আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য!" বিষাদ আর ঈর্ষার ছায়া পড়ে তার মুখে।

"আমি বলছি কি, ফানি, তোমার কি মনে পড়ে, আর একদিন আমরা প্রাতরাশ করেছিলাম এখানে? অনেকদিন হ'য়ে গেল, অবশ্যি! এজানো, দিজোয়ি, আমাদের সবাই এসেছিলাম এখানে। তুমি প'ড়ে গিছলে হ্রদের মধ্যে। আমরা তোমাকে পুরুষ মানুষের পোষাকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। কোট প্যান্তলুনে তোমাকে মানিয়েছিলও চমৎকার!"

"স্মরণ ক'রো না সে-কথা," ফানি বলে। তার কণ্ঠস্বর একটু কঠোরই। বর্ত্তমান—কেবল নিরবচ্ছিন্ন বর্ত্তমানের মধ্যেই ফানির আত্মার অস্তিত্ব। অতীতের স্মৃতির কী মূল্য তার কাছে? ভবিষ্যতের ভাবনারই বা কোন্ প্রয়োজন?

কিন্তু কুদাল? .অতীতের মধ্যেই সে বেঁচে আছে এখনো। সে বকবক ক'রে ব'কে চলে—তার যৌবনের কাহিনী, ভালোবাসার এবং নেশার; যে-সব দ্বন্দ্বযুদ্ধে তার জয় হয়েছিল; যে-সব অপেরায় আর নাচের আসরে সে যোগ দিয়েছিল—

কিন্তু হঠাৎ সে দেখতে পায়, শ্রোতাদের কারোরই কান নেই তার কথায়,—তারা তখন পরস্পরের অধর থেকে আঙুর ফল তুলে খেতেই বেশি ব্যস্ত।

"দেখছি, আমি বাধা দিচ্ছি তোমাদের"—এই কথা ব'লে

কুদাল উঠে পড়ে। ক্ষুন্ন মনে, বিষণ্ণ মুখে চ'লে যায় সেখান থেকে—ওদের মনোযোগ আকর্ষণ না করেই।

যেতে যেতে কুদাল আপন মনেই বলে—"আঃ! কী খাবাপ এই বুড়ো হওয়া! আর যৌবন কি চমৎকার!"

ওরা তাকিয়ে থাকে, কুদালের দীর্ঘকায় দেহ আবার মিশে যায় বৃক্ষাচ্ছাদের অন্তরালে।

ফানি বলে—"বেচারী কুদাল! ওর হ'য়ে গেছে!"

গোস্যাঁ কিন্তু আশ্চর্য্য হয়, মারিয়া, একটা সামান্য মেয়ে মডেল-মাত্র, সে কিনা কুদালের মত নামজ'দা শিল্পীর সান্নিধ্য ছেড়ে চলে গেল মোরাতরের সঙ্গে। মোরাতর—যে একজন অতি নগণ্য পটুয়া কেবল, না আছে প্রতিভা, না আছে কৌশল, খ্যাতির বিন্দুমাত্রও নেই—কেবল এক তরুণ বয়স ছাড়া কিছুই নেই যার স্বপক্ষে—তার সঙ্গেই কিনা—! বিস্ময়-প্রকাশ করে গোস্যাঁ।

ফানি শুধু জবাব দেয়—"কি সরল! কি সরল তুমি! কিছুই জানো না জীবনের!"

এই ব'লে সে তার মাথাটা টেনে নিয়ে আসে নিজের জানুর উপরে, দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে আঘ্রাণ করতে সুরু করে তাকে—তার চোখ, তার চুল, তার সর্ব্বাঙ্গ—এক গোছা ফুলের মতই।

সেদিন সন্ধ্যায়, জঁা তার নায়িকার বাড়ি প্রথম সান্ধ্য-আহার করল। তিন মাস ধ'রে ফানি ক্রমাগত তাকে খুঁচিয়েছে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু কেন বলা যায় না, সে যেতে রাজী হয় নি কিছুতেই।

সেদিনও সে রাজী হ'তে চায় নি সহজে, কিন্তু ফানি আবদার সুরু করে—"বল না, কেন যাবে না ?"

"আমি জানি না। সাহস হয় না আমার।"

"আমি বলছি যে আমার কিছু অসুবিধা হবে না, আমি স্বাধীন, কারো তাঁবে নই।"

অনেক হাঁটাহাঁটিতে গোস্ঁ্যার পরিশ্রান্তি এসেছিল সেদিন, এবং ফানির আবাস, রু দে লা'কার্দ্, ষ্টেশনের কাছাকাছিই—এই জন্য সে বেশি আর আপত্তি করতে পারে নি।

বুড়ো ঝি, বদখত চেহারা, এসে দরজা খুলে দিল।

"মাশোম এব নাম।" ফানি বলে গোস্ঁ্যাকে। "আজ আমার শুভদিন, মাশোম।—এই যে, এখানে। এই দেখো আমার প্রিয়তম, আমার রাজা। আজ আনতে পেরেছি—যাও, চট্‌পট। আলো জ্বেলে দাও চারধারে। উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক আমার কুটীর।"

জ্যাঁ চুপ ক'রে বসে থাকে ছোট্ট ড্রইংরুমের একধারে একলাটি একটি সোফায়। দেয়ালের গায়ে ঝুলছে কয়েকটি ফ্রেমে আঁটা ল্যাণ্ডস্কেপ্ ছবি। প্রত্যেকটি ছবির গায়ে লেখা—"ফানি লগ্রাঁকে" কিম্বা "আমার প্রিয় ফানিকে।"

একটা উঁচু আধারের ওপরে ভাস্কর কুদালের খোদাই করা সাফোর মর্ম্মরমূর্ত্তি। এরই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারের অনুকৃতি সে দেখেছে এখানে-ওখানে, অনেকস্থানে, এমন কি তার বাবার পড়বার ঘরেও। হ্যাঁ, একরকম শিশুকাল থেকেই সে দেখে এসেছে এই মূর্ত্তি।

মর্ম্মরমূর্ত্তির নিকটেই জ্বলছিল একটা মোমবাতি—। তার

আলোতে হঠাৎ মনে হয়, এই মূর্ত্তির সঙ্গে তার প্রিয়ার, ফানির মুখের যেন ভয়ানক মিল। মুখের প্রত্যেকটি রেখা, চোখের এবং অধরের ভঙ্গিমা, বাহুর নিটোলতা সবই মনে করিয়ে দেয় সেই একজনকেই।

একটুখানির মধ্যেই ফিরে আসে ফানি। মর্ম্মরমূর্ত্তির ধ্যানে গোস্যাঁকে সমাহিত দেখে সে হাল্‌কাভাবে বলে, "অনেকটা আমার মতো দেখতে—নয় কি? কুদালের মডেল দেখতে ছিল ঠিক আমার মতোই।"

এই বলে তৎক্ষণাৎ সে তাকে নিয়ে যায় নিজের ঘরে—যেখানে মাশোম মুখ গোম্‌ড়া ক'রে টেবিলের উপরে ছু'জনের জন্য আহারের ব্যবস্থা সজ্জিত কচ্ছিল। বাতিদানের সমস্ত আলো প্রজ্জ্বলিত, যেখানে যা বাতিদান ছিল, সবগুলোই জ্বালানো হয়েছে—টেবিলের চারধারেও আলোকমালা। এ যেন একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে নাচের আসরের আলোক-সমারোহ।

"মাশোম তুমি যেতে পারো। আমরা নিজেরাই পরিবেশন ক'রে নেব।"

মাশোম চলে যায় মুখ ভার ক'রে,—যাবার সময়ে সজোরে দরজা ভেজিয়ে দেয়।

ফানি বলে গোস্যাঁকে, "কিছু মনে ক'রো না তুমি; ও ওই রকম। আমি তোমাকে এতো ভালোবাসি তা ওর সহ্য হয় না।"

ফানি গোস্যাঁর ডিশে খাবার তুলে দেয়, শ্যাম্পেনের ছিপি খোলে—কিন্তু নিজে আহার করতেই ভুলে যায়; গোস্যাঁ খায়, তাই সে ছু'চোখ ভরে দেখে।

"কই তোমার নিজের ডিশে তো কিছু নিলে না?" জিজ্ঞাসা করে জঁ। "এই যে নিই"—

গোসঁ্যা তাকে বসায় নিজের পাশে, এক ডিশ থেকে দু'জনে খায় আর গল্প করে—স্ফূর্তির মধ্যে কেটে যেতে থাকে সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণ। ফুর্‌ফুরে হাওয়ার মতো হাল্‌কা মুহূর্ত্ত!

"আর!" বলে ফানি, "দ'শেলেতের বাড়ির আসরে যখনি তোমাকে আমি ঢুকতে দেখলাম, আমার ইচ্ছা হোলো আমি তোমাকে নিয়ে যাই, তুলে নিয়ে যাই তক্ষুনি অন্য কোথাও, যাতে আর কেউ না পায় তোমায়; আচ্ছা, বল না, তোমার কি মনে হয়েছিল যখন তুমি দেখলে আমায়?"

প্রথমে একটু ভয়ই হয়েছিল তার, কিন্তু ক্রমশই তার বিশ্বাস দৃঢ় হোলো। অবশেষে গোসঁ্যারও ভালো লেগে গিছলো তাকে। "আচ্ছা," গোসঁ্যা বলে, "আমি জিজ্ঞাসা করি নি এতদিন। লা গুর্‌নেরির দু'ছত্র কবিতায় তুমি চ'টে গিছলে কেন বলত? সেই দু'ছত্র—

তোমার পাষাণময়ী ঐ দেহে অনিবারে প্রাণ,
মোর শেষ রক্তবিন্দু, অয়ি সাফো"—

বাধা দেয় ফানি—"থাক থাক। ও সব আর তুলো না কখনো! কবিতা আমার ভালো লাগে না। ভালো লাগে না কবিদের।"

ফানির ভ্রূকুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে সেদিনের মতোই। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই সে তার দু'বাহু জড়িয়ে দেয় গোসঁ্যার গলায়—"আজ এই সুন্দর সন্ধ্যায় আর কিছু নয়; কেবল তুমি আর আমি। আমি আর তুমি প্রিয়!"

গোস্ত্যাঁ আর কিছু জানতে চায় না। তার চোখ জড়িয়ে আসে আনন্দের আবেশে।

তার মুদিত চোখের সামনে দিয়ে যেন স্বপ্নের মতো হাল্‌কা পাখায় ভর দিয়ে ভেসে যেতে থাকে, হেমন্তের কুয়াশাচ্ছন্ন বন, সূর্য্যালোকিত সবুজ মাঠ, ছোট ছোট পাহাড়েব নীল চূড়া—

মুখে এসে পড়ে প্রিয়ার নিঃশ্বাসের মেদুর সুরভি।

আর কী-ই বা জিজ্ঞাস্য আছে তার?

চার

সকালে গোসঁ্যার ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ মাশোমের চীৎকারে। মাশোম ডাকছে ফানিকে —"তিনি এসেছেন, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান তিনি।"

রহস্যের অন্তরাল রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করে না মাশোম।

ফানিও চেঁচিয়ে ওঠে—"কী! সে কথা বলতে চায়! আমি কি তা'হলে আমার নিজের বাড়ির মালিক নই? তুমি আবার তা'কে আসতে দিয়েছ?"

রাগান্বিত হয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে ফানি—অসম্বৃত সাজ-পোষাক নিয়েই বেগে বেড়িয়ে যায় বাইরে। যাবার সময় ব'লে যায় গোসঁ্যাকে—

"আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি, প্রিয়তম।"

গোসঁ্যা কিন্তু ফানির প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করে না। বিছানা ছেড়ে উঠে নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ প'রে নেয়। দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় নিজের তু'পায়ে ভর দিয়ে।

বন্ধ ঘরের ভেতর পায়চারি করতে থাকে জাঁ। সেখান থেকেই সে শুনতে পায়, নেপথ্যের চেঁচামেচি। ড্রইংরুমে তুমুল ঝগড়া বেধেছে।

একই পুরুষের কণ্ঠস্বর, প্রথমে উদ্ধত, তারপরে বিনীত, তারপরে অশ্রুবাষ্পের মধ্যে বিজড়িত ও ভগ্ন হ'য়ে তার কানে আসে,—তার সঙ্গে আরেকটা গলার আওয়াজ, প্রথমে সে চিনতে পারে না, কর্কশতা ও কঠিনতায় অদ্ভুত—ঘৃণিত ও জঘন্য বাক্যপুঞ্জে পরিপূর্ণ—বারাঙ্গনাদের বস্তিতেই সে সব শব্দের আদান-প্রদান চলে—এই দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর কার ক্রমশঃ তার হৃদয়ঙ্গম হয়। তার প্রিয়া ফানির, আর কারো নয়।

গতকল্য রজনীর সমস্ত ভালোবাসা যেন বিষ হ'য়ে বিষিয়ে ওঠে জঁার মনে। ফানি—ফানিও তা'হলে আর সব মেয়ের মতোই—নিতান্তই নগণ্যা আর সামান্যা, যাদের এতদিন সে ঘৃণাই ক'রে এসেছে।

ফানি ফিরে আসে—মুক্ত কেশগুচ্ছকে জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে।

"কী বিশ্রী দৃশ্য! পুরুষ মানুষের কান্না!"

তারপর যখন সে দেখতে পায়, গোর্স্যা ইতোমধ্যেই উঠে, বেশভূষা ক'রে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে রয়েছে, সে যেন হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে আবার। রাগ আর সে চাপতে পারে না—

"বাঃ! উঠে পড়েছ যে দেখছি এর মধ্যেই! উঃ, কী তোমার যাবার তাড়া!"

কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই তক্ষুনি আবার সে নুয়ে আসে—"না, না! যেয়ো না। এ-অবস্থায় এমন ক'রে চলে যেয়ো না তুমি। তা'হলে আমি জানি আর তুমি আসবে না কখনো।"

"আসব বই কি! কেন, আসব না কেন?"

"সত্যি ক'রে বলো যে তুমি রাগ করো নি? আবার তুমি

আসবে? না, আমার বিশ্বাস হয় না, তোমাকে ভালোরকমই আমি চিনেছি এতদিনে।"

ফানি যেমন বলে তেমনি শপথ করে সে—কিন্তু কিছুতেই সে আর সেখানে থাকতে রাজী হয় না, ওটা যে ফানিরই নিজস্ব, নিজের একার দখলের বাড়ি বারম্বার এই আশ্বাস সত্ত্বেও। অবশেষে ফানি হাল ছেড়ে দেয়, গোস্যাঁর সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত যায়, তাকে বিদায় দিতে—একটু আগের ক্রুদ্ধা ফণিনীর উদ্ধতফণার চিহ্নমাত্রও তখন অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে ; তার পরিবর্ত্তে, এখন সে অতি-বিনীতা মার্জ্জনার ভিখারিণী—গোস্যাঁর কাছে।

বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ায় তারা। দীর্ঘকালব্যপী চলে বিদায়-আলিঙ্গনের পালা।

"তা'হলে আসবে তো?" ফানি তাকায় গোস্যাঁর চোখে—যেন তার গভীরতার তলদেশ থেকে ভবিষ্যৎকে দেখতে চায়—"আসবে তো আবার?"

গোস্যাঁ মিথ্যা ক'রে বলতে চায়, বাহিরে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ; একটা উত্তরও দিতে যাচ্ছে, এমন সময়ে সদর দরজার ঘণ্টা বেজে ওঠে।

মাশোম রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু ফানি তাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করে—"না খুলো না দরজা।"

তিনজনে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে—মুখোমুখী নিস্তব্ধ।

বাহিরের লোকটির অভিযোগের কণ্ঠ যেন শোনা যায়, তারপর দরজার ফাঁক দিয়ে একটা চিঠি গ'লে আসে, এবং তারপরই ধীরে ধীরে পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়।

"দেখ, আমি বলেছিলুম যে আমি স্বাধীন—এই দেখ ?"

ফানি চিঠিখানা খুলে, চোখ বুলিয়েই, তার প্রণয়ীর হাতে দেয়।

পেন্‌সিলে রচনা, সামান্য একখানা প্রেমপত্র—তাড়াতাড়িতে লেখা কাকুতি-মিনতিতে ভরা কেবল। সকালবেলার হঠকারিতার জন্যে সেই হতভাগ্য ক্ষমা ভিক্ষা করেছে, স্বীকার করেছে যে ফানির উপরে সত্যিই কোন অধিকার নেই তার, ফানি তার নিজের ইচ্ছায় যতটুকু অধিকার তাকে দেবে দয়া করে, তার বেশি আর দাবি নেই তার, কেবল তার এই অনুনয় যে ফানি যেন তাকে একেবারে নির্ব্বাসিত না করে চিরদিনের জন্য। সব কিছু, সমস্ত অবস্থাই সে স্বীকার ক'রে নিতে রাজী, কেবল ফানিকে হারাতে সে রাজী নয়, হা ভগবান! কেবল ফানিকে হারাতে।

বিরক্তিপূর্ণ হাসি হেসে ফানি বলে—

"ভাবখানা দেখো একবার!"

এবং এই হাসির দ্বারাই, যে-হৃদয় সে জয় করবার আকাঙ্ক্ষা করেছিলো তাই হারানোর কাজ সুসমাধা করে। গোসঁ্যার মনে হয়, ফানি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তখনো সে জানে না, যে, (নিতান্তই ছেলেমানুষ সে তখনো) যে-মেয়ে প্রেমে পড়ে, তার কাছে নিজের প্রেম এবং সেই প্রণয়ী, সেই একমাত্র ব্যক্তি ব্যতীত, আর কারো, আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই—না অন্য কোন টান, অন্য কোন আকর্ষণ, দয়া, মমতা, কি দাক্ষিণ্যের।

"এ-নিয়ে তামাসা করা ভারী অন্যায় তোমার!" গোসঁ্যা বলে, "অতি চমৎকার এই চিঠি—হৃদয়-বিদারক!"

তারপর ফানিকে টেনে তার দু'হাত ধ'রে চাপা গম্ভীর কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে—

"কেন লোকটাকে তাড়িয়ে দিলে, কেন ?"

"আমি চাই না ওকে আর। ওকে আমি ভালোবাসি না।"

"কিন্তু সে তোমার প্রণয়ী ছিল একদিন। এই বাড়ি ঘর, আসবাব, আরাম, বিলাস-সজ্জা সেই দিয়েছে তোমায়—যার মধ্যে তুমি আছো, বাস ক'রে এসেছ এতদিন—যা না হ'লে চলে না তোমার, চলবে না তোমার।"

"প্রিয়তম," সরল কণ্ঠেই ফানি জবাব দেয়, "যতদিন আমি তোমাকে জানি নি, ততোদিন এ-সবই খুব ভালো লেগেছে আমার। কিন্তু আজ এ-সবই আমার কাছে বাজে আর বোঝা—আমার হৃদয় এ-সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জানি তুমি বলতে চাও যে আমাদের মধ্যেও তো চিরস্থায়ী সম্পর্ক কিছু হয় নি—জানি তুমি বলবে যে, তুমি আমাকে ভালোবাস না। কিন্তু সে হচ্ছে আমার বিবেচ্য বিষয়। তুমি চাও বা না চাও, আমি তোমাকে ভালোবাসিয়ে নেবই।"

গোস্যাঁ এর জবাব দেয় না। পরের দিন আবার সে আসছে, কেবল এই কথা ব'লে সে চলে যায়। যাবার আগে, মাশোমের হাতে কয়েকটি লুই সে প্রদান করে।

তার দিক থেকে, এই প্রণয়-ব্যাপারের যবনিকা প'ড়ে গেছে। কী অধিকার আছে তার, এই নারীর জীবনে অশান্তি আনবার ? তার সঙ্গে ভালোবাসার ফলে মেয়েটি যা হারাবে তার বিনিময়ে কী দেবার আছে তার ? কোন সুখ, কোন স্বাচ্ছন্দ্য ?

সেই দিনই এই সব কথা জানিয়ে ফানিকে সে চিঠি লিখে দেয় ; খুব কোমল ও আন্তরিক ভাবেই এ-সব কথা লেখে। সেদিন সকালের সেই ব্যাপারে, প্রবঞ্চিত প্রণয়ীর অশ্রুভগ্ন কণ্ঠের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ফানির উচ্চহাসি তার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, তার কেবলি মনে হচ্ছিল তাদের ক্ষণিক বিলাস-লীলার যে এখনই, এবং এখানেই শেষ যবনিকা পতন হোলো সে ভালোই।

যথারীতি পরিত্যক্তা হলেও, ফানি কিন্তু উৎসাহ পরিত্যাগ করল না। গোস্যাঁ আর দেখা করতে আসছে না জেনেও, সে লিখল তাকে, "আমার আত্ম-সম্মানের কোন জ্ঞান নেই।"

এবং তারপর থেকে সে যেন ছায়ার মত অনুসরণ করতে লাগল জ্যঁাকে।

জ্যাঁ যে রেঁস্তোরায় খায়, তার সম্মুখের টেবিলে গিয়ে সে বসে ; জ্যাঁ যে পাঠাগারে গিয়ে কাগজ পড়ে, তার বাইরে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করে। কোন অশ্রুবর্ষণ বা দৃশ্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টা নেই। জ্যাঁ যদি কোন লোকের সঙ্গে থাকে তা'হলে সে নিজেকে দূরে রাখে—যখন জ্যাঁ একাকী হবে সেই সুযোগ-মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা ক'রে।

এবং দেখা হ'লে বা সামনা-সামনি জ্যাঁকে একাকী পেলে কী কথা সে বলে?

"আজ সন্ধ্যায় আসবে? না? আচ্ছা, তা'হলে অন্য আর একদিন।"

এই ব'লে ফানি চলে যায় অন্যত্র। নিজের রূঢ়তায় নিজেই লজ্জিত হয় গোস্যাঁ। প্রত্যেকবারই তাকে মিথ্যা ক'রে বলতে হয় বানিয়ে, "পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে কিনা। এই ক'টা দিন গেলেই

—তখন আবার। অবশ্য তখনো যদি ফানির এমনি ঝোঁক থাকে তবেই— ।"

প্রকৃতপক্ষে তার ইচ্ছা, পরীক্ষা চুকে গেলেই মাসখানেকের জন্য প্যারিস ছেড়ে অন্য কোথাও সে চলে যাবে—তার দৃঢ়বিশ্বাস, এই অবকাশের মধ্যে ফানি ভুলে যেতে পারবে তাকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, পরীক্ষা যখন চুকে গেল তখন সে পড়লো অসুখে। ঠাণ্ডা লেগে প্রথমে সামান্য সর্দ্দি, তারপরে অবহেলায়, অন্যান্য উপসর্গে জড়িত হয়ে তাই দারুণ হয়ে উঠল। ক্রমশঃ সে শয্যাগত হয়ে পড়ল।

প্যারিসে এক জনেরও সঙ্গে তার জানাশোনা নেই—ফানি ছাড়া আর কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও করেনি সে, বরং এড়িয়েই এসেছে সবাইকে এতদিন। কাজেই সহযোগী ছাত্রদের কারো সাহায্যের ভরসা তার ছিল না। এবং এ-যেমন শক্ত অসুখ, তা'তে সামান্য সেবা-শুশ্রূষার কাজ নয়।

ফানি লগ্রাঁ অসুখের খবর পাবা মাত্র ছুটে এলো—এবং সুদক্ষ নার্সের মত সেবায়, ওষুধ এবং পথ্যে, আস্তে আস্তে আরোগ্যের পথে ফিরিয়ে আনলো গোস্যাঁকে।

বিকারের ঘোরে ফানিকে দেখে গোস্যাঁর মনে হয় তার খুড়ি দিভোনকে। সে বলে, "দিভোন্ বাঁচাও আমায়!"

"দিভোন্ নই, আমি। আমি দেখছি তোমায়।" ফানি বলে।

বাইশ ঘণ্টা সে গোস্যাঁর সেবা করে—কেবল দু'ঘণ্টা সে ঘুমোয়, সোফার উপর।

অবশেষে গোস্তা সেরে ওঠে। একদিন সে প্রশ্ন করে—“আচ্ছা তুমি কি বাড়ি যাও না একেবারেই, ফানি ?”

ফানি হাসতে থাকে—“বাড়ি ?”

বাড়ির অবস্থা তখন চমৎকার। মাশোম পালিয়েছে, সমস্ত আসবাব পত্র –পোষাক-পরিচ্ছদ, বিছানা পর্য্যন্ত নিলামে উঠেছে। যে-একবস্ত্রে সে এখানে এসেছে কেবল সেই পোষাকই তার এক-মাত্র সম্বল এখন। যদি গোস্তা তাকে চ'লে যেতে বলে তা'হলে নিঃসন্দেহে রাস্তাতেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে।

পাঁচ

"পেয়েছি বল্লেই মনে হচ্ছে এবার। রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছাকাছি। তিনটে ঘর—একটা বারান্দা। যদি চাও তো, অফিসের কাজ সেরে ফেরবার পথে তুমি নিজেও দেখে আসতে পারো।" বলে ফানি।

পরীক্ষায় পাশ করার ফলে, সেরে উঠেই, অফিসে চাকরি পেয়েছে গোস্তাঁ।

"খুব উঁচুতে অবিশ্যি—সেই একেবারে পাঁচতলায়।"

"কিন্তু তুমি তো আমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারবে। কোলে চেপে উপরে উঠতে ভারী মজা,—সেই, তোমার মনে আছে?" যোগ করে জাঁ।

পুরাতন স্মৃতির আবেশে বিহ্বল হয়ে, ফানি গোস্তাঁর বুকে নিজেকে কুণ্ডলিত ক'রে আনে—যেন এখনই সে উপরে উঠবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিজেকে যথাস্থানে যথাযথ ভাবে সন্নিবিষ্ট করছে।

পঞ্চাশ জনের মধ্যে ভাড়াবাড়িতে বাস ক'রে তাদের দু'জনের জীবন যেন অসহনীয় হয়ে উঠেছে আজকাল। আর সকলের রুচি বা অভ্যাসের সঙ্গে তাদের রুচি বা অভ্যাসের খাপ খায় না—

তাছাড়া আরো কতোই অসুবিধা! নিজেদের একেবারে নিজস্ব, স্বতন্ত্র এবং সাজানো-গোছানো একখানা ছোটখাটো বাড়ি না হ'লে আর চলছে না কিছুতেই তাদের।

ফানির পক্ষে অস্বাচ্ছন্দ্য-বোধ ততো অসহ্য নয়, অবশ্য। যদি জঁা থাকে তার সঙ্গে, তার কাছাকাছি, তার পাশেই, তা'হলে পৃথিবীর যে কোন জায়গা—স্বর্গ তার কাছে—তা সে ছাদের ওপরই হোক, কি মাটির তলার অন্তবর্ত্তী গুদামঘরই হোক, কিম্বা আবর্জ্জনা-ভরা অলিগলিতেই হোক। জঁার কিন্তু ভালো লাগে না বাসাবাড়ি—পঞ্চাশ রকম প্রকৃতির পঞ্চাশ জনের সঙ্গে একত্র থাকা। তার অসন্তোষের পেয়ালাই দিনকে-দিন ছাপিয়ে উঠেছে ক্রমশঃ।

যাক্—এতদিনে একটা চমৎকার ছোট্ট বাড়ি খুঁজে পেয়েছে ফানি। সেইখানেই এবার উঠবে গিয়ে তারা। বাজার থেকে সস্তাদরের আসবাবপত্র কিনে মনের মতো ক'রে ঘর সাজাবে। তাদের সুখের নীড় হবে সেই ঘরগুলি। স্নেহে স্নিগ্ধ, ভালবাসায় উজ্জ্বল, রূপলালিত্যে অপরূপ!

জঁা বাড়িতে খুড়ি দিভোনের কাছে চিঠি লিখে কিছু টাকা আনিয়ে নিয়েছে,—উপরন্তু খুড়ি জানিয়েছে যে শীঘ্রই তিনি এক সিন্দুক পোষাক পাঠাচ্ছেন, এবং সেই সঙ্গে আলমারী, দেরাজ আর ড্রয়ার। আর সেই প্রকাণ্ড বেতের আরাম-চেয়ারটা।

বাঃ! তা'হলে তো সুখের আর সীমাই থাকবে না বলতে গেলে—বিশেষ ক'রে সেই বেতের আরাম-চেয়ারটায়, তারা দু'জনে

যদি একসঙ্গে বস্‌তে পায় প্রত্যেক সন্ধ্যায়, জঁা অফিস থেকে খেটেখুটে বাড়ি ফিরে এলে।

নতুন জীবন সুরু হয় তাদের। অপূর্ব্ব আর চমৎকার জীবন। স্বপ্নের মত মোহময়, ফুলের মত সুরভিত জীবন।

আফিসের কাজ শেষ হলেই, জঁা বাড়ি ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়—তাড়াতাড়ি হাঁটতে সুরু করে। কখন সে বাড়ি ফিরে, শ্লিপার পায়ে দিয়ে আগুনের কাছে গিয়ে বসবে ফানিকে পাশে নিয়ে। রাস্তার ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এই স্বপ্নই সে দেখে।

যেমনি সে দরজায় ঘণ্টা বাজায়, ফানি ছুটে আসে তৎক্ষণাৎ। এসে দরজা খুলে দেয়। এমন চমৎকার লাগে ফানিকে দেখতে গোস্‌তাঁর। যে-পোষাকই দাওনা কেন, তাতেই অদ্ভুত মানায় ওকে। পরবার—মানাবার কেমন এক কায়দাই যেন ওর জানা আছে।

আর এত রকমের রান্নাবান্নায় ও ওস্তাদ্—কি উত্তর, কি দক্ষিণ প্রদেশের যত রকম ঘরোয়া রান্না আছে—আর ফানির রান্নাও হয় এমন মিষ্টি যে গোস্‌তাঁ এতদিন রেঁস্তোরায় খেয়ে যে-স্বাদ পায় নি, আজ বাড়িতে ফানির হাতের রাঁধা খাবার আর পরিবেশনে তার জীবনের যেন নতুন পরিচ্ছেদ খুলে যায়।

সত্যিই, ভারী সুখী গোস্‌তাঁ। গোস্‌তাঁ এই কথাই মনে করে—মনে করতে চায়। কিন্তু সত্যিই কি সে প্রেমে পড়েছে? না। না, প্রেমে সে পড়েনি, কিন্তু যে-প্রেম, যে-ভালবাসা, যে মমতা তাকে ঘিরে রেখেছে, আচ্ছন্ন রেখেছে, আরামে রেখেছে তার জন্য সে কৃতজ্ঞচিত্ত। ফানিকে সে ভালোবাসে না, সত্যিই, কিন্তু

ফানিকে তার ভালো লাগে। ভারী ভালো লাগে, এ-কথাও মিথ্যে নয়।

এমনি করে দিন যায়, সপ্তাহ যায়,—সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটে। অবশেষে একদিন ফানি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে এসে জানায়, বোধ হয়, বোধ হয় সে—

উচ্ছ্বাসের ছোঁয়াচ লেগে তারও আনন্দ হয়। কিন্তু অন্তরে অন্তরে ভীত হয়ে ওঠে সে। তার এই বয়সে, এত অল্প বয়সে হবে শিশু? সে হবে সন্তানের পিতা? সেই পুত্রকে নিয়ে কি করবে সে? তাকে কি সামাজিক ভাবে স্বীকার করতে পারবে? এই নারীর সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী? কতো রকম সমস্যার সম্ভাবনীয়তাই তার মাথায় জাগে!

অকস্মাৎ চোখের এক পলকে, যেন সে দেখতে পায় পারিবারিক শৃঙ্খল—সুদীর্ঘ শীতল আর ভারী। রাত্রে তার ঘুম হয় না, পাশাপাশি বিনিদ্র শুয়ে তারা দেখে যেন তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে; তাদের মধ্যে শত সহস্র যোজনের ব্যবধান।

ভাগ্যক্রমে, পুত্রের সম্ভাবনীয়তা কেটে যায়—মিথ্যা আশঙ্কাই ওটা। আবার তাদেব জীবন অবিচ্ছেদ আনন্দের একটানা স্রোতে ভাসতে থাকে।

ছয়

কে দ'রসে থেকে জ্যাঁ ফিরছে একদিন বিকালে, এমন সময় রু রোয়াইয়ালের কোণ থেকে কে যেন ডাকল তার নাম ধ'রে। চমৎকার দিন সেদিন—কাফের বাইরে রাস্তার একাংশ অধিকার ক'রে যত ফ্যাশানেবল্ লোকের ভিড় জমেছে। সেই চমৎকার সন্ধ্যার মুখে সবাই বসে গেছে চেয়ার টেনে, পানপাত্র হাতে চারিদিক গুল্‌জার ক'রে রাস্তার মোড়েই।

"সুন্দর যুবক, বসো তুমি এইখানে। কিছু পান করো। তোমাকে দেখলে চোখ জুড়োয় আমার।"

দুই বিরাট বাহু বিস্তৃত হ'য়ে যেন তাকে কোণ-ঠাসা করে। কাফে নিজের কলেবর বৃদ্ধি ক'রে রাস্তার সম্মুখাংশ গ্রাস করেছে—তিন সার টেবিল প'ড়ে গেছে পরপর—তারই মধ্যবর্ত্তী একটা আসনে, বাধ্য হয়েই বসতে হয় জ্যাঁকে। চারিধারের জনতার মৃদুগুঞ্জনে কুদালের নাম মুখরিত হয়ে ওঠে। গোসঁ্যা গর্ব্বিত বোধ করে নিজেকে।

প্রকাণ্ড পানপাত্র হাতে কুদাল বসেছেন মাঝখানেই—তাঁর সামরিক গোছের চেহারার বিপুলতার সঙ্গে সমস্ত মিলিয়ে-মিশিয়ে

মানিয়েছেও চমৎকার। তাঁর পাশেই দ'শেলেৎ, ইঞ্জিনীয়ার ও অর্থশালী। এবং কাছাকাছি আরো হয়তো গুণী ও শিল্পী অনেক—গোসঁ্যা তাদের নাম জানে না।

জঁা আসন গ্রহণ করা মাত্র কুদাল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন—"কী? খুব সুন্দর নয় দেখতে—ঐ যে সামনের ছেলেটি? এক সময়ে আমিও ছিলাম ওর বয়সে, তখন আমারো চুল ছিল অমনি কালো আর কোঁকড়ানো। যৌবন—হায়রে যৌবন।"

"এখনো সেই এক কথা?" দ'শেলেৎ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করেন—"এখনো সেই আগের মতই হারানো যৌবনের জন্য হাহুতাশ?"

"ঠাট্টা করো না, বন্ধু! যা কিছু আমার আছে, মেডেল, পদক, সনদ, ইনষ্টিটিউটের সদস্যপদ, এ্যাকাডেমির সম্মান, যা কিছু আমি, আমার কারিকুরি সব আমি এই মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিতে পারি যদি কেউ আমায় ঐ বয়েস আর অমন চমৎকার একখানা মুখ এনে দিতে পারে।"

তারপর গোসঁ্যার দিকে ফিরে হঠাৎ প্রশ্ন করেন কুদাল—

"তারপর সাফো,—সাফোর কথা বলো! তাকে নিয়ে কি করেছ তুমি? আজকাল কেউ আর দেখতে পায় না তাকে।"

জঁা চোখ বড় বড় ক'রে তাকায়—বুঝতে পারে না।

"আর কি তার সঙ্গে নেই তুমি?" এবং তার বিস্ময় দেখে, কুদাল অধীরভাবে যোগ করেন—"সাফো, আহা—ফানি লগ্রাঁ—ভিল্ দা'ব্রের!"

"ও! সে অনেকদিন আগে চুকে গেছে।"

কী ক'রে যে মিথ্যা বলতে পারলে গোস্যাঁ। কেমন যেন লজ্জা বোধ হ'ল তার; তার নায়িকাকে সাফো-নাম দেওয়ায় কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল যে সত্যকথা প্রকাশে তার বাধা হ'ল। তাছাড়া, অন্য সকলের সঙ্গে, তার প্রিয়ার সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করতেও বাধল তার রুচিতে।

"বল কি! সাফো! এখনো সে তেমনি কাটাচ্ছে?" অবহেলাভরে জিজ্ঞাসা করেন দ'শেলেৎ।

"কেন, গত বছরে তোমার বাড়ির বল্-নাচের আসরে তাকে মনে পড়ে না তোমার? মিসরদেশীয় কৃষক মেয়ের পোষাকে কী অপরূপই দেখাচ্ছিল তাকে! তারপর, এক হৈমন্তিক প্রভাতে, লেকের ধারে তাকে আমি এই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে প্রাতরাশ করতে দেখেছি—তখন যদি তুমি তাকে দেখতে, মনে করতে পনেরো দিনের নববধূটি যেন!"

দ'শেলেৎ বলেন, "কতো বয়স তার এখন হবে? অবশ্য, যখন থেকে আমরা জানি ওকে?"—

কুদাল অনুমান করতে সুরু করেন—"কতো? কতো বয়সে? হিসাব ক'রে দেখা যাক,—৫৩ সালে ছিল সতের, যখন তার সাফোর মর্ম্মরমূর্ত্তি খুদেছি আমি আর এখন হচ্ছে ৭৩ সাল। অতএব নিজেই গুণে নাও।"

সঙ্গে সঙ্গে কুদালের চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, "আহা! কুড়ি বছর আগে তুমি যদি দেখতে তাকে—দীর্ঘায়ত তনু, সুঠাম তন্বী, টুকটুকে ঠোঁট—ঝকঝকে ললাট। এমন সুন্দর বাহুলতা—এমন বুক—সাফোর মডেল হওয়ার যোগ্যতা তারই ছিল কেবল! আর, এমন

একটি মেয়েকে, নায়িকার মতো পাওয়া। কী আনন্দের ঝর্ণাই না সর্ব্বাঙ্গে—কী আলোর দীপ্তিই না দু'চোখে। সব সময়েই কোন-না-কোন সুর বাজছেই তার মধ্যে। 'সপ্তস্বরার ঝঙ্কার যেন তম্বুর-তনিমা ঘিরে।' লা গুরনেরি যা বলতো!"

মৃতের মত বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করে জ্যা—"তিনিও কি তার প্রেমিকদের মধ্যে একজন?"

"লা গুর্‌নেরি? আমার তো মনে হয়। ওঃ, কী কষ্টই না দিয়েছিল আমায় ঐ লা গুর্‌নেরি! বছরের পর বছর আমরা একসঙ্গে বাস করেছি স্বামী-স্ত্রীর মত, চার বছর তো গেছে তাকে মানুষ ক'রে তুলতেই আমার। গানের মাষ্টার, বাজনার মাষ্টার, সাহিত্যের মাষ্টার—কত কিছুর না মাষ্টার। এবং যখন আমি তাকে অক্লান্ত পরিশ্রমে এমনি করে হীরের টুক্‌রোর মত পালিশ করে এনেছি—যাকে আমিই একদিন রাস্তার আবর্জ্জনার ভেতর থেকে কুড়িয়ে তুলে এনেছিলাম। লা গুর্‌নেরি—সেই পদ্যমেলানো পাজিটা করল কিনা, একদিন সন্ধ্যায়, এক রেঁস্তোরায় খেতে খেতে, আমার চোখের ওপর থেকে তুলে নিয়ে গেল তাকে!"

কুদাল দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—নিঃশ্বাস নিতেও যেন তাঁর কষ্ট হতে থাকে। পুরানো প্রেমের ক্ষত যেন জেগে ওঠে তাঁর। অবশেষে, আবেগকম্পিত স্বরে আবার তিনি আরম্ভ করেন, অনেকটা শান্ত হয়েই এবার।

"কিন্তু এই পেজোমির ফলে তার লাভ হয়নি কিছুই। তিন বছর তারা ছিল এক সঙ্গে—কিন্তু নরকবাসের মতোই হয়েছিল সে-জীবন। কবিটির ব্যবহার ছিল বর্ব্বরের মতো পাগলের মতো

—দু'জনের দিনরাত এমন ঝটাপটি আর কামড়া-কামড়ি লেগে থাকতো যদি দেখতে। তাদের বাড়ি গেলে প্রায়ই দেখা যেত, হয় সাফোর চোখের ওপর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা আর না হয় মুখে আঁচড়ের-কামড়ের চিহ্ন। কিন্তু এমনি মজা, লা গুর্নেরি যখন তাকে একেবারে ছেড়ে দিতে চাইল, তখন সে তার সঙ্গে লেগে রইল ঠিক জোঁকের মত। দিনরাত ছায়ার মতো লেগে থাকে তার পেছনে, তার দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারে,—দরজার বাইরে পাপোষের উপর বসে থাকে তার বেরুবার প্রতীক্ষায়। এক দুর্দ্ধর্ষ শীতের রাত্রে তো পাঁচ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়েই রইল রেঁস্তোরার বাইরে—সেই রেঁস্তোরায়, লা গুর্নেরি আর তাদের সবাই সমবেত হয়েছিল বিরাট নৈশভোজে। কী দুঃখের কাহিনী! কিন্তু কবিবর অটল থাকলেন শেষ পর্য্যন্ত,—শেষে কিনা সাফোর হাত থেকে উদ্ধার পেতে পুলিশের শরণ নিলেন তিনি! কী খাসা ভদ্রলোক, আহা! অবশেষে, যেন এই সুন্দরীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্যই, তিনি বার করলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'প্রেমের কাব্য'—তা আর কিছু না, কেবল এই মেয়েটিকে অভিশাপ, গালাগালি আর হাহুতাশ। যে-মেয়েটি তার যৌবনের শ্রেষ্ঠকাল নিবেদন করেছিল তাকে, নিজের দেহ, নিজের সেবা, নিজের স্নেহের এক কণাও অবশিষ্ট রাখেনি—তার সেই দানের উপযুক্ত উপসংহারই হোলো বটে!"

পাথরের মত শক্ত হয়ে ওঠে গোস্যাঁর পিঠ—স্তম্ভিত হয়ে সে সমস্ত শুনে যায়। পানীয় যেন আর গলে না তার গলা দিয়ে। নিশ্চয়ই তারা কোনো বিষ দিয়েছে তার পানীয়ে, তার গলা, বুক, পেট যেন বরফের মতো শীতল হয়ে আসছে। এই চমৎকার

আবহাওয়াতেই শরীর তার শিরশির করে—সে কাঁপতে থাকে; অস্পষ্ট কী সব ছায়া ভেসে চলে তার চোখের সামনে।

এবার দ'শেলেৎ তার বিষোদ্গার সুরু করে—

"বাস্তবিক এই সব বিচ্ছেদ-ব্যাপার কী ভয়াবহ! দু'জনে বছরের পর বছর থাকল এক সঙ্গে; এক সঙ্গে খেলো, শুলো, ঘুমোল; দু'জনের স্বপ্ন আর ভাবনা মিলিত হোলো এক মোহানায়। দু'জনের কাছ থেকে দু'জনের আলাদা কোন সত্তা নেই, সত্য নেই, গোপন করবার মতো কোন রহস্য নেই। জীবন-যাপনের অনুরূপ অভ্যাস হয়ে গেল পরস্পরের—এমন কী, দু'জনের কথাবার্ত্তা, কথা বলার কায়দা, আচার-ব্যবহার পর্য্যন্ত হয়ে গেল একরকম। দু'জনে একসঙ্গে—যেন পরস্পরের অঙ্গীভূত—মিলে মিশে দু'জনে এক। তারপর হঠাৎ একদিন দু'জনে হয়ে গেল ছাড়াছাড়ি—যেন ছিঁড়ে দু'জনকে ছাড়িয়ে নেওয়া হ'ল আলাদা করে! অদ্ভুত না? কী করে হয় যে এ-রকম? সাহসই বা পায় কোত্থেকে? যদি আমার কথা বলো, আমি তো করতে পারি না—এ-রকম করব ভাবতেই পারি না আমি। হ্যাঁ, ধরা যাক্, মেয়েটি আমাকে ঠকিয়েছে, বঞ্চনা করেছে, বোকা বানিয়েছে, ওর জন্য উপহসিত হয়েছি লোক সমাজে, অনেক বদনাম সইতে হয়েছে আমায়, তবু সে যদি এসে চোখের জল ফেলে আমার কাছে, বলে, 'যেয়ো না'—তা'হলে আমি তো ছেড়ে যাই না কখনো। এবং এই কারণেই, আমার প্রেম হচ্ছে নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার। প্রবাদ বাক্য আছে না সেই?—'নো 'মরো অর্ এল্‌স্ ম্যারেজ!' আমার ভালোবাসায় কালকের রাত নেই, থাকলেই, বিবাহ! এই

দস্তুরই হওয়া উচিত—এই হওয়া উচিত পুরুষের উপযুক্ত কাজ!"

"কালকের রাত নেই, কালকের রাত নেই—আমার পক্ষে বলা সহজ বটে। কিন্তু এমন মেয়েও আছে যাকে একদিনের জন্য পেয়ে আশ মেটে না—একদিন দূরে থাক, একমাস, একবছর, একযুগও না! যেমন ঐ সাফো—ঐ মেয়েটি!"

"আমি তো এক মুহূর্ত্তের বেশি প্রাধান্য দিই নি ওকে!" দ'শেলেৎ নির্ব্বিকার হাস্যে বলে, "একদিনের বেশি ওকে আকাঙ্ক্ষা করবার মতো কী আছে ওর মধ্যে?'

"তা'হলে তার কারণ হচ্ছে এই যে, তোমাকে তার পছন্দ হয়নি। তা না হলে—সে তেমন মেয়েই নয়। সে যাকে ভালো-বাসে, তার সঙ্গে যেন আঠার মতো লেগে থাকে, কিছুতেই তার সঙ্গ ছাড়ে না। এবং যখন যার কাছে থাকে তখন তার প্রতি সে একনিষ্ঠ,—এ-বিষয়ে তার রুচি ঠিক গৃহস্থ বধূর মতোই।"—

কুদাল বলতে থাকে—

"লা গুর্‌নেরির পর সে গেলো দ'জোয়ার কাছে—ঔপন্যাসিক দ'জোয়া মারা গেল বেচারা! তারপর সে গেলো এজানোর হাতে, এজানো বিয়ে করল তাকে। তারপর রঙ্গমঞ্চে উপনীত হ'ল সুপুরুষ ফ্লামাঁ। সেই ফ্লামাঁ—খোদাইকার—যে আগে ছিল এক আর্টিষ্টের মডেল। চিরদিন সাফোর ঝোঁক সুন্দরের আর প্রতিভা-বানের প্রতি—। ফ্লামাঁর ভীতিবহ গল্প তুমি জানো বোধ হয়?"

"কী গল্প?" গোস্যাঁ জিজ্ঞাসা করে অবরুদ্ধ কণ্ঠে।

কুদাল আবার দম নিয়ে আরম্ভ করে সেই প্রেমের কাহিনী—কয়েকবছর আগে সারা প্যারিস যা তোলপাড় করে তুলেছিল।

—"খোদাইকারটি ছিল গরীব—পাগলের মত ভালোবাসত এই মেয়েটিকে। পাছে মেয়েটি তাকে ছেড়ে দেয়, এই ভয়ে, আর ওকে সুখে রাখবার জন্যে ব্যাঙ্কনোট জাল করে বেচারী। করতে-না-করতে ধরা প'ড়ে যায়—ও আর ওর নায়িকা দু'জনেই। এবং তার ফলে ওর হয় দশ বছরের কারাদণ্ড; মেয়েটি ছ'মাস সেণ্ট্ লেজারের হাজত্ বাস করে, তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হলে—বেকসুর খালাস পায়।"

তারপর কুদাল, দ'শেলেৎকে মনে করিয়ে দেয় (দ'শেলেৎও উপস্থিত ছিল আদালতে এই বিচারকালে), জেলখানার টুপি-মাথায় কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিল সাফোকে! কী রকম তার উদ্ধতভাব—ভয়ের বা বশ্যতার চিহ্নমাত্রও নেই—তার প্রণয়ীর প্রতি, শেষ পর্য্যন্ত, তার কী একনিষ্ঠ অনুরক্তি! আর প্যাঁচার মতো জজ-সাহেবের মুখের উপর কী রকম সব তার চোট্‌পাট জবাব! আর সর্ব্বশেষে, সেই যে সে তার চুমু ছেড়ে দিল, পাহারাওয়ালাদের মাথার উপর দিয়ে, ফ্লামাঁর দিকে—সেই তার কণ্ঠের ডাক যা পাথরকেও গলিয়ে দেয়—ভয় খেয়ো না, প্রিয়তম! আবার আসবে আমাদের সুখের দিন—আবার আমরা ভালোবাসব পরস্পরকে!

কুদাল বলেই চলে—

"তারপর থেকে, সে প্রণয়ীদের আর বাছবিচার করেনি—প্রত্যেক মাসে, এমন কি প্রত্যেক সপ্তাহেই প্রণয়ী বদ্‌লেছে। ওঃ! আর্টিষ্ট! কেবল আর্টিষ্টদের সে বয়কট করেছে তারপর থেকে—আর কোন আর্টিষ্টের প্রেমে পড়েনি! আর্টিষ্টের সম্বন্ধে ভয়ই হয়ে গেছে তার। কেবল আমিই বোধ হয় একমাত্র, আমার বিশ্বাস,

যাকে সে সেদিনও মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়ে গেছে। আমার ষ্টুডিয়োয় এসে এক আধবার সিগারেট টেনেছে এক আধ দিন। তারপর মাসের পর মাস কেটেছে আর তার খবর পাই না, অবশেষে একদিন তাকে আমি দেখলাম এই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে, গত হেমন্তকালে এক সুপ্রভাতে এর মুখ থেকে মুখ দিয়ে আঙ্গুর তুলে খেতে। তখন আমি বলেছি মনে মনে—সাফো আবার ছোবল্ খেয়েছে। প্রেমে পড়েছে আবার।"

এর বেশি আর শুনতে পারে না জাঁ। তার মনে হয় এর বিষ যেন ছড়িয়ে পড়েছে তার সর্ব্বাঙ্গে—শেষ মুহূর্ত্তের আর দেরি নেই। কিছুক্ষণ আগে বরফ-শীতল হয়ে এসেছিল তার হাড়-পাঁজরা—কিন্তু এখন যেন তার বুকেব মধ্যে আগুন জ্বলছে, সেই আগুনের শিখা গিয়ে ঠেকেছে তার মাথায়; এই ক্ষণেই যেন ধাতুপাত্রের মতো ফেটে টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়ে যাবে সে।

টলতে টলতে সে উঠে পড়ে—রাস্তা পার হয়ে চলে, গায়ের কাছ ঘেঁষে কোচগাড়ি ছুটে যায়—সে দেখতেও পায় না। কোচ-ম্যানেরা চেঁচিয়ে ওঠে—"আহাম্মক!"—কে আহম্মক? কার প্রতি চেঁচাচ্ছে ওরা? সকল কিছুর উপরেই দারুণ বিতৃষ্ণা ও বিস্মৃতি এসে গিয়েছে জাঁব।

সাত

ম্যাড্লিন মার্কেটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হেলিয়োট্রোপের গন্ধ এসে লাগে তার নাকে—এমন খারাপ লাগে তার! হেলিয়োট্রোপ্—ফানির পছন্দসই সেণ্ট্! এই সুগন্ধির কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাড়াতাড়ি সে পা চালায়।

তার মাথায় যেন আগুন জ্বলছে—সমস্ত মন আঘাতে-আঘাতে ক্ষতবিক্ষত! প্রিয়াই বটে! সাফো, সাফো! এই রকম একটা মেয়ের সঙ্গে আমি এক বছর কাটিয়েছি ভাবলে-—

সাফো! সাফো! বারবার সে এই নামোচ্চরণ করে বাগান্ধ হয়ে। তার মনে পড়ে, কতো সাধারণ বারাঙ্গনার ছবির তলায় এই নাম মুদ্রিত দেখেছে—এই নাম এবং এই ধরণের সব নাম: কোরা, কারো, ফির্ণেল, ফোক্—!

এই ঘৃণিত নামের জ্বলন্ত অক্ষরগুলি যেন কেটে কেটে বসতে থাকে তার মস্তিষ্কে, সে যেন মনশ্চক্ষে ধারাবাহিক ভাবে দেখতে থাকে এই নারীর জঘন্য জীবন। কুদালের ষ্টুডিও থেকে সুরু, লা গুর্নেরির সঙ্গে সেই সব দৃশ্য, সেই রেঁস্তোরার বাহিরে প্রতীক্ষা—কিম্বা কবির দরজার বাহিরে পাপোষের উপর। তারপর সেই

সুপুরুষ খোদাইকার, নোটজাল, পুলিশকোর্ট, এবং সেই কয়েদীর টুপি যা তাকে চমৎকার মানিয়েছিল এবং সেই জালিয়াতের উদ্দেশ্যে উৎক্ষিপ্ত তার চুম্বন—"ভাবনা করো না, প্রিয়তম, আবার আমরা মিলিত হব, আবার ভালোবাসব আমরা পরস্পরে।"—

প্রিয়তম! এই একই সম্বোধন, একই আদর—সে উপহার দিয়েছে তাকেও। কী লাঞ্ছনা! এ-জঞ্জাল আজই সে ঝেঁটিয়ে দূর করবে। যতদূর সে যায়—হেলিয়োট্রোপের গন্ধও যেন তাড়া করে চলে তাকে।

হঠাৎ সে আবিষ্কার করে এতক্ষণ মার্কেটের চারধার প্রদক্ষিণ করেই সে ঘুরছিল। শেষে নিজের রাস্তা ধ'রে, এক নিঃশ্বাসে পৌঁছায় বাড়ি এসে। পথেই সে সঙ্কল্প ঠিক ক'রে ফেলেছে যে, পৌঁছেই সে বাড়ি থেকে তাড়াবে এই স্ত্রীলোককে, গালাগালি দিয়ে তাড়াবে, সটান ছুঁড়ে ফেলে দেবে সিঁড়ির বাইরে, কোন কৈফিয়ৎ না দিয়েই। সদর দরজার কাছে পৌঁছে সে ইতস্ততঃ করে, চিন্তা করে খানিকক্ষণ, কয়েক পা অগ্রসর হয়। নিশ্চয়ই ফানি চীৎকার করবে, কান্নাকাটি লাগাবে, রু দে লা'কার্দের সেই দিন সকালবেলার মতো হইচই বাধিয়ে দেবে—বস্তিসুলভ অকথ্য কথার কলরব জাগিয়ে তুলবে পাড়ায়।

ঠিক? হ্যাঁ, লিখে জানানোই ভালো; কয়েকটা কঠোর বাক্যে সমস্ত ব্যাপারটা সহজেই চুকিয়ে দেওয়া যায় চিঠিতে। সাধারণ ইংরেজদের সস্তাদরের একটা রেঁস্তোরায় সে ঢুকে পড়ে চিঠি লেখার উদ্দেশ্যে। রেঁস্তোরার ভেতর প্রায় শূন্য, একটা মিটমিটে গ্যাসের বাতি জ্বলছে—একটা নড়বড়ে কাঠের টেবিলের সামনে সে বসে।

তার কাছাকাছি, একটি মেয়ে একমাত্র খদ্দের মড়ার মতো বিবর্ণ হাসে, স্যালমন-ভাজা গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করছে সে। এক বোতল মদের হুকুম দেয় জঁা। মদের বোতল ও গেলাস তার সামনে রাখা হয়, কিন্তু সে স্পর্শও করে না—তার চিঠি লেখা সুরু করে। কিন্তু অসংখ্য কথা তার মাথায় ভিড় ক'রে এসেছে যেন—সকলেই ঠিক বেরুতে চায় এক সঙ্গে, অথচ দোকানের জংধরা দোয়াতের জমাট বাঁধা বিকৃত কালিতে ভোঁতা কলম এগিয়ে চলে অতি ধীরে।

দু'বার তিনবার সে সুরু করে—তার মনের মতো হয় নি, ছিঁড়ে ফেলে দেয়, তারপর সে চিঠি না লিখেই উঠে দাঁড়ায়, চলে যাবার জন্য।

তার সন্নিকট থেকে, ভীরু কণ্ঠের একটা জিজ্ঞাসা আসে, "আপনি তো পান করলেন না, আমি করতে পারি?"

গোসঁ্যা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

মেয়েটি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে, মদের বোতলের উপর। গেলাসে না-ঢেলেই, কোন সমারোহ না করেই, এক নিশ্বাসে পুরো বোতল খালি ক'রে আনে।

মেয়েটির দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা স্পষ্ট হয় গোসঁ্যার কাছে। কেবল এক টুক্‌রো স্যালমনেরই কয়েকটা পয়সা ছিল মেয়েটির—এক ঢোঁক বিয়ারে সে গলা ভেজাবে তার এমন সামর্থ্য ছিল না। বিগলিত করুণার ভাব জাগে জঁার মনে—ওর উত্তেজনা অনেকটা শান্ত হ'য়ে আসে সহানুভূতিতে। নারীর জীবন যে কতখানি দুঃখময়, অকস্মাৎ যেন প্রতিভাত হয় তার সামনে। সে বিচার

করতে সুরু করে, এবার মানুষের হৃদয় দিয়ে,—নিজের নিরানন্দের সঙ্গে বুঝাপড়া আরম্ভ হয় তার।

আর যাই হোক ফানি তার সঙ্গে তো কোন মিথ্যাচরণ করেনি—সে কোন মিথ্যা কথা বলেনি তাকে। জঁা যে তার জীবন-কাহিনীর কিছুই জানে না, তার কারণ সে নিজেই সে-সম্বন্ধে কোন দিন জানতে চায়নি, জানার প্রয়োজন বোধ করেনি। এখন ফানিকে দোষ দেবার দায়ী করবার হেতু কি? সেণ্ট্ লেজারের হাজত-বাস? কিন্তু সে যখন বেকসুর খালাস পেয়েছে, সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছে সেখান থেকে—তখন আর কি আছে বলবার? তার নিজের আগে অন্যান্য পুরুষ এসেছে ফানির জীবনে—সেই জন্যই? কিন্তু এ-রকম আসা যে সম্ভব তা-কি একেবারেই তার কল্পনার বাহিরে ছিল এতদিন? তা' তো নয়!—তবে?

ফানির বিরুদ্ধে তার রাগের, তার অভিযোগের কি এই তবে কারণ যে ফানির প্রেমিকেরা সব নামজাদা লোক, সকলের সুপরিচিত, সুবিখ্যাত,—এই; যে হেতু সে ইচ্ছা করলে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে, কথা বলতে পারে, দোকানের জানালা-সজ্জায় দেখতে পারে তাদের ফটো? যে হেতু ফানি অখ্যাতনামাদের বদলে এদের পছন্দ করেছে—এই কি তার অপরাধ?

ক্রমশঃ তার অন্তরের তলদেশে, আপনা থেকেই জেগে উঠতে থাকে একটা গর্ব্ব—অসঙ্গত ও অনির্ব্বচনীয় এক গর্ব্ব। এই সব শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের সঙ্গে সেও ফানির অংশ পেয়েছে—এদেরই সে অংশীদার, আর এরা সবাই তার ফানিকে এমনই মোহিনী দেখেছিল, প্রার্থনীয় মনে করেছিল, সুন্দর বলেই ভালোবেসেছিল

তাকে। তারও ফানিকে সুন্দর মনে হয়েছে—ভালোবাসার মতো মনে হয়েছে এবং ফানির স্বপক্ষে এই সব সুবিখ্যাতদের, সুরুচি-শালীদের স্বীকারোক্তি তার নিজের নির্ব্বাচন ক্ষমতায় আত্মবিশ্বাসের অটলতা দান করে। তার হচ্ছে সেই তরুণ বয়েস, যে বয়সে লোক প্রেমে পড়ে, কেবল নারীর জন্যই, প্রেমে-পড়বার জন্যই—সেই বয়েসে তার প্রেয়সী সুন্দরী বা প্রার্থনীয়া কি না কিছুই সে স্থির জানে না, বন্ধুদের প্রিয়ার ছবি দেখিয়ে তাদের প্রশংসিত দৃষ্টির প্রতিক্ষা করে কৃতনিশ্চয় হবার জন্য। কিন্তু সাফোর সম্বন্ধে তো আর ভুল নেই কোন, কেননা স্বয়ং কুদাল গড়েছে তার মর্ম্মরমূর্ত্তি আর লা গুর্নেরি গেয়েছে তার বন্দনাগান। একটি মহিমার জ্যোতিচ্ছটায় যেন নতুন ক'রে আত্মপ্রকাশ করে ফানি।

কিন্তু তবু মনে মনে তার রাগ হ'তে থাকে এমন—বিজাতীয় এক রাগ। সাফো—সাফো। একটা সাধারণ গণিকা মাত্র তার প্রিয়া। এই ভাবে সে পথ চলতে থাকে, কখনও উত্তেজিত, কখনো বা শান্ত—চিন্তায়, আবেগে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে—যখন সে বাড়ি ফেরে তখন রাত অনেক।

ক্লান্ত মন—পরিশ্রান্ত শরীর। এখন রাত কতো? দুর্দ্দান্ত ড্রিলের পর নতুন সৈনিক যেমন ভেঙে পড়ে, তেমনি তখন তার দেহ ও মনের অবস্থা। তার দুঃখ আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে তখন। এখন সে সোজা বিছানায় যাবে, ঘুমোবে, তারপরে কাল সকালে ঘুম ভাঙলে,—রাগের বা বিরাগের বশে নয়, সোজাসুজিই সে বলবে এই নারীকে—"তুমি যে কী তা' আমি জেনেছি। যাক, এ তোমারও দোষ নয়, আমারও দোষ নয়, কিন্তু আর আমরা থাকতে

পারি না একসঙ্গে। আলাদা হওয়াই ভালো আমাদের।" এবং এই মেয়েটির কবল থেকে পরিত্রাণ পেতে, একেবারে এর খর্পরের বাইরে যাবার জন্য, সে সোজা দেশে চলে যাবে, তার মার কাছে, ছোট বোনদের কাছে ; তাদের স্নেহের সুশীতল ছায়ায়—প্যারিসের এই দুঃস্বপ্ন ভোলবার চেষ্টা করবে সে।

ফানি তখন বিছানায়, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে ক্লান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন। প্রজ্জ্বলিত বাতির আলোয়, একটা খোলা বই পড়ে আছে তার পাশে ; এই বইটা পড়তে পড়তেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গ্যোস্যাঁ দাঁড়ায় গিয়ে বিছানার পাশে, তাকায় এই নারীর দিকে—কৌতূহলের দৃষ্টি তার চোখে ; যেন এক আলাদা মেয়ে এ, তার সম্পূর্ণ অপরিচিতা, হঠাৎ তাকে দেখছে এই জায়গায়।

সুন্দর, ওঃ, কী সুন্দর! ঐ বাহুলতা, ঐ গ্রীবা, ঐ বক্ষস্থল—কোথাও একটু দাগ বা বিবর্ণতার চিহ্নমাত্র নেই। কে বলবে যে এই নারীর জীবনের উপর দিয়ে দারুণ ঝড় ব'য়ে গেছে—দুঃখের আর অস্বাচ্ছন্দ্যের, প্রতীক্ষার আর প্রেমের, উচ্ছ্বাস আর আবেগের, ভীতির আর অশ্রুজলের—উত্তেজনা ও আনন্দের।

অকস্মাৎ যেন কাঁদবার ইচ্ছা হয় গোস্যাঁর—ভয়ানক একটা কান্নায় নিজেকে মুক্ত করার, ভাসিয়ে দেবার। একটা দুর্দ্দমনীয় বাসনা জেগে ওঠে তার মনে।

আট

তাদের নৈশ-আহার-পর্ব্ব তখন সমাধা হওয়ার মুখে, সামনের জানলা খোলা—সন্ধ্যা হব-হব।

জঁা নীরব। কিন্তু তার উদ্ধত কণ্ঠ বিষোদ্গারের উন্মুখতায় উদ্‌গ্রীব—সব সময়ে সেই একই অপ্রিয় আলোচনা, যে দুর্দ্দান্ত দুঃখ দিনরাত তাকে হনন করে ফিরছে তারই প্রতিক্রিয়ায়, কুদালের সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিন থেকে, ফানিকে কেবলই সে নিষ্ঠুর বাক্যের আঘাতে নির্দ্দয়ভাবে জর্জ্জরিত করছে।

জঁার অবরুদ্ধ কণ্ঠ কী যে ব্যক্ত করার অপেক্ষায় উন্মুখ, অনুমান করতে পারে ফানি—

"শোনো, তুমি কী বলবে আমি জানি। আমি সত্যি ক'রে বলছি, আমার অতীত এখন মৃত আমার কাছে, যেদিন থেকে আমি তোমাকে ভালোবেসেছি সেদিন থেকে তোমাকে বই আর কারুকে আমি জানি না, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার"—

"তাই যদি হয় তুমি যা বলছ, যদি সত্যিই তোমার অতীত তোমার মন থেকে, তোমার জীবন থেকে মুছে গিয়ে থাকে"—

গোস্যাঁ ব'লে চলে ফানির উজ্জ্বল চোখের দিকে চেয়ে—

"তা'হলে অতীতের স্মৃতি কেন তুমি তবে তুলে রেখেছ তোমার পোষাকের দেরাজে, শুনি ?"

তার ধূসর চোখ কালো হয়ে আসে—

"তুমি জানো তা'হলে ?"

যত প্রেমের চিঠি, প্রেমিকদের ফটো, আর অতীত জীবনের উজ্জ্বলতার কাহিনী, মহিমার চিহ্ন, যা সে এতদিন সযত্নে বাঁচিয়ে এসেছে ধ্বংসের কবল থেকে—সবই কি তাকে তাহলে নষ্ট ক'রে ফেলতে হবে ?

"এর পর থেকে তা'হলে আমায় বিশ্বাস করবে তো তুমি ?" ফানির এই কথায় অবিশ্বাসের হাসি হাসে গোস্ত্যাঁ।

ফানি ছুটে যায়, ছোট্ট বাক্সটা নিয়ে আসবার জন্য—খোদাইকরা লৌহনির্ম্মিত শিল্পকারুর নিদর্শন, তার পোষাকের দেরাজের ভেতর থেকে। ঐ সন্দেহজনক অদ্ভুত বাক্সটা, গত কয়েকদিন থেকেই, গোস্ত্যাঁর চিত্ত ঈর্ষা-সংশয়ে পীড়িত করছে।

"নাও, পোড়াও, ছিঁড়ে ফেল—যা খুশি কর। এ-সব তোমার।" বলে ফানি।

গোস্ত্যাঁর মধ্যে ব্যস্ততা দেখা যায় না, চাবি ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে বাক্সের ডালা সে খুলে ফেলে ; তার অভ্যন্তর থেকে আত্মপ্রকাশ করে অসংখ্য আকারের ও প্রকারের বিবিধ রঙে রঙিন এক চিঠির তাড়া। কালিতে লেখা, পেন্‌সিলে লেখা, দীর্ঘ এবং কয়েকছত্রের মধ্যে সমাপ্ত কতো রকমের চিঠি, ভিজিটিং কার্ড, সাজানো-গোছানো নয়, এক সঙ্গে পুঁজি করে জড়ো করা ; গোস্ত্যাঁর কম্পিত হস্ত চালিত হয় সেই স্তূপাকারের মধ্যে।

"দাও আমার হাতে দাও। তোমার চোখের সামনেই আমি পুড়িয়ে ফেল্‌ছি।"

হাঁটু গেড়ে বসে ফানি সামনেই,—তার পাশেই প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি নিয়ে।

"দাও, দাও আমায়।"

কিন্তু গোস্যাঁ বলে—

"না অপেক্ষা করো।"

তারপর গলা নামিয়ে, যেন একটু লজ্জিতভাবেই বলে—

"আমি পড়তে চাই।"

"কেন বলো তো? নিজেকে আরো বেশি কষ্ট দেবে কেবল।"

গোস্যাঁ বেদনা পাবে, কেবল এই কথাটাই সে ভাবে, কিন্তু তার আগের যে-সব প্রণয়া তা'কে ভালোবেসেছিল, তাদের আবেগ ও কামনার কথা সে যে অপরের রূঢ় দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত করছে, তাদের আত্মমর্য্যাদা ও অন্তর্নিহিত রহস্যের লাঞ্ছনা ঘটাচ্ছে, সে-কথা তার মনে জাগে না। গোস্যাঁর পাশ থেকে সেও পড়ে সেই সব চিঠি আবার,—চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করে গোস্যাঁর ভাব-ভঙ্গী।

লা গুর্‌নেরির স্বাক্ষর-করা দীর্ঘ দশ পৃষ্ঠা, য়্যালজিয়ার্স থেকে দীর্ঘচ্ছন্দে কবি জানিয়েছেন দূর প্রবাসের বিরহ-ব্যথার কাহিনী। সহস্র সৌন্দর্য্য সমারোহ, উৎসব ও আয়োজনের মধ্যেও, কবির মনে জেগেছে ফানির কথা—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তা'কে ভুলতে পারেন নি, তা'কে দেখবার জন্য মৃতপ্রায়। কবির প্রতিভা সেই দূর বিদেশকে যেন ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছে চিঠির পাতায়—

প্রত্যেকটি কথা যেন জহরতের টুক্‌রোর মতো ঝকঝক করছে সোনালী আলোয়।

'ওঃ। গত রজনীতে আমি স্বপ্ন দেখেছি—রু দে লা' কার্দের বিস্তৃত শয্যায় যেন তুমি আর আমি। আমার আদরের অজস্রতা পাগল ক'রে তুলেছে তোমায়; আনন্দে তুমি কাঁদছ। তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে দেখি আমি এখানে—তারকাখচিত আকাশের তলায়। ভোর হয়ে আসছে, নিকটের মস্‌জিদ থেকে মোয়াজ্জিনের ডাক ভেসে আসছে, কিন্তু তার প্রার্থনার সুরের মধ্যে তখনো আম তোমার গলাই শুনছি যেন,—

পড়তে পড়তে নিদারুণ ঈর্ষায় গোসঁ্যার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে। আস্তে আস্তে চিঠিখানা কেড়ে নিতে চায় ফানি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পড়ে যায় গোসঁ্যা। তারপর আরেকটা পড়ে ফেলে দেয় অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে—প্রতিভার, প্রেমের, কাব্যসৃষ্টির, এবং কবির বেদনার পরিণতি পর্য্যবসিত হয় লেলিহান শিখার জঠরে।

একটা প্রতিকৃতি—গাভরাঁ স্বাক্ষরিত, তার ওপরে লেখা: "আমার বন্ধু ফানি লগ্রাঁকে, এক সরাইখানায় ব'সে একদা বর্ষণমুখর সন্ধ্যায়।"

বুদ্ধি-দীপ্ত বিষণ্ণ একখানি মুখ, গভীর দৃষ্টি।

"কে এ?"

"আঁদ্রে দিজয়ি। ওই স্বাক্ষরটার জন্যই আমি রেখেছিলাম।"

"বেশ রেখে দাও, আপত্তি নেই।" গোসঁ্যা বলে। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা নিরানন্দের ক্ষুব্ধতা দেখা দেয় যে,

ফানি ছবিখানা নিয়ে ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে আগুনের মধ্যে বিসর্জ্জন দেয়।

ঔপন্যাসিকের চিঠিগুলি এবার একে একে পড়তে থাকে গোর্সা। পড়বার মাঝখানে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে ওঠে এক জায়গায়—

"আচ্ছা, আমি বুঝতে পারছি না পৃথিবীসুদ্ধ লোক পাগল হয়ে তোমার পেছনেই বা ধাওয়া করে কেন!"

ঔপন্যাসিকের বাণ্ডিল শেষ হ'লে, এবার আসে সেই খোদাই-কারের পালা; অন্যসব প্রণয়ীর মতো এর প্রতিভার বিখ্যাতি নেই—সেই পুলিশ-গেজেটের বর্ণনা ব্যতীত; কিন্তু এর চিঠিও স্থান পেয়েছে আর সবার সঙ্গেই প্রেমের প্রাঙ্গণে। মাজাস্ জেলখানা থেকে লেখা, গেঁয়ো হস্তাক্ষরে, সাধারণ আবেগপূর্ণ সব চিঠি—নিতান্ত নগণ্য গ্রাম্য লোকেরাই যেমন লিখে থাকে; কিন্তু তার ছত্রে ছত্রে সরলতা আর শ্রদ্ধার পরিচয়—কি রকম আত্মহারা হয়ে ফানিকে কতখানি সে ভালোবেসেছিল তারই উদ্দীপ্ত চিহ্ন যেন সেই চিঠিগুলিতে। ফানি যে ছাড়া পেয়েছে সেই আনন্দ সে ব্যক্তি করেছে একখানিতে, আর একখানিতে সে লিখেছে তার কোন দুঃখ নেই, অভিযোগ নেই, ফানির সঙ্গে দু'বছরের যে স্বর্গসুখ সে পেয়েছে তার সারা জীবন পরিপূর্ণ ক'রে রাখতে সেই স্মৃতিই তার পক্ষে যথেষ্ট।

তারপরে, সর্ব্বশেষ চিঠি, ছ'মাসের আগের ডাকের ছাপ-মারা—

"আমাকে কাল দেখা দিতে এসেছিলে, কী আনন্দই যে পেলাম। আর কি সুন্দরই যে দেখাচ্ছিল তোমাকে, কী যে

অপরূপ তুমি। কয়েদীর পোষাকে তোমার পাশে দাঁড়াতে কী লজ্জাই যে করছিল আমার। কী চমৎকার—কী সুন্দর—কী ভালই যে তুমি।”

রূঢ় কণ্ঠের চীৎকারে ফেটে পড়ে জাঁ—

“এখনও তুমি দেখতে যাও তাকে?”

“মাঝে মাঝে দয়া-পরবশ হয়েই।”

“আহা! কী দয়াবতী দেবী আমার!” গোস্যাঁর গলা বর্ব্বরতায় ধারালো ছুরিকার মতো হ'য়ে উঠেছে তখন।

ওর সঙ্গে মিলনের পরেও, এখনো, ফানি যে একজন সামান্য জালিয়াৎকে ভুলতে পারেনি—এখনো দেখতে যায় তা'কে, এই ধারণাই সব চেয়ে ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে জাঁকে। তার গর্ব্ব, তার অহঙ্কার যেন প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, সে গরজাতে থাকে মনে মনে।

অবশেষে শেষ-প্যাকেট পত্র, সবুজ রীবনে মোড়া, ওপরে মেয়েলি হস্তাক্ষর—হাতে তোলে গোস্যাঁ।

“চেরিয়ট রেস্ শেষ হ'লে আমার পোষাক বদলাব, তুমি আমার সাজঘরে এসো তখন”—

“না না, পড়ো না!”

ফানি গোস্যাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওর অর্থবোধ হবার পূর্ব্বেই, সমস্ত বাণ্ডিলটা ছিনিয়ে নিয়ে, ফেলে দেয় আগুনের গর্ভে; আগুনের আভায় তার মুখ তখন লজ্জায় লাল। সে বলে—

“তখন আমি নেহাৎ ছোট,—ও হচ্ছে কুদাল—সেই হতভাগাটা—কিছুই জানতাম না তখন আমি, সে যা বলেছে তাই করেছি”—

তখন জাঁ সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে—মৃতের মতো বিবর্ণ হয়ে যায় তার মুখ—

"আ! বুঝেছি, সাফো—এবং ইত্যাদি"—

তারপর, যেন একটা নোংরা জঘন্য জীব, এইভাবে ফানিকে পা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়—

"যাও সরে যাও। ছুঁয়ো না আমায়। বমি হয় তোমাকে দেখলে"—

ফানি আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে, কিন্তু তার আওয়াজ ছাপিয়ে হঠাৎ যেন এক বজ্রধ্বনি গর্জ্জন ক'রে ওঠে অত্যন্ত সন্নিকট থেকেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে আগুনের উজ্জ্বল লক্‌লকে শিখা উৎক্ষিপ্ত হয়ে কড়িকাঠে গিয়ে স্পর্শ করে। আগুন! আগুন! ভয়-বিমূঢ় ফানি লাফিয়ে ওঠে, টেবিলের ওপর থেকে জলের বোতল নিয়ে পুঞ্জিভূত জ্বলন্ত পত্ররাশির উপর ঢেলে দেয়। তারপরে, বালতির জল, কুঁজোর জল, কিন্তু আগুনের উদ্দামতা কমতে চায় না, ঘরের মাঝখান পর্য্যন্ত তার লেলিহানতার উদ্ধত বাহু সে বিস্তার করে। আর কোন উপায় না দেখে ফানি ছুটে যায় বাহিরে, বারান্দায়, চীৎকার ক'রতে থাকে—"আগুন! আগুন!"

প্রতিবেশী হোতেমারা ছুটে আসে প্রথমে, তারপরে বাড়ির সদরের প্রহরী এবং রাস্তার পাহারাওয়ালা। কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে—

"জল! জল আনো! কম্বল চাপা দাও আগে।"

তারপর আগুন নিবে যায়, প্রতিবেশীরা চলে যায় নিশ্চিন্ত হয়ে, রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টের কাছে জমায়েৎ জনতার ছত্রভঙ্গ হয়—

প্রণয়ীযুগল, নীরবে বসে থাকে, দলিত মথিত পর্য্যবসিত তাদের গৃহস্থালির দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। চারিদিকে জলের ছড়াছড়ি, ধূলো-বালি-কাদার সমারোহ, ওলটপালট আসবাবের মধ্যে বসে তাদের উত্তেজনা তখন শান্ত, উৎসাহ নিবে এসেছে—নতুন করে ঝগড়া সুরু করবার কিম্বা চারিধার পরিষ্কার করবার শক্তি আর নেই তাদের। পাপের প্রভাব যেন স্পর্শ করেছে তাদের, প্রবেশ করেছে তাদের আত্মার অন্তস্তলে। তারই রহস্যাচ্ছন্ন ছায়ায়, পরস্পরের প্রতি বিরাগ তারা ভুলে যায়। সেদিন রাত্রের মতো তারা উভয়েই শুতে যায় এক ভাড়াটে বাসায়।

নয়

একদিন সন্ধ্যায়, ডিনারের মুখে বাড়ি ফিরেই গোসঁ্যা দু'জনের জায়গায় তিনজনের জন্য, খাবারের টেবিলে, আহারের আয়োজন দেখে বিস্মিত হ'য়ে যায়। তার বিস্ময় আরো বেশি বাড়ে যখন সে দেখে, অদূরে ব'সে ফানি খর্ব্বাকৃতি একটি লোকের সঙ্গে তাস খেলছে। লোকটিকে প্রথমে সে চিনতে পারে না, কিন্তু, তার পায়ের শব্দে, লোকটিই ফিরে তাকায়, তখন তার বুনো ছাগলের মত জ্বলজ্বলে চোখ, লম্বা নাক, রোদে-পোড়া মানানসই মুখ, মাথার টাক আর চাঁপদাড়ি দেখে আর না চেনার উপায় থাকে না। লোকটি হচ্ছে, কেজ্যার—তার কাকা।

ভ্রাতুষ্পুত্রের বিস্ময়-ব্যঞ্জক উচ্চ সম্ভাষণের জবাবে, তাস না ফেলেই, তিনি শুধু বলেন—

"দেখে যাও, একেবারে হাঁদা নই আমি। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র-বধুর সঙ্গে বেজিক্ খেলছি—জিত্‌ছিও!"

ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ!

আর জাঁ, যে এই ব্যাপার, ফানির সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা, বাড়ির থেকে, খুব সতর্কতার সঙ্গে এতদিন গোপন করেই

এসেছে, তার মনের ভাব তখন অনুমান করার মতো।

ফানির সঙ্গে কেজ্যারের এতো মাখামাখি তার ভালো লাগে না। খাবার টেবিলে বসে, ফানি যখন পরিবেশনসূত্রে ব্যস্ত অন্যত্র, কেজ্যার চাপাগলায় গোসঁ্যার কাছে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন—

"বাহাদুর ছেলে! কী হাত, কী চোখ, কী চাউনি,—একেবারে রাজভোগ্য!"

আহারের সময়ে, জিনিসটা আরো জটিল হয়ে ওঠে—অধিকতর খারাপের দিকেই এগোয়, যখন কেজ্যার তাঁর যৌবনের কাহিনী, প্রেম এবং অভিসারের আত্মজীবনীতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন।

গোসঁ্যা কথাটা ঘোরাবার, পারিবারিক প্রসঙ্গে আনবার প্রয়াস পায়—

"ভালো কাকা! বাড়ির খবর কি? মা? মা কেমন আছেন?"

"মা? তোমার মার কথা আর বলো না! বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে কেমন তার মাথার গোলমাল হচ্ছে আজকাল। স্মৃতিভ্রম হয়ে যায় সময়ে সময়ে—সব কিছু ভুলে যান, এমন কি ছেলেদেরও। সেদিন তো তোমার কাকিকে জিজ্ঞাসা করেই বসলেন, তোমার বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই—"ওই যে চমৎকার ভদ্রলোকটি, প্রায়ই যিনি আমায় দেখতে আসেন—উনি কে ভাই?"

ফানি হাসতে থাকে, গোসঁ্যা কিন্তু গম্ভীর হয়ে যায়—বাড়ির কথা, মার কথা, বিগত কৈশোর-জীবনের কথা কি মনে পড়ে যায় তার?

"পরিবারের মধ্যে কখনো কেউ পাগল হয়েছিল কি?" জিজ্ঞাসা করে ফানি।

"কখনো না।" রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে কেজ্যার উত্তর দেন—

"তবে খুব খুঁটিয়ে ধরতে গেলে আমারই বরং পাগলামির দিকে একটা ঝোঁক ছিল—আমার তরুণ যৌবনে। অবশ্য আমার সেই পাগলামি মহিলারা পছন্দ করত, আমাকে সেজন্য ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখবার প্রয়োজন কেউ মনে করেনি।"

ফানি হাসে, কেজ্যারও হাসতে থাকেন। জাঁ তাকিয়ে থাকে দু'জনের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে; মার সংবাদে তার মন তখন ভেঙে পড়েছে।

ক্রমশঃ, কেজ্যার, তাঁর প্যারিসে আসার কারণ প্রকাশ করেন। বহুদিন আগে তাঁর এক বন্ধুকে আট হাজার ফ্রাঁ তিনি ধার দিয়েছিলেন—সেই বন্ধুটি মারা গেছে সম্প্রতি। এই টাকাটা ফিরে পাবার প্রত্যাশা কোনদিনই তাঁর ছিল না, কিন্তু সেই বন্ধুর এটর্নি তাঁকে চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছেন—আট হাজার ফ্রাঁ ফেরৎ নেবার জন্যে—

"বুঝেছ জাঁ"—কেজ্যার ব্যক্ত করেন—

"রোণের ওপরে প্রথমে যে দ্বীপ, তাইতে বিস্তর জমি কেনা যাবে ঐ টাকায়, নতুন কায়দায়, আঙুরের ফসল ফলানোর ইচ্ছা আছে আমার। অবশ্য একথা কেবল তোমার মধ্যে আর আমার মধ্যে, বাড়ির কাউকে জানাইনি জানাবও না"—

"তোমার বৌ-কেও না, কাকা?" হাসতে হাসতে ফানি প্রশ্ন করে।

"ওঃ। দিভোন।—দিভোনকে না জানিয়ে কিছু করি না আমি। আমার উপর তার অগাধ বিশ্বাস।"

এবার কেজ্যার বৌ-এর গল্প সুরু করেন, তার স্নেহ যত্ন, তার সেবার কথা—আবার ফিরে আসে তাঁর প্রথম যৌবনের কাহিনী। আর দেখতেও এমন সুন্দরী—যেমন গড়ন তেমনি রঙ্।

"তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে।" এই বলে, কেজ্যার, স্নেহোজ্জ্বল সম্ভ্রমে, দিভোনের ফটোগ্রাফ্ পকেট বইয়ের ভেতর থেকে বার করে ফানির হাতে দেন—সব সময়েই এটি সঙ্গে থাকে তাঁর।

গোসঁ্যার অসুখের সময় দিভোনের নাম বারবার সে শুনেছে তার বিকারের ঘোরে—তাই থেকে, গোসঁ্যার কাকি সম্বন্ধে, মার বয়সী, পাড়াগেঁয়ে, সাধারণ চেহারার একটি মেয়ের ধারণা হয়েছিল তার—কিন্তু এই অপরূপ সুষমাবতীর ছবি এখন দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যায় সে।

"খুব সুন্দরীই বটে। ফানি শুধু বলে—তার গলার স্বর কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে যায়।

"আর কি গড়ন!" কাকা বলেন পুনরায়।

ডিনার শেষে ওরা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়—কী চমৎকার রাত! নিরুদ্দেশযাত্রী ভেসে-যাওয়া এক টুক্‌রো মেঘ থেকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি প'ড়ে আকাশে-বাতাসে অভিনব স্নিগ্ধতার সঞ্চার করেছে। তাঁর প্রথম যৌবনে, এই সদ্যবিগত বন্ধুটির সঙ্গে আর একবার কবে তিনি প্যারিসে এসেছিলেন, কেজ্যারের মনে প'ড়ে যায়; এবং তাঁর বর্ণনা আর ফুরোতে চায় না।

ওঃ সে কী স্ফূর্তিই না করা গেছে। কী খাসা সময়ই না ছিল। তাঁর এই বন্ধুটি আর তার নায়িকা—মেয়েটি গান গাইতো অপেরা-হাউসে—কি মিষ্টিই না গলা ছিল তার—।

মধ্য-রাত্রে তিনি বিদায় নেন্ ওদের কাছ থেকে নিজের হোটেলের উদ্দেশে--হোটেল কুজস্ নামীয় একমাত্র যেটি পরিচিত তাঁর প্যারিসে। উচ্চ কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি দিয়ে তিনি নামতে থাকেন—ফানি তাঁকে আলো দেখায় এগিয়ে দিতে—ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর দিকে তিনি চুম্বন ছুঁড়ে দেন এবং তাঁকে ডাক দিয়ে বলেন—

"সতর্ক থেকো আজ রাত্রে—বুঝেছ তো।"

কেজ্যার চলে যাবা মাত্রই, ফানি, গম্ভীর মুখে গিয়ে ঢোকে পোষাক-বদলাবার ঘরে; সেখান থেকেই, মধ্যবর্ত্তী উন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়ে, শয়নোন্মুখ গোসঁ্যার দিকে চেয়ে সে বলতে থাকে—

"এখন বুঝতে পেরেছি সব। জ্বরের ঘোরে কেন কেবল দিভোন আর দিভোন করেছ। তোমার খুড়িটি দেখতে নেহাৎ মন্দ নন—বয়সও কাঁচা"—

গোসঁ্যা বাধা দেয়, অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই—তার খুড়ি তাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে, যে তার নিজের মায়ের মতোই—একবার প্রায় মরমর অসুখ থেকে বাঁচিয়ে তুলেছে বলতে গেলে—তার সম্বন্ধে এই অশ্লীল ইঙ্গিত সে সহ্য করতে পারে না।

"যাও, যাও, সব জানি, আর বলতে হবে না।" রূঢ়স্বরে বলে চলে ফানি—

"যতোই বলো, কিছুতেই তুমি আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে

না যে, ঐ মুখ, ঐ চোখ আর অমন চেহারা যার—যে গড়নের কথা এতক্ষণ ধ'রে বকবক ক'রে গেল ঐ আহাম্মকটা, ঐ দিভোনির যে তার সুপুরুষ ভাইপোর দিকে একেবারেই নজর নেই, এ কথা মরে গেলেও আমি বিশ্বাস করব না। রোণের এধারেই কি, আর ওধারেই বা কি—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমরা সব মেয়েই সমান।"

বিশ্বাসের দৃঢ়তা থেকেই যেন এ কথা বলে ফানি—তার ধারণা, পৃথিবীতে সব নারীই, তারই মতোই, লালসা-মাত্রেরই বশীভূত—পুরুষের দেহকামনা ছাড়া অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা তাদের নেই। গোসঁ্যা প্রতিবাদ করে—কিন্তু কে শোনে তার প্রতিবাদ? কার কাছে এই প্রতিবাদ—এ-সম্বন্ধে ফানির অভিজ্ঞতা আর অভিমত পাহাড়ের মতই অটল।

হঠাৎ ফানি এসে দাঁড়ায় গোসঁ্যার সামনে; দিভোনের ছবিতে যেমন পাড়াগেঁয়ে-মস্তকাচ্ছাদন ছিল, তারই অনুকরণে মাথায় রুমাল জড়িয়ে—

"আমি কি দিভোনের মতো দেখতে?"

ওঃ! না, একেবারেই না! মস্তকাবরণের অনুকরণ করলেই যদি দিভোন হওয়া যেত,—কিন্তু গোসঁ্যা কিছু বলে না, কথা বাড়াতে ইচ্ছা করে না ওর। বরং, মাথায় রুমাল-জড়ানো ঐ ফানিকে দেখে তার মনে পড়ে যায় সেণ্ট্‌লেজার হাজতের সেই নায়িকাকে, যে খোলা আদালতে তার কয়েদী নায়কের দিকে বিদায়-চুম্বন ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, "ভাবনা করো না প্রিয়তম, সুখের দিন আবার আসবে ফিরে!"

এবং এই দুঃসহ স্মৃতি এমনি তাকে ব্যথিত ক'রে তোলে, যে,

ফানি শয্যাগত হবা মাত্রই সে বাতি নিবিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি—যাতে এক মুহূর্ত্তও বেশি আর না দেখতে হয় ওকে।

পরদিন প্রাতঃকালেই কাকা এসে পৌছন—জোর সোরগোল ক'রে—"এই যে, কেমন আছো খোকাখুকু?"

তাঁর উৎসাহ যেন আগের দিনের মাত্রাও অতিক্রম করেছে এখন। আট হাজার ফ্রাঙ্ক পকেটে পড়লে হবারই কথা। এক নামজাদা হোটেলে প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ করে বসেন তিনি দু'জনকে—এতো টাকা পেয়ে, দু'দশ টাকা, ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর জন্য ব্যয় করতে বিন্দুমাত্রও তাঁর দ্বিধা নেই।

রেঁস্তোরায় গিয়ে কেজ্যারের স্ফূর্ত্তি আর ধরে না। অনর্গল কথায়, আদবে কায়দায়, তাঁর প্রথম-যৌবনের যতো কিছু চাল-চলন তাঁর রপ্ত ছিল, সব দিয়ে, এই প্যারিসি মহিলার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করেন তিনি। অনেক পুরনো রসিকতার আমদানি করেন—যা বোকামির বাহুল্যের পরিচয় কেবল,—কিন্তু তাতেই ফানি জোর ক'রে উচ্চহাস্য করে। এ-সবেই গোসঁ্যার চিত্ত পীড়িত হয়, তাকে ডিঙিয়ে যে কাকা ও ভাইপোবৌ-এর মধ্যে অন্তরঙ্গতা ক্রমশঃই জমে উঠছে বেশি ক'রে—এতে সে ভারী অস্বস্তি বোধ করে। দু'জনের এমন মাখামাখি দেখলে কে না বলবে যে এদের হৃদ্যতা বিশ বছরের নয়—নিতান্তই গতকল্যকার সূত্রপাত!

প্রাতরাশ-শেষে কেজ্যার উঠে পড়েন—অকস্মাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে যান তিনি—

"আমি এখনই আমার হোটেলে ফিরে গিয়ে বাক্স প্যাট্‌রা গুছিয়ে নেব—পরের ট্রেনেই রওনা হব বাড়ি। প্যারিসের হাওয়া

ভালো নয় আমার পক্ষে—কি বলো জঁা ?"

জঁা তাঁকে থাকার জন্য অনুরোধ করে না, যাতে তিনি না থাকেন সেই বিষয়েই বরং সযত্ন হয়—ক্রমশঃই কাকার উৎসাহ ও রসিকতার বহর যেমন প্রবর্দ্ধমান হ'তে সে দেখছে তা'তে কাকার প্রস্তাবে সে সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্থন জানানোই সমীচীন মনে করে।

পরদিন প্রাতঃকালে, ঘুম থেকে উঠে, কাকাকে বাড়ি পাঠানোর বাহাদুরির জন্য যখন সে নিজেকে ধন্যবাদ দিচ্ছে এবং মনে করছে যে কাকা এতক্ষণে বাড়িতে, দিভোনের কাছে, নিরাপদ—ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কাকার পুনরাবির্ভাব হয় ; তাঁর বেশবাস বিত্রস্ত, মুখ মলিন বিপর্য্যস্ত চেহারা।

"একি ! কাকা ! বাড়ি যাওনি ? কী হয়েছে তোমার ?"

কেজ্যার একটা আরাম-কেদারার মধ্যে ডুবে যান—বাক্যহীন, বিভ্রান্ত অবস্থায়। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে যা তিনি বলেন তার মর্ম্ম এই—হোটেলে ফেরার পথে কাল এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা, তার সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে, সন্ধ্যায় এক নামজাদা রেঁস্তোরায় ডিনারের চূড়ান্ত ক'রে, রাত্রে তার সঙ্গেই এক জুয়ার আড্ডায় যাওয়া ; তারপরে,—তারপরে ? তারপরে সেই আট হাজার ফ্রাঙ্কের আর একটিও এখন অবশিষ্ট নেই। একটিও না ! এখন তিনি কি করেই বা বাড়ি ফিরবেন,—দিভোনের কাছে এ-মুখ দেখাবেনই বা কি ক'রে ? চীৎকার, হাহুতাশ, হতাশার তাঁর অবধি থাকে না।

"কাকা, কাকা !" নিরানন্দ গোস্যাঁ তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। সে কী করতে পারে আর ? তার এমন কোন বন্ধু নেই—

এবং ফানির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার অবকাশে কারো সঙ্গেই বন্ধুত্বের প্রয়োজন সে অনুভব করেনি যে আজ সেখান থেকে কিছু সাহায্যের আশা ছিল। আর ফানি? সে কপাল কুঁচকে ভাবতে থাকে—একটা নাম তার মনে প'ড়ে যায়। দ'শেলেৎ? দ'শেলেৎ প্যারিসে এসেছে বটে সম্প্রতি—ধনী, উদারহৃদয়, আলাপীবৎসল দ'শেলেৎ।

"কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই।" বলে জঁা।

"আমি নিজেই যাব।" ফানি জবাব দেয়।

"বলো কি? তুমি?"

"ক্ষতি কি?"

পরস্পরের চক্ষু মিলিত হয়—দু'জনেই বোঝে দু'জনকে। দ'শেলেৎ ছিল তার প্রণয়ীদের অন্যতম—যদিও একঘণ্টার বেশিক্ষণ নয়—তবু গোসঁ্যা তাদের একজনকেও দুস্মৃতির বহির্গত করতে পারেনি।

"যদি তুমি না চাও"—ফানি থেমে যায়।

কিন্তু কাকা কেজ্যারের হাহুতাশের বাড়াবাড়ি দেখে, বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেই সম্মতি দিতে হয় গোস্যাকে।

ফানি চলে যাবার পর প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতি ঘণ্টা যেন দীর্ঘ—অতি সুদীর্ঘ মনে হতে থাকে দু'জনের কাছেই। যে আশঙ্কা ওদের মনে জাগে, ওরা তা ব্যক্ত করতে পারে না—দু'জনেই বারান্দায় ঝুঁকে প'ড়ে ফানির প্রত্যাবর্ত্তনের পথের দিকে চেয়ে থাকে।

"তাহলে অনেক দূরে থাকেন বুঝি, এই দ'শেলেৎ?"

"আদৌ না। খুব কাছাকাছিই।" ক্ষিপ্র কণ্ঠে জবাব দেয় জঁা। দ'শেলেতের ভালোবাসার আদর্শ, 'মুহূর্ত্তের জন্যই প্রেম—কাল নয়,

পরে আর নয়—' প্রভৃতি কথা থেকে, সাফোর সম্বন্ধে তার বক্রোক্তি থেকে সান্ত্বনা পাবার ভরসা লাভের সে চেষ্টা করে।

অবশেষে ফানিকে দেখা যায় পথের বাঁকে।

উজ্জ্বল মুখে, ঢুকতে ঢুকতেই বলে ফানি—

"হয়েছে, টাকা পেয়েছি আমি।"

আট হাজার ফ্রাঁঙ্ক যখন চোখের সামনে সে মেলে ধরে, তখন কেজ্যার আনন্দের আতিশয্যে অশ্রুপাত করতে থাকেন। তিনি এই ঋণের জন্য ভদ্রলোককে একটা রসিদ দিতে চান, একটা সুদ স্থির করার কথাও তোলেন।

কিন্তু ফানি বলে—

"কোন দরকার নেই কাকা! তোমার নামও আমি করিনি তাঁর কাছে। আমাকেই তিনি ধার দিয়েছেন—আমাকেই। তুমি যখন পারবে আমাকেই শোধ দিও—যতদিন পরে তোমার খুশি।"

"তোমার এই উপকার"—কৃতজ্ঞকণ্ঠে বলেন কেজ্যার—"জীবনে আমি শুধতে পারব না।"

গোস্যাঁ এবার নিজে যায় তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে—আর একাকী, প্যারিসের রাস্তায় কাকাকে ছেড়ে দিতে সাহস হয় না তার।

সারা রাস্তা কাকা বলতে বলতে চলেন, "কী মেয়ে! কী রত্ন! ওকে সুখী কোরো তুমি—কর্‌বে তো'? এমন মেয়ে আর হয় না!"

আর জাঁ? সে চুপ ক'রে সঙ্গে চলে—তার চিত্ত এই ব্যাপারে চূড়ান্ত বিরক্ত—তার কেবলই মনে হতে থাকে, যে শৃঙ্খল নিজের গলায় সাধ করে সে জড়িয়েছে তার বোঝা ক্রমশঃই যেন আরো ভারী, বাঁধন আরো দৃঢ় আরো শক্ত হচ্ছে দিন দিন।

দশ

হেতেমারা ওদের প্রতিবেশী—হেতেমা এবং তার বৌ অলিম্প। সেই অগ্নিকাণ্ড-পর্ব্বে তারা সাহায্য করতে ছুটে এসেছিল, তারপর থেকে দুই পরিবারের মধ্যে মিলনের সূত্র আরো দৃঢ় হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভালো মানুষ, নিতান্তই গোবেচারা। স্বামীটি মিউজিয়মে ড্রাফট্স্ম্যানের চাকরি করে—রোজ দশটায় বেরিয়ে যায় আপিসে, ফেরে সন্ধ্যায় ; হেতেমা এবং গোসঁ্যা বহুদিন এক সঙ্গেই গেছে আপিস-মুখো ; আর স্ত্রীটি করে ঘর-গেরস্থালির কাজ—সারাদিন ধরেই। তারপর স্বামী আপিস থেকে ফিরলে স্বামীকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে।

গোসঁ্যার ভারী ভালো লাগে ওদের। স্বামী আর স্ত্রী—বিধিমতে বিবাহিত, পবিত্র দাম্পত্য-জীবন। দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়লে, নিমন্ত্রণ আদান-প্রদানের ব্যাপারে ক্রমশঃ সে একটু সঙ্কুচিত বোধ করে। এরাও নিশ্চয়ই ভেবেছে যে, তারাও, তাদের মতোই বিবাহিত দম্পতি—এই অনিচ্ছাকৃত ছলনা-সৃষ্টির জন্য তার বিবেক বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ফানিকে সে বলে দেয়, সমস্ত প্রকাশ ক'রে প্রতিবেশীদের ভুল ভেঙে দেবার জন্য।

ফানি খুব আমোদ বোধ করে গোস্যাঁর কথায়। দেখতো কী সরল—ছেলেমানুষ আর বলে কাকে। এই সব নিয়ে, গোস্যাঁ ছাড়া, আর কেউ মাথা ঘামায় নাকি।

"ওরা এক মুহূর্তের জন্যও ভাবেনি যে আমরা বিবাহিত।" ফানি জবাব দেয়—"এ সম্বন্ধে ভাবেই না ওরা। হেতেমার নিজের বৌ কোত্থেকে যোগাড় করা, যদি তুমি জানতে। তোমার ঐ আদর্শ সতীলক্ষ্মীটি আমার মতোই খারাপ। হেতেমা, একা নিজের দখলে ওকে পাবার জন্যই, বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। দেখছ তো, অতীত নিয়ে একটুও দুঃখ নেই হেতেমার।"

গোস্যাঁ এই খবরে, ভারী আঘাত পায় মনে—এ কথা ও যেন ধারণাই করতে পারে না। সব সময়েই হাসিখুশি, পতিপরায়ণা ঐ মেয়েটি, তার উজ্জ্বল চোখ আর অকলঙ্ক মুখ নিয়ে—নাঃ, অসম্ভব। যার প্রশংসায় কবিরা শতমুখ, উপন্যাস উচ্ছ্বসিত,—যে সাধ্বী মেয়ের প্রশংসার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না—ওর কিছুদিন আগের স্বপ্নময়ীর এই অধঃপতন সে সহ্য করতে পারে না।

ফানি কিছু বলে না, হাসতে থাকে কেবল।

আশ্চর্য্য। স্বামীটিও তো অদ্ভুত। এতদিন একসঙ্গে তারা আপিস গেছে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তো এই পারিবারিক ইতিহাসের পরিচয় সে কোনদিন পায়নি। কী সুখী, কী পরিতৃপ্ত এই হেতেমা, অথচ সে কেন কেবল ভেবে মরছে, নিষ্ফল ক্রোধ আর ঈর্ষায় পুড়ে খাক্ হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে?

"তুমিও সামলে উঠবে, প্রিয়তম!" ফানি বলে তাকে কোমল

কণ্ঠে—"তুমিও একদিন, ওদের মতো, ভুলতে পারবে অতীতকে। তুমিও সুখী হবে একদিন।"

তারপর, একে একে তিন বছর কেটে গেছে—কিন্তু সে কি ভুলতে পেরেছে, সামলে উঠতে পেরেছে কি? সে কি সুখী হয়েছে —এতদিন পরেও?

হেতেমাদের জীবন তেমনি সন্তুষ্ট, তেমনি পরিতৃপ্ত—তেমনি বয়ে চলেছে একটানা; কিন্তু তাদের? আজকাল সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে নিত্যই ওদের ঝগড়া বেধে যায়—এক এক সময় তুমুল হয়ে ওঠে কোলাহল, তখন হেতেমাদের ছুটে এসে, তাদের মাঝে পড়ে থামাতে হয়।

তার জীবনে শান্তি কই, কই সুখ?

ফানি প্রস্তাব করে একদিন পিক্‌নিকে বেরনোর, এই আসছে রবিবারে ছুটির দিনে। পিক্‌নিক হবে সেই লেকের ধারে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, বনের ছায়ায়—তাদের সেই সদ্য-পরিচয়ের কথা স্মরণ করে বেশ হবে প্রেমের স্মৃতি-উৎসব। প্রথম প্রেমের স্মৃতি—প্রথম চুম্বনের।

এখানে থেকে হেঁটেই বেরবে তারা—হেঁটেই যাবে সারা পথ। হেতেমাদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়।

"কিন্তু দেখো, ঝগড়াঝাঁটি বাধাবে না তো?" হেতেমারা বলে। কলহ-কচকচিতে ওদের ভারী ভীতি। শান্তিপ্রিয় লোক ওরা, স্বচ্ছন্দ জীবনের সুরের তাল কাটাতে রাজী নয়।

না না, ঝগড়া করবে না ওরা! ফানি ওদের আশ্বস্ত করে।

এমন মধুর বসন্তকাল—এমন চমৎকার দিন—এক ঝগড়া করে নষ্ট করবার ?

দরকারী জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তারা। হেতেমারা যায় আগে আগে। পিছনে পিছনে ফানি ও গোস্যাঁ।

গোস্যাঁর পিঠে, ব্রেক্‌ফাষ্টের ঝুড়ি, বেশ ভারীই—বোঝার ভারে, বাগানের মালীর মতো, নুয়ে পড়েছে সে। এ-সব পিক্‌নিক ইত্যাদিতে তার উৎসাহ হয় না আজকাল, কেবল ফানির জন্যই এই ব্যাপারে তার যোগদান। পরিশ্রান্ত আত্মত্যাগীর ন্যায় সে পিছিয়ে পড়ে—চলে সবার পেছনে।

হেতেমা আর অলিম্প আগিয়ে চলেছে গান গাইতে গাইতে—

সন্ধ্যাবেলায় শুনতে আমি চাই
ঝরনা-ঝারার
সুরের ধারা
একটি হরিণ পাগল-পারা
ভয়-চকিত
ত্রস্ত ভীত
নয়ন-তারা !—
দেখতে যদি পাই !'

অলিম্প-এর থলিতে এমন হাজার ছড়ার ছড়াছড়ি—এই ধরণের গানের যোগান তার অফুরন্ত, শেষ নেই। যদি কেউ ভাবে, তার এই সব সঙ্গীত কোন বিশেষ অঞ্চলের আমদানি—সমাজের নেপথ্য-বর্ত্তী কোন পল্লীর, পর্দ্দাফেলা আবছায়া আধা-আলো আধা-অন্ধকারের অন্তরাল থেকে—সেখানে এর আগে কতো পুরুষের কাছে

এই সব গান সে এমনি করেই গেয়েছে, তখন তার পার্শ্ববর্ত্তী উৎসাহিত স্বামীর উচ্ছ্বসিত সুরের আতিশয্য দেখে একটু অবাকই হতে হবে তাকে। এমন দার্শনিক জনোচিত নির্বিকার, গোসাঁকে বিস্মিত করে দেয়, সত্যিই।

'সন্ধ্যাবেলায় শুনতে আমি চাই
ঝরনা-ঝারার
সুরের ধারা
একটি হরিণ পাগল-পারা

* * *

দেখতে যদি পাই'—

শুনতে শুনতে গোসাঁর চোখে সুদূরের স্বপ্ন ভেসে ওঠে—বনহরিণীর স্বপ্ন। এ জীবনে, সত্যিকারের বনহরিণী সে কি দেখতে পাবে আর—তার মনোহারিণীর দেখা কি পাবে কোনদিন?

গান গাইতে গাইতে হেতেমারা সামনে পথের বাঁকের আড়ালে অন্তর্হিত হয়েছে—তাদের সুরের রেশ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তখনো, এমন সময়ে পেছন থেকে চাকার আওয়াজ, শিশুকণ্ঠের উচ্চহাস্য ও উন্মত্ত আনন্দকোলাহল ছুটে আসে। মুখ ফিরিয়ে সে দেখে গর্দ্দভ-তাড়িত এক চেজ-গাড়িতে চেপে একদল কিশোরী একেবারে প্রায় এসে পড়েছে তাদের ওপরে। উল্লসিত কচিকচি মুখ—রিবন-বাঁধা তাদের বেণী উড়ছে বাতাসে: চালিকার আসন যে নিয়েছে, তাদের নেত্রী লাগাম ও চাবুক হাতে সেই মেয়েটি অন্য সকলের চেয়ে খুব সামান্য বড়ো হবে বয়সে।

সেই চালিকাটিকেই সবচেয়ে বেশি চোখে লেগে যায় গোসাঁর।

জনবিরল বনপথে, এই অদ্ভুত যাত্রীদের, বিশেষ করে বোঝার ভারে আনত, দলের আর সবার চেয়ে পিছিয়ে-পড়া জ্যঁকে দেখেই, মেয়েদের আমোদ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। বয়স্কা চালিকাটি সামলাবার চেষ্টা করছিল তাদের—"চুপ কর—চুপ কর—এক মিনিটের জন্যে থাম।"

তাদের চেজের পথ করে দেবার জন্যে জ্যাঁ সরে দাঁড়ায় রাস্তার একধারে—পাশ দিয়ে যাবার সময়ে বড়ো মেয়েটি, অপ্রতিভ হয়ে একটু লজ্জিত হাসি হাসে, যেন ক্ষমা চেয়ে যায় গোসাঁয়ার কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই, জ্যাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র তার মুখে চমৎকৃত বিস্ময় ফুটে ওঠে—যাকে সে বোঝার-ভারে ঝুঁকে-পড়া বুড়ো মালী মনে করেছিল তার অভাবিত তারুণ্য আর সুন্দর মিষ্টিমুখ, যেন বিদ্যুতের ধাক্কার মতো মুহূর্তের মধ্যে গিয়ে আঘাত করে তাকে।

জ্যাঁ ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে তার টুপি তোলে—লজ্জায় আরক্ত তখন তার মুখ। কেন যে অকস্মাৎ তার লজ্জা পায় সে বুঝতে পারে না। হুড়মুড় করে চলে যায় গর্দ্দভবাহিত চেজ তাদের পাশ দিয়ে—দূরে, আরো দূরে—ক্রমশঃ এতো দূরে যে তার চাকার শব্দও শোনা যায় না আর।

হেতেমাদের গানের রেশ ভেসে আসছে তখনো—

'সুরের ধারা
পাগল-পারা!
বনহরিণীর নয়ন-তারা
দেখতে যদি পাই!'

কিন্তু জ্যাঁ তখন যেন স্পষ্ট শুনছে, হেতেমাদের গান ছাপিয়ে,

কিশোরী মেয়েদের কলকণ্ঠ, উন্মুখর হাস্যধ্বনি, আর সেই মেয়েটির গলার বীণার সুর—'থাম থাম, চুপ কর এক মিনিট—!' তার সামনে তখনো যেন ভাসছে, এই সৌন্দর্য্য-সুষমার ছবি অপরূপ যৌবনের উদ্দাম ঘূর্ণি—এই সব রমণীয় কিশোরীদের কচিকচি মুখ—এক মুহূর্ত্তে আগেই, যাদের গায়ের লাবণ্যে বনপথ উদ্ভাসিত হয়েছে, অরণ্যের শাখা প্রশাখা প্রতিধ্বনিত হয়েছে যাদেব কমনীয় কণ্ঠের কলধ্বনিতে।

হঠাৎ হেতেমার রামশিঙার আওয়াজে সে সচকিত হয়ে জেগে ওঠে স্বপ্ন থেকে। অদূরবর্ত্তী নেপথ্য থেকে, রামশিঙা ফুঁকে, হেতেমারা নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করছে—সেখানে, হ্রদের ধারে, জঁা গিয়ে মিলিত হয় তাদের সঙ্গে।

হেতেমা, অলিম্প ও ফানি, আগে থেকেই, প্রকাণ্ড শুভ্র চাদর বিছিয়ে, জমিয়ে বসেছে। জঁা যেতেই তার কাঁধ থেকে ব্রেক্‌ফাষ্টের বাস্কেট নামানো হয়—খোলা হয়। তারপর সুরু হয় প্রাতরাশের পরিবেশন।

"বাঃ, লবষ্টার পড়েছে হে তোমার পাতে!" হেতেমা চেঁচিয়ে ওঠে। পেটুক হেতেমা।

"তোমার দেরি হচ্ছিল কেন, শুনি?" ফানির কণ্ঠ তীক্ষ্ণতর—"বোঁশেরোর ভাইঝিটার জন্যে বোধ হয়?"

তড়িৎস্পর্শের মতো চমকে ওঠে জঁা—"বোঁশেরো! সেই বিখ্যাত চিকিৎসক বোঁশেরো—তার ভাইঝি!

হেতেমা বলে—"বোঁশেরোর ভাইঝিইতো! তাই আমার

চেনাচেনা ঠেকছিল। ঐ লম্বা মেয়েটাই ডাক্তারের ভাইঝি। সুন্দরী বটে।"

"হ্যাঁ, সুন্দরী।" রুটি কাটতে কাটতে ফানি বলে, "সুন্দরী না ছাই। কেবল চাল সর্ব্বস্ব।"

বলতে বলতে সে তাকায় তার প্রেমিকের দিকে—কিন্তু গোসাঁ্যর উন্মনা দৃষ্টি, অস্বাচ্ছন্দ্য সঞ্চার করে তার মনে।

শ্রীমতী অলিম্প মাংসের মোড়ক খুলতে খুলতে, কঠোর মন্তব্য করে, মেয়েদের এই ভাবে পথে-ঘাটে একলা ছেড়ে দেবার বিরুদ্ধে।

"তুমি বলতে পারো যে ইংরেজদের চাল-চলনই ঐ ধরণের"—সে বলে, "এবং এই মেয়েটিও নিশ্চয়ই লণ্ডনে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে, তবু এ-সব ঠিক নয়।"

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়তে থাকে অলিম্প।

"তা বটে"—বলে ফানি, "তবে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের যথেষ্ট সুযোগ আছে এতে।"

"ওঃ, ফানি।"

"মাপ করো, আমি ভুলেই গিছলাম। তোমরা যে মেয়েদের সতীত্বে বিশ্বাসী।"

"এস, এস—খাওয়া সুরু করা যাক।" ব্যস্ত হয়ে বলে হেতেমা। কথাবার্ত্তার গতিক থেকে তার আশঙ্কা হয় এখুনি হয়তো ঝগড়া চেঁচামেচির ঝড় বেধে গিয়ে সব না পণ্ড করে।

কিন্তু নিরস্ত হবার মেয়ে নয় ফানি, এই সব মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই সে প্রকাশ করতে পারে—তার বক্তব্য না বলে ক্ষান্ত হবে না সে। এই সম্পর্কে প্রচুর মজার গল্পই তার মজুত; স্কুল,

বোর্ডিং হাউস ইত্যাদির—মেয়েদের পাঠাগার খুব খাশা জায়গাই বটে এই সব। ওখানকার সব মেয়ে, যখন বিত্তের জাহাজ হয়ে, বেরোয় সে সব থেকে, তখন কি আর অবশিষ্ট থাকে তাদের!—না স্বাস্থ্য না যৌবন না গর্ভধারণের শক্তি না ছেলে মানুষ করার ক্ষমতা—ধুয়ে, মুছে, নিঙড়ে নেয়া যতো বস্তাপচা মাল।

"তখন এই সব মেয়েদেরই গছিয়ে দেওয়া হয় তোমাদের ঘাড়ে—যেমন আহাম্মক তোমরা! চাপিয়ে দেয়া হয় সতী-কুমারী বলে! সতী মেয়ে! যেন সতী মেয়ে সত্যিই আছে পৃথিবীতে; না, ছিল কোন কালে। তা সে বাড়ির মেয়েই হোক, আর বাজারেরই হোক—যেন জন্ম থেকেই মেয়েরা জানে না কাকে কি বলে! যদি আমার কথাই বলো, বারো বছর বয়সেই আমায় জানবার আর কিছু বাকী ছিল না। এবং তোমারও নিশ্চয়ই না, অলিম্প!"

"তা ঠিক।" ঘাড় নেড়ে জবাব দেয় শ্রীমতী অলিম্প—কিন্তু পিক্‌নিকের পরিণতি যে কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা বুঝতে তার দেরি থাকে না, কেন না গোসাঁ্যা, এই ধরণের কথাবার্ত্তায় ক্রমশঃই উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে দেখতে পায়।

গোসাঁ্যা বলে ওঠে—

"সব মেয়েই কিছু সমান নয়। এখনো অনেক ভদ্র পরিবারে এমন সব মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়"—

"হ্যাঁ, ভদ্র পরিবারে!" ফানি বাধা দিয়ে ওঠে ঘৃণাব্যঞ্জক কণ্ঠে—"যা বলেছ! ভদ্র পরিবারের কথাই হোক তবে। ধরো, তোমাদের পরিবারেই—দিভোনের কথাই ধরা যাক না কেন"—

"থামো! চুপ করো বলছি!" চেঁচিয়ে ওঠে গোসাঁ্যা।

"আহাম্মক।" ফানির গলাও তীব্র।

"একটা বেশ্যা কোথাকার। আমার বরাত ভালো যে বেশি দিন আর তোমার সঙ্গে থাকতে হচ্ছে না।"

"যাও, এক্ষুনি যাও। যেখানে খুশি—এক্ষুনি যেতে পারো তুমি। আমিই খুশি হবো তা'তে।"

এই ভাবে পরস্পরের প্রতি গালিবর্ষণ চলে, তার মধ্যে অকস্মাৎ হেতেমার রামশিঙার আওয়াজে দিগ্বিদিক প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—

"কী, হোলো তোমাদের ঝগড়া ? না, আরো চলবে ?"

ওদের থামাবার আর কোন উপায় না দেখে, হেতেমা, রামশিঙার কর্ণবিদারী শাসনদণ্ড উদ্ধত করে।

এগার

তারপর আরো কিছুদিন কেটে গেছে।

গোস্যাঁ কি কাজে গিছলো প্যারিসের বাইরে—ফিরবার মুখে, ট্রেনে উঠতেই, একটি কিশোরী মেয়ের সঙ্গে তার দৃষ্টির মিলন হোলো। হতেই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সেই বনপথের পূর্ব্ব-মিলনের কথা। সেই ভাস্বর মুখ, তার চোখের সামনে, প্রথম দর্শনের পর থেকে যে-সুন্দর মুখের স্মৃতি তাকে দিনরাত অস্থির করেছে—বিধুর করে তুলেছে তার প্রতি মুহূর্ত্ত।

আজো তার পরনে তেমনি উজ্জ্বল রঙের পোষাক বিস্তৃত হয়ে যেন রামধনুর মায়া বিস্তার করেছে। তার পাশে এক গাদা বই, ছোট্ট ব্যাগটি, এবং এক তোড়া ফুলের গোছা। স্কুলের ছুটি দেশে কাটিয়ে এখন আবার প্যারিসে ফিরছে সে—স্পষ্টই বোঝা যায়।

মেয়েটিও যে তাকে দেখেই চিনেছে, তার চোখের কোণের প্রচ্ছন্ন মৃদু-হাস্যেই তা প্রকাশ পায়। সেই মুহূর্ত্তে, দু'জনের মনে, অপ্রকাশের অগোচরে, একই ভাবের ঢেউ দোলা দিতে থাকে।

"তোমার মা কেমন আছে, মসিঁয়ে দ'আরমেন্দি," বুড়ো ডাক্তার বোঁশেরো, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন তাঁকে। কামরার অন্য

কোণে খবরের কাগজের মধ্যে নিহিত অধ্যয়নরত ডাক্তারকে সে দেখতে পায়নি এতক্ষণ।

জ াঁর তখন মনে পড়ে যায় যে এই মেয়েটি ডাক্তার বোঁশেরোর ভাইঝি। এবং ডাক্তারকেও সে চিনতে পারে—মার একবার শক্ত অসুখের সময় ইনিই চিকিৎসা করে সারিয়েছিলেন তাঁকে। এতদিন পরেও ডাক্তার তার মাকে মনে রেখেছেন, তাকেও চিনতে পেরেছেন, ভেবে সে আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

জ াঁ মার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার কথা জানায়। তারপর আর কোনো কথা হয় না।

কথা হয় না, তবু আনন্দের ফল্গুস্রোতে তার মন আপনা থেকেই ভরে উঠতে থাকে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও, নিজের জীবনকে সে মরুভূমি বিবেচনা করেছিল, কিন্তু এখন, জানালার মধ্যে দিয়ে, ধাবমান মাঠ-ঘাট গাছ-পালার দিকে তাকিয়ে তার মনে হতে থাকে, জীবনে রহস্যের আর শেষ নেই; কত অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারই না এর অগোচরতার অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে, অকস্মাৎ নিজেকে উন্মোচিত করার অপেক্ষায়।

অনেকক্ষণ ধরে লম্বা এক হুইসল্—তারা এসে পৌঁছল। সে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ায়। আবার তার হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে—আর কি সে মেয়েটির দেখা পাবে ফের?

বাইরের ভীড়ের মধ্যে আবার বোঁশেরোদের সঙ্গে দেখা হয় তার। বোঁশেরো জ াঁকে ডেকে বলেন—"আসছে বৃহস্পতিবার

তুমি এসো আমাদের বাড়ি। চায়ের নিমন্ত্রণ থাকল তোমার। অবশ্য যদি তুমি ইচ্ছা করো”—

ঠিকানা? প্লেস্ ভেনদোম্। বিখ্যাত ডাক্তার বোঁশেরোর ঠিকানা প্যারিসে কে না জানে? জঁার মনে হয়, মেয়েটিই কাকাকে অনুরোধ করে এটি করেছে—নিজে সে নির্ব্বাক থাকলেও, এ তারই নিমন্ত্রণ।

বাসায় ফিরে অনেক ভাবে জঁা। যাবে কি যাবে না—বহু ইতস্ততঃ করে। কেন অনর্থক দুঃখের বোঝা আরো বাড়ানো? তার পঙ্কিল জীবনে ফুলের মতো পবিত্র এই মেয়ের আসন কোথায়? এই মেয়েটিকে তো সে পাবে না জীবনে,—পেতে পারে না। তবে—তবে আর কেন?

তবু সে ফানিকে জানিয়ে রাখে যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাদের সরকারী আপিসে মন্ত্রীরা সমবেত হবেন, সেই উপলক্ষে সমারোহ আছে। তাকেও উপস্থিত থাকতে হবে তখন সেখানে—অতএব সেদিন বাড়ি ফিরতে রাত্রি হবে তার।

ফানি জঁার পোষাক গুছিয়ে-গাছিয়ে ঠিক করে, শাদা টাইটা ইস্ত্রি করে রাখে—কিন্তু বৃহস্পতিবার এলে, বিকেলে আপিস থেকে ফেরার পর, সন্ধ্যায় আর বাড়ির বাহির হবার ইচ্ছা হয় না জঁার। কেবলি তার মনে হতে থাকে, কেন, কি জন্য? কেন এই মরীচিকার পেছনে বৃথা ছুটে মরা?

কিন্তু ফানি তাকে বোঝায়, তাকে পেড়াপিড়ি করে যাবার জন্য। অপ্রীতিকর হ'লেও, এটা কর্ত্তব্য—তার যাওয়াই উচিত, মন্ত্রীরা খুশি হবেন—এর ওপর ভবিষ্যতে উন্নতি নির্ভর করছে

তার। না ফানি অতো স্বার্থপর নয় যে, নিজের সুখের জন্য, আনন্দের জন্য, এমন সন্ধ্যায় তাকে ধরে রাখবে—তার ভবিষ্যতের প্রতি কি ফানির দরদ নেই? ফানি নিজেই গরজ করে তার চুল আঁচড়ে, পোষাক পরিয়ে, আদর ক'রে বুঝিয়ে সুজিয়ে, এক-রকম জোর করে তাকে বাধ্য করে বেরুতে। বাড়ির বাহির পর্য্যন্ত নিজে গিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসে।

গোস্যাঁ যখন বাড়ি ফিরল তখন বেশ রাত হয়েছে। ফানি পড়েছে ঘুমিয়ে, সামনে বাতিদানে আলো জ্বলছে—সেই আলোর আভা পড়েছে ফানির মুখে। তিন বছর আগের এই রকম একটা দৃশ্যের কথা তার মনে পড়ে যায়। সেই, যেদিন সে ফানির অজ্ঞাত জীবনের ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনে বাড়ি ফিরল। কী ভীরুতাই না সে দেখিয়েছে সেই সময়, কী কাপুরুষই না সে ছিল তখন। কী উন্মত্ত ঈর্ষার আগুনই না তখন জ্বলেছিল তার বুকে। যে-শৃঙ্খল তার সেদিন সেই মুহূর্ত্তেই ভেঙে ফেলে, এই নারীর কবল থেকে বেরিয়ে আসবার কথা—আজ সেই শৃঙ্খলই কতো ভারী হয়ে, কতো বোঝা হয়ে এবং আরো কতো দৃঢ়তর হয়ে না তাকে জড়িয়ে ধরেছে এখন। এ-থেকে কি সে মুক্তি পাবে কোনদিন?

এক বিজাতীয় ঘৃণা তার মন অধিকার করে। এই ঘর, এই বিছানা, ঐ নারী, সবই তার মনে দারুণ বিতৃষ্ণার সঞ্চার করে। আলোটা নিয়ে আস্তে আস্তে পাশের ঘরে চলে যায় সে। সে থাকতে চায় একাকী, নিজের নির্জ্জনতায়, নিজের অন্তর্নিহিত চিন্তার মধ্যে—সদ্য-লব্ধ অপরূপ অনুভূতির অন্তরালে—কি আশ্চর্য্য বিস্ময়ই না ঘটেছে আজ তার জীবনে—

সে ভালোবেসেছে।

কতকগুলো এমন কথা আছে, যা আমরা সচরাচর অত্যন্ত সহজ ভাবেই ব্যবহার করি প্রত্যহ—কিন্তু তাদের মধ্যে গুপ্ত থাকে এক গোপন রহস্যের উৎস, যা হঠাৎ অকস্মাৎ একদিন উন্মুক্ত হয়ে, তাদের সত্যকার মানে আমাদের জানিয়ে দেয়। সেদিনই আমরা তার গভীরতার অর্থ উপলব্ধি করি অভিনব বিস্ময়ে—তারপর আবার জীবনধারা গড়িয়ে চলে, আবার হারিয়ে যায় সেই সব কথার যথার্থ মানে—আবার তারা বাজার-চল্‌তি ছেঁদো কথা হয়ে দাঁড়ায়।

ভালোবাসা হচ্ছে এই ধরণের একটি কথা। যারা এর অর্থ অন্ততঃ একবারো জেনেছে, তারাই বুঝতে পারবে, কী মধুর বেদনায় এখন পীড়িত হচ্ছে জাঁর মন ;—যার অনুভূতি তাকে গত এক ঘণ্টা থেকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, অথচ যার কারণ আবিষ্কার করা তার পক্ষে সত্যিই কঠিন।

প্লেস্ ভেনদোমে কী চমৎকারই না কাটল আজকের সন্ধ্যাটা। সেই মেয়েটি—সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি ছিল তার কতো কাছাকাছি—কতক্ষণই না তারা একসঙ্গে কতো কি গল্প করেছে—

স্বপ্নের মতো কেটে গেছে আজকের সন্ধ্যাটা। প্রকাণ্ড ঈগল পাখীর মতো দুই বিরাট পক্ষবিস্তার করে তার জীবনের উপর দিয়ে—কয়েক মুহূর্তের জন্য ?

“হ্যাঁ আমি তাকে ভালোবাসি—ভালোবাসি। হ্যাঁ, ভালোবাসি আমি তাকে।”

নিজের মনেই বারবার উচ্চারণ করতে থাকে জাঁ।

"জাঁ তুমি কি এই ঘরে? কি করছ তুমি?"

ফানি ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে, বিছানার পাশে গোস্যাকে না পেয়ে সচকিত হয়ে প্রশ্ন করে।

ফানির পাশে এক শয্যায় আশ্রয় নিতে আজ আর ইচ্ছা করে না জাঁর। সে এখানে বসে থাকবে, এই চেয়ারেই, সারারাত, তার জাগ্রত স্বপ্নের মধ্যে—সেই তার ভালো।

মিথ্যা করে সে বলে—

"কাল অনেক কাজ আছে আপিসের। সেরে রাখছি।"

"ও ঘরে তো আগুন নেই। ঠাণ্ডা লাগবে তোমার।"

"না না।"

জাঁ আর কিছু বলে না, বলতে চায়ও না—যে-উত্তাপ তার অন্তরে আজ উত্থিত হয়েছে, তাতে হয়তো সাইবিরিয়ার শীতও তার কাছে পরাভব মানতো।

ফানি ঘুমিয়ে পড়ে আবার। জাঁ অনেকক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্ন থেকে, তারপর চিঠি লিখতে বসে। চিঠি লেখে তার কাকা কেজ্যারকে। বাড়িতে সেই তার বন্ধুর মতো, তাকেই সে সব কিছু খোলাখুলি জানাতে পারে, সমস্ত বিশদ বর্ণনা করে তার কাছেই সে, উপদেশ চায়—এখন কী করবে সে, এই অবস্থায়।

সমস্তই সে খুলে বলে, সেই বনপথের সাক্ষাৎ, তারপরে ট্রেনের দেখা—তারপরে আজকের তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণের কথা। কী রকম দেখতে সে মেয়েটি, আর কতখানি তার ভালো লেগেছে তাকে।

'…যখন সে আমার সামনে বসে কথা বলছিল, গল্প করছিল, আমি অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম তার দিকে। এক মুহূর্ত্তেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই মেয়েই আমার মানসী, একেই আমি চাই, চেয়েছি সারাজীবনে—একে না পেলে আমি বাঁচব না। এক্ষুনি আমি একে নিয়ে চলে যেতে চাই, কোন সুদূর বিদেশে, যেখানে দু'চোখ যায়…'

"এস শোবে এস, প্রিয়।"

চম্‌কে উঠে গোসাঁ্যা চিঠিখানা লুকিয়ে ফেলে। রাগতো স্বরে জবাব দেয়—

"যাচ্ছি যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি।"

তারপর আবার লিখতে সুরু করে—

'…কিন্তু এর সঙ্গে বিবাহ, সে কি সম্ভব। বিয়েই আমি করতে চাই—কিন্তু ফানি, ফানি কি আমাকে ছাড়তে চাইবে? ছাড়াছাড়ির কথা উঠলেই সে যে কি কাণ্ড বাধাবে সেই ভয়েই আমি মরছি। তুমি আমার জীবনের সবই জানো, যদিও এ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি আমাদের মধ্যে—তবুও। তেমনি কাটছে আমাদের জীবন, যেমন তুমি দেখে গিছলে।—এখনো নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি আমি। কিন্তু আজ আমি মুক্তির জন্য পাগল হয়ে উঠেছি, মুক্তি আমার চাই—কিন্তু পথ দেখতে পাচ্ছি না। তুমি তো এসব বিষয়ে অনেক কিছু জানো, অনেক অভিজ্ঞতা তোমার—তাই তোমার উপদেশ চেয়ে এই চিঠি লিখলাম।…'

বারো

তার দিন কয়েক পরে গোসঁ্যা আপিসে গিয়ে দেখল তার টেবিলে একটা ভিজিটিং কার্ড—সি. গোসঁ্যা দ'আরমেন্দির নাম লেখা।

তার কাকা, কেজ্যার তা'হলে প্যারিসে! এর মধ্যেই! আপিসের বেয়ারা তা'কে জানায়, ভদ্রলোক দু'বার এসে তার খোঁজ করে গেছেন। তার কাকা যে তাকে উপদেশ দিতে সশরীরে এসে উপস্থিত হবেন তারই বিস্ময়-বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে না উঠতে সে দেখতে পায় স্বয়ং তাঁকেই। হেলতে দুলতে ভদ্রলোক অগ্রসর হচ্ছেন তার দিকে।

তাঁর নিজেরও একটা কি কাজ ছিল প্যারিসে—তাও বটে, আর ফানি-গোসঁ্যার ব্যাপারের একটা কিনারার জন্যেও; তিনি একেবারে যথাস্থানে চলে আসাই সমীচীন মনে করলেন। একজন অভিজ্ঞতা-প্রবীণ উপদেষ্টার সান্নিধ্যে জঁা-ও অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করে।

ওদের বর্ত্তমান জীবনযাত্রা কি রকম চলেছে, মন দিয়ে শোনেন কেজ্যার। তারপরে, এক কথায় একেবারে সমস্যার উপসংহারে গিয়ে উপনীত হন—

"বুঝেছ বাপু, এ হচ্ছে আমার লাইন। এ সব ব্যাপারের আদি-অন্ত সবই আমার জানা। যখন প্রেমে পড়ে তোমার খুড়িকে বিয়ে করতে যাই তখন আমার যৌবনকালে ঠিক এমনি কাণ্ডই ঘটেছিল। আমার নায়িকাটিকেও যখন পরিত্যাগ করি"—

এই বলে সূচনার মুখেই, কাহিনীকে স্থগিত করে, অকস্মাৎ একটা ছোট্ট মনি-ব্যাগ তিনি বের করেন তাঁর পার্শ্বদেশ থেকে—

"তার প্রথম উপায় হচ্ছে এই বস্তু! হ্যাঁ—টাকা, টাকাই। এই টাকা দিয়েই তোমার মুক্তি কিনতে পাবে।"

গোস্যাঁ মাথা নাড়তেই—

"নাও, নাও। কাছে রাখো। টাকায় সব হয়।"

গোস্যাঁ বলে—

"তোমার মনি-ব্যাগ তোমার কাছেই রেখে দাও, কাকা। তুমি নিজেই তো সব চেয়ে ভালো জানো যে টাকাকড়ি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না ফানি।"

"হ্যাঁ, ফানি মেয়েটা ভালোই ছিল।" প্রায় শোকসভার বক্তৃতার সুর বের করেন কেজ্যার—

"তবু তুমি তোমার কাছেই রাখো, গোস্যাঁ। প্যারিসের নানাবিধ প্রলোভন, জানোই তো টাকা আমার কাছে থাকা ঠিক নয়। হয়তো সেবারের মতো জুয়াই খেলে উড়িয়ে দেব আবার!"

তিনি ইতিমধ্যে, তাঁর আঙুর ক্ষেতের আয় থেকে, ফানির দেওয়া সেই আট হাজার ফ্রাঙ্ক ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। ফানি কি করেছে সে-টাকাটা? গোস্যাঁর কাছে তিনি জানতে চান। ফানি? সে টাকাটা? পাওয়ামাত্রই দ'শেলেৎকে গিয়ে দিয়ে এসেছে?

বটে ? সে তো নিজেই রাখতে পারত ইচ্ছে করলে—! আঃ, ফানি সে ধরণের মেয়েই নয়, টাকাকড়ির লোভ নেই তার। ভারী চমৎকার মেয়ে, কিন্তু—যাক তথাপি কেজ্যার পরামর্শ দেন—

"আচ্ছা তবু রেখে দাও। টাকার দরকার সব ব্যাপারেই—কি যুদ্ধে আর কি প্রণয়ে। বুঝেছ বাপু!"

সেদিন সকাল-সকাল গোসঁ্যা ফিরল আপিস থেকে। আজই একটা হেস্তনেস্ত করবে সে—বদ্ধপরিকর হয়েই সে এসেছে।

"তুমি ? আজ এতো সকালে যে!" জঁাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে ফানি।

কিন্তু জঁার গুরুগম্ভীর মুখ দেখে থমকে যায় সে—

"কি ? কী হয়েছে ?"

"না, না, এমন কিছু হয়নি। কি চমৎকার দিন আজ—কি মিষ্টি রোদ। বসন্ত ঋতুর শেষ দিন আজ—ভাবলাম, দু'জনে আবার বেড়াতে যাই সেই বনের ধারে। তাই চলে এলাম আপিস থেকে।"

"কী ভাগ্যি আমার!" আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ফানি।

ফানির স্ফূর্তি দেখে গোসঁ্যার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তাদের সম্বন্ধ, তাদের সান্নিধ্য আর তো দু'ঘণ্টার জন্য কেবল—তারপরেই, এতদিনের ভালোবাসার, ঈর্ষা-বেদনার, মান-অভিমান-কলহের আকস্মিক পরিসমাপ্তি! তার মন খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু—না, তাকে শেষ করতেই হবে, কঠোর হতেই হবে তাকে। এখনই—আজই এই শৃঙ্খল না ভাঙতে পারলে—আর

করবে ? আর কোনদিন কি সে শক্ত হতে পারবে জীবনে ?

কিন্তু এই ছলনা কেন ? কেন এই বনে বেড়ানোর প্রস্তাব—বিশেষ করে সেই বনে যেখানে তাদের প্রেমের সূত্রপাত। তার ইচ্ছা করে তখনই গিয়ে ফানিকে সব বলে দেয়, সেই মুহূর্তে, সেখানেই—কিন্তু তার ভয় করে এখনই হয়তো ফানি এমন চেঁচাবে, এমন গোলমাল আর হট্টগোল বাঁধিয়ে তুলবে, তারপরে দৌড়ে আসবে হেতেমারা, আর সব প্রতিবাসীরা—সেদিনের সেই অগ্নি-কাণ্ডের মতোন—কি কেলেঙ্কারি।

"চলো আমি তৈরি হয়েছি।" পোষাক পরে এসে বলে ফানি।

স্নিগ্ধ সূর্য্যকরোজ্জ্বল অপরাহ্ণ। ওরা আস্তে আস্তে চলে বনের পথ দিয়ে। এক এক জায়গায় এতো ঝরাপাতা জমেছে যে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে যায়। মড় মড় করে তার ভেতর দিয়ে চলে যেতে এতো ভালো লাগে ফানির ! উৎসাহের তার অন্ত নেই।

যেতে যেতে কতো কি সে বকে যায়, কিন্তু গোস্যাঁর কান নেই সেদিকে। অন্যমনস্ক হয়ে সে চলে, চলে ভাবতে ভাবতে—এই কি ঠিক মুহূর্ত্ত ? এখনই বলবো কি ? কেবলই সে এই প্রশ্ন করে আপনাকে।

সাহস হয় না তার, নিজের মধ্যেই নিজে সে ভেঙে পড়তে থাকে। অবশেষে আত্মদ্বন্দ্বে নিজের মনকে সে প্রস্তুত করে আনে। ফানি তার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করে ; হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে সে—

"কি হয়েছে তোমার বলতো ?"

"একটা খারাপ খবর আছে। আপিস থেকে আমাকে বদলি করছে"—

খুব দুঃখের সঙ্গেই বলতে সে সুরু করে, কিন্তু তার কণ্ঠের ভগ্ন কর্কশতা বিস্মিত করে দেয়—এ কার গলা? কে কথা কইছে? কিন্তু শেষের দিকে ক্রমশঃই সে শক্ত হয়ে আসে, বেশ জোরালো-গলাতেই তার আগে থেকে বানিয়ে-রাখা গল্পটা বলে যেতে পারে। আপিস থেকে তা'কে বদলি করছে সুদূর চীনে—সেখানকার কন্‌সুলার আপিসের কেরানীর কাজে।

বিনা প্রতিবাদে নীরবে আগাগোড়া শোনে ফানি, তারপর গোস্তাঁর দিকে স্থির-দৃষ্টিতে প্রশ্ন করে—

"তা'হলে কবে তোমাকে যেতে হচ্ছে?"

"আজই—আজ রাত্রেই।" তার কণ্ঠস্বর কৃত্রিম দুঃখপূর্ণ। "এখান থেকে যাবো দেশে, তারপরেই মার্সাইয়ে উঠবো জাহাজে।"

"থামো। আর মিথ্যেয় কাজ নেই!"

ফানি বাঘিনীর মতো ঠিক্‌রে ওঠে গর্জ্জন করে—

"হয়েছে। মিথ্যে বলা তোমার কর্ম্ম নয়। আমি বুঝতে পেরেছি সব। আসল কথা, তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ। তোমার বাড়ির লোকেরা অনেকদিন থেকেই সেই চেষ্টায় আছেন। তোমার কাকা বাড়ি গিয়ে সব লাগিয়েছেন—তারপর থেকে আর তাঁদের ঘুম নেই, আহার নেই। বেশ, বেশ, ভালো ভালো। আশা করি কনে তোমার মনের মতোই হয়েছে!"

হা-হা করে হাসতে থাকে ফানি, অদ্ভুত হাসি।

"শোনো আমার কথা।" গোস্তাঁ বলে অবিচলিত স্বরে—"আমি বিয়ে করব, তা তুমি জানো। কিন্তু তা'তে তোমার কি? তুমি তো একথা জানোই যে একদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হবেই"—

ফানি রুখে ওঠে—

"আর এই কথা বলবার জন্যে তুমি এতদূরে টেনে এনেছ আমাকে! কী দরকার ছিল তার! তুমি যাও, যেখানে তোমার খুশি—এখুনি যেতে পারো। তোমার বৌ নিয়ে যেখানে খুশি! এক ফোঁটাও চোখের জল পড়বে না আমার।"

তারপর, ফানি ক্ষেপে যায় যেন। গালাগালি, লাঞ্ছনা, কটু-ভাষার আর অন্ত থাকে না—যা মুখে আসে তাই সে বলে যায়। অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, "কাপুরুষ, মিথ্যুক, কাপুরুষ", এই ক'টি কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে কেবল।

চুপ করে শুনে যায় জঁ৷, একটি কথা বলে না, বাধাও দেয় না। ফানিকে নীরব করবার চেষ্টাও করে না সে।

অকস্মাৎ ফানি ঝাঁপিয়ে পড়ে জঁার কোলে, অশ্রুজলের ভারে উচ্ছ্বসিত হয়ে—

"ক্ষমা করো—দয়া করো আমায়। তুমি আমার—তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই! আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। আমার কী হবে ভেবে দেখো।"

এইবার জঁার মন বিচলিত হয়, আঃ, এই ভয়ই সে করেছিল। গালমন্দ তাকে টলাতে পারবে না সে জানতো, কিন্তু এই কান্না-কাটি—এ সে সহ্য করতে পারে না। তার অন্তর বিগলিত হতে থাকে।

"বলো, বলো যে এ-কথা মিথ্যে। বলো তুমি যাচ্ছো না কোথাও। আমাকে ছেড়ে যাচ্ছো না তুমি।"

জঁার মানসিক অবস্থা তখন ফানির চেয়ে কম খারাপ নয়—

ফানির আদর কিম্বা অবহেলা কিছুতেই তার ভয় ছিল না, কিন্তু এই অশ্রুজলের ঝাপটা, এই হতাশার কারুণ্যের সামনে সে কাতর হয়ে পড়ে।

সূর্য্য তখন অস্তায়মান। বনের পথে সন্ধ্যার ম্লান আবছায়া বিস্তৃত হচ্ছে।

জঁ৷ অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রাখে। অন্য সময় হলে, আগে হলে, হয়তো সে বলে ফেলতো—"আমি যাব না, থামো, ঠাণ্ডা হও। থাক্‌ব আমি।"

কিন্তু এখন তার সম্মুখে, নতুন প্রেমের উজ্জ্বলতা, নতুন রূপের সম্মোহন, নতুন আকর্ষণের দুর্নিবার অন্ধতা—তাই তাকে এখন শক্ত রাখে, কঠোর রাখে, তাকে অবিচলিত রাখে, ফনির অনুনয়ের সামনে, উন্মাদনার সামনে তা'কে ভেঙে পড়তে দেয় না।

না, যাবেই সে—যেতেই হবে তাকে। আর পথ নেই অন্য।

তেরো

গোসঁ্যা সোজা গিয়ে ওঠে ডাক্তারের বাড়ি, প্লেস ভেনদোমে।

ফানির ভবিষ্যতের,—যতটা সম্ভব, সুব্যবস্থা সে ক'রে এসেছে। ফানি নিতে চায়নি, তবু কাকার দেওয়া সেই ব্যাগ সে দিয়ে এসেছে তাকে—সেই টাকাতেই কয়েক বছর তার স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে। ইতিমধ্যে সে কি আর নিজের সুরাহা একটা করে নিতে পারবে না? আর যাই হোক, জঁা নিষ্ঠুর নয়।

কয়েক সপ্তাহ কেটেছে, ফানির কোনো খবরই সে রাখে না—সেধারের পথও সে মাড়ায় না আর। তার আপিসের কাজ—আর আপিস থেকে ফিরে, নতুন-প্রেমের নেশা নিয়েই সে মশগুল।

একদিন আপিসে বসে একটা ডাকের চিঠি সে পায়। ফানির হাতের অক্ষর—প্রথম খুলে পড়তে ইচ্ছা হয় না তার। অবশেষে, সে খোলে চিঠিখানা।

বাঁকা-চোরা লাইনে কয়েকছত্র লেখা—আর কোনো কিছুর প্রার্থনা নয়, কেবল একমাত্র এই অনুগ্রহ সে চায় জঁার কাছে, কেবল মাঝে মাঝে দেখতে চায় তাঁকে। কেবলমাত্র চোখের

দেখা, আর কিছু নয়। ফানি তাকে কিছু বলবে না, বক্‌বে না, গালমন্দ দেবে না, তার ভাবী বিবাহের সম্বন্ধেও কোনো কথা তুলবে না—তার এবং ফানির বিচ্ছেদকে সে সম্পূর্ণ রূপেই স্বীকার করে নিয়েছে, সে-সম্বন্ধে আর কোনো অভিযোগই নেই তার। কেবল তাকে সে দেখতে চায়।

চিঠির প্রথম থেকে শেষ ছত্র পর্য্যন্ত একই করুণ আর্ত্তনাদ 'এসো, এসো! আমি অপেক্ষা করছি তোমার জন্য, অশ্রুপাত করছি তোমার জন্য। যে-বাড়িতে এতদিন আনন্দে আমরা কাটিয়েছি সেখানে আজ আমি একাকী।'

চিঠি পড়ে অবধি গোসঁ্যার মন ছটফট করতে থাকে, কি করবে ভেবে পায় না। যাবে? যাবে সে?

সে চলে আসার পর কি করে ফানির দিন কাটছে কে জানে। হেতেমার কাছে খবর নিলে হয়।

পরদিন বেলা দশটার সময় হেতেমার আপিসের পথে সে প্রতীক্ষা করে। ঐ যে আসছে হেতেমা, স্থূল বর্ত্তুল দেহ, মুখে মোটা পাইপ, হেলতে দুলতে—দূর থেকেই দেখতে পায় গোসঁ্যা।

জঁাকে দেখে হেতেমা বিরক্তি আর চাপতে পারে না—"এই যে, এখানে তুমি। মূর্ত্তিমান। এই এক সপ্তাহ ধরে কি শাপান্তই না করেছি তোমায়। শান্তিপ্রিয় মানুষ আমরা আর আমাদের বরাতে—ছিঃ।"

জঁা সমস্ত শোনে হেতেমার মুখ থেকে। গত রবিবার তারা ফানিকে ডিনারের নেমন্তন্ন করেছিল। ফানি আছে কেমন? না বল্লেও চলে সে কথা। তার মুখ দেখলে পাষাণেরও বুক গলে

যায়—সে চলে আসার পর এতদিন তো কেটে গেছে, কিন্তু এখনো ফানির ভাবান্তর দেখা গেল না। তেমনি বিষাদিনী প্রতিমা এখনো।

হ্যাঁ, তারা ডিনারের নেমন্তন্ন করেছিল এই রবিবারে। টেবিলে বসেছে, কিন্তু ফানি আর আসে না। হোলো কি তার? অলিম্প যায় ডেকে আনতে, একটু পরেই সে চেঁচিয়ে ওঠে—ওগো এসো, ফানি বিষ খাচ্ছে! হেতেমা ছুটে যায়, তারপর তার সঙ্গে সে কি ধস্তাধস্তি! ফানি তার মুখ আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে, বিষের বোতল ভেঙে তার জামা কাপড়ের দফা একেবারে রফা —সে যে কি বিশ্রী ব্যাপার বলা যায় না। তারপর থেকে আর শান্তি নেই জীবনে। শান্তি-প্রিয় মানুষের জীবনে এই সব নাটকীয় দৃশ্যের পরিস্থিতি সাম্‌লে ওঠা খুব সহজ নয়, হেতেমা বলে।

স্পষ্ট ক'রে সে গোস্যাঁকে জানিয়ে দেয় যে—

"খুব হয়েছে, আর না। আসছে মাসেই আমরা বাসা বদলাচ্ছি। নোটিস দিয়ে দিয়েছি বাড়িওয়ালাকে।"

এ-সব শোনার পর তাঁর মাথার মধ্যে সব যেন ওলোট-পালোট হয়ে যায়। হেতেমা—হেতেমারাও চলে যাবে অবশেষে। ফানি, ফানি একেবারে একলা পড়বে—তখন—তা'হলে—?

তখন—তা'হলে যে কি হবে, সে কথা ভাবতে সাহস হয় না তার। ভয়ানক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায় সে—যাবে, সে আবার ফানির কাছে ফিরে? আবার স্বেচ্ছায় সেই ভাবী লৌহ-শৃঙ্খল সাধ করে গলায় তুলে নেবে? আবার সেই মোহাচ্ছন্ন মতিচ্ছন্ন বিশ্রী জীবন?

ফানির ভবিষ্যৎ সে ভাবে। তার দেয়া টাকা ফুরিয়ে গেলে তখন কী দশা হবে ফানির। কোথায় সে যাবে, কি সে করবে, কতো নিচুতে নামতে হবে তাকে? অকস্মাৎ তার মনে পড়ে যায় এক সন্ধ্যার মুখে এক অপরিচ্ছন্ন, বাজে, বিজন রেঁস্তোরার দৃশ্য—মনে পড়ে যায় পথবাসিনী সেই তৃষ্ণার্ত্ত মেয়ের কথা, যে ঝল্‌সানো স্যালমন গোগ্রাসে গিলছিল, কিন্তু গলা ভেজানোর জন্য মদ কেনার পয়সা ছিল না যার। ফানিরও ভাগ্যে হয়তো এই-ই আছে, ফানির—তার ফানির, যার রূপ-যৌবন আদর ও ভালোবাসা এতদিন সে সম্ভোগ করেছে।

ভারী বিচলিত হয়ে ওঠে গোসঁ্যা। কিন্তু কি করবে সে? কি করতে সে পারে? যেহেতু, এই মেয়েটির সঙ্গে এক নাচের আসরে তার অকস্মাৎ সাক্ষাতের দুর্ভাগ্য হয়েছিল, যেহেতু তার সঙ্গে কিছুদিন সে একত্রে কাটিয়েছে, সেই জন্যই কি যাবজ্জীবন তাকে এই মেয়েটির নাগপাশে নিজেকে বেঁধে রাখতে হবে—চিরদিনের জন্য জীবন্মৃত হয়ে থাকতে হবে? নিজের সুখ শান্তি সব তাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে তার জন্য? সেই বা কেনো এতো মূল্য দিতে যাবে এবং আর কেউ নয়? কেনই বা ফানির আগেকার প্রণয়ীরা নয়? সেই সব বিখ্যাত ও বিপুল মানুষরা? এই বা কোন সুবিচার?

ফানির চিঠি আসে আবার—

'তোমাকে আমি কি বলেছিলাম তোমার মনে আছে। আমি নিজেকে তোমার স্ত্রী—পরিণীতা পত্নী বলেই মনে করি—চিরদিন তাই মনে করবো, যাই ঘটুক না আমাদের মধ্যে।

এই বাড়ি—যেখানে একদিন আনন্দে কেটেছে আমাদের—এই বাড়িতেই আমি অপেক্ষা করবো তোমার জন্য, তোমার বিশ্বস্ত বধূটির মতো। এখান ছেড়ে কোথাও যাব না, যাই থাকুক আমার ভাগ্যে। তুমি এসো একদিন, চোখের দেখা দিতে, দূর থেকে এক পলকের জন্য—একবারটি এসো।'

জাঁ যায় না। কিন্তু এক রবিবার, কাজের চাপে ছুটির দিনেও আপিসে বেরুতে হয়েছে তাকে; একলা বসে ঘাড় গুঁজে কাজ করছে, এমন সময়ে দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ তার কানে আসে।

সে চমকে ওঠে—এ কর-শব্দ যে তার চেনা। অনেক দিন আগে, যখন সে ছাত্র ছিল, তার হোষ্টেলের ঘরের দরজায় এ-শব্দ সে শুনেছে।

জাঁ এগিয়ে যায়, পুরু কার্পেটে তার পদধ্বনি শোনা যায় না।

দরজার ফাঁক থেকে ফানির গলা আসে—

"জাঁ, তুমি আছো ওখানে?"

আহা, কী করুণ ভগ্ন-কণ্ঠ! বিদীর্ণ বিগলিত স্বর।

আরেকবার ঈষৎ অনুচ্চ চীৎকার—

"জাঁ!"

তারপরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, একটা চিঠি ঘরের ভিতরে ফেলে দিয়ে, ফিরে যায় ফানি।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে ফানি,—আশা করে এখনই পেছন থেকে ফেরার ডাক শুনবে।

জাঁ চিঠিখানা তুলে নেয়, খুলে পড়ে। একই কথার পুনরাবৃত্তি।

ফানি প্রত্যেকটি সিঁড়ি গুণে গুণে নামে--একেবারে পৌঁছয় গিয়ে রাস্তায়। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের আহ্বান আসে না।

চিঠি পড়তে পড়তে জঁার চোখ ভরে যায় অশ্রুজলে। রু দে লা'কার্দের সেই প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ীর কথা মনে পড়ে, তারও এই ভাবে সেই চিঠি গুঁজে দিয়ে যাওয়া আর ফানির হৃদয়হীন হাসি।

সে ইরেণকে বা ইরেণ তাকে যা ভালোবাসে তার চেয়ে ঢের বেশি ভালোবাসে ফানি তাকে। ভালোবাসা—ভালোবাসার জন্যই—এই অহঙ্কৃতা নারীর এই বিনতি। তার দু'চোখ ছাপিয়ে জল গড়ায়।

যতোই সে ভাবে ফানির কথা, ততোই তার যন্ত্রণা হয়; কেবল ইরেণের পাশটিতেই এসে সে সান্ত্বনা পায়, সব জ্বালা ভুলতে পারে। এই সরল, অবোধ ফুলের মতো মেয়ের নিঃসঙ্কোচ স্নিগ্ধদৃষ্টির সম্মুখেই সে নিজেকে, নিজের জীবনকে আর বিশ্বজগতকে ভুলতে পারে। কেবল এক অপরিসীম ক্লান্তি থেকে যায়, তার ইচ্ছা করে ঐ মেয়েটির কোলে মাথা রেখে সে বিশ্রাম করে—নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হয়ে পরম শান্তির আশ্রয়ে।

"কী হয়েছে তোমার?" এক এক সময়ে জিজ্ঞাসা করে ইরেণ—তুমি কি সুখী নও?

"ওঃ। নিশ্চয়। সুখী বই কি। ভয়ানক সুখী।"

তবে? তবে কেন এই বিষণ্নতা? আনন্দের মধ্যে এতো মুখভার?

কেন? এক একবার তার মনে হয় সব কথা খুলে বলে ইরেণকে। বলে নিজের মনের বোঝা হাল্‌কা করে। কিন্তু আবার

ভাবে নিজের বিগত জীবনের সমস্ত প্রকাশ করে তার সরল মনে আঘাত দেবে না তো, হারাবে না তো তার বিশ্বস্ত হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি ?

বিয়ের দিনক্ষণ সব স্থির হয়ে গেছে। জাঁর দেশে, তার বাড়িতে বিয়ে হবে।

কিন্তু বিবাহের আসন্নতায় কই তার উৎসাহ ? জাঁর নিজের মনে হয়, এই বয়সেই যেন সে অত্যন্ত বুড়ো হয়ে গেছে—জীবনের বহু পথ অতিক্রম করে সে এখন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত।

ইরেণের আনন্দ ধরে না—বিয়ের কথা, বিয়ের গল্পই তার মুখে দিনরাত। কোথায় হানিমুনে, কেমন ক'রে তাদের দিন কাটবে তারই স্বপ্নময় কাহিনী।

জাঁর মনে হয়, এ সব তার ছেলেমানুষী। নিতান্তই ছেলেমানুষী।

চোদ্দ

ইরেণের সান্নিধ্য ও এতো সুখের মাঝখানেও কিন্তু গোসঁ্যার ভাগ্যে স্বস্তি নেই।

ইতিমধ্যে একদিন সঙ্গীত-রচয়িতা ডি. পটারের সঙ্গে একটা দোকানের সামনে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে তার দেখা হয়ে গেল।

তার কাছে ফানির খবর পেল সে।

ফানি এখন আর একটি লোকের প্রেমে পড়েছে। ফ্লামাঁ তার নাম। এমন কি, ফ্লামাঁর একটি ছোট ছেলেকে, একমাত্র সন্তানকে, নিজের ছেলের মতোই মানুষ করছে নাকি!

শুনে অবধি তার মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কেন? গোসঁ্যা নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেঃ কেন আর? সে তো আর ফানিকে ভালোবাসে না। তবে—তবে কেন?

কেবল, সে এই নারীকে যে সব চিঠি লিখেছে তার জন্য—তার জন্যই কেবল! সেই সব চিঠি এখনও ফানির দখলে। ফানি নিশ্চয় এই সব চিঠি সেই অপর লোকটিকে পড়ে শোনাবে—যেমন একদিন তার আর সব পূর্ব্বপ্রণয়ীর চিঠি গোসঁ্যাকে সে পড়িয়ে শুনিয়েছিল।

এমন কি—এমন কি হয়তো, তার এই নতুন প্রণয়ীর খারাপ আওতায়, ফানি সেই সব চিঠির সাহায্যে গোস্যাঁর সত্ত-লব্ধ সুখের স্বর্গে কোন্ দিন হয়তো বজ্র হান্‌বে—তার অনাহত সুখের ও শান্তির সাম্রাজ্যে অশান্তি আর নিরানন্দ বয়ে আনবে।

না, সেই চিঠিগুলো যতো শীঘ্র সম্ভব তার কাছ থেকে নিয়ে আসা দরকার।

এবং এজন্যে গোস্যাঁকেই যেতে হবে ফানির কাছে। সে নিজে ছাড়া এই গোপনীয় এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আর অপর কার হাতে দেয়া যেতে পারে?

সাভিল-এর সেই পুরনো বাড়িতে ফানি এখনো আছে কিনা সে বিষয়ে গোস্যাঁর মনে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও, একদিন গোস্যাঁ সকাল দশটার ট্রেনে চেপে, তার নতুন সংকল্প নিয়ে রওনা হোলো। সাভিল-এ পৌঁছতে তার প্রায় ঘণ্টা ছয়েক লাগলে—এই সুদীর্ঘ পথযাত্রার শেষে হয়তো,—হয়তো সে গিয়ে দেখবে যে সে বাড়ির জানালা দরজা সব বন্ধ, আর ফানি, তার নতুন প্রেমাস্পদকে নিয়ে অন্য কোথাও উধাও হয়েছে!

ষ্টেশনের কাছেই বাড়িটা। লাইনের বাঁক ঘুরতেই, ট্রেন থেকে পর্দা-টাঙানো জানালাগুলো গোস্যাঁর চোখে পড়ল। একটা জানালা থেকে কুয়াশা ভেদ করে ক্ষীণ একটু আলোর রেখাও যেন দেখা যাচ্ছে।

গোস্যাঁ আপন মনে একটুখানি হাসলো। সে আর সেই আগের মানুষটি নেই—এবং ফানির মধ্যেও নিশ্চয়ই সে সেই আগের মেয়েটিকে দেখতে পাবে না। অথচ, কতো দিনেরই বা

ব্যবধান? মাত্র দু'মাসের। কিন্তু কী বিপর্য্যয়—কী পরিবর্ত্তনই না এসে গেছে তাদের জীবনে।

ষ্টেশনে আর কেউ নামল না গাড়ি থেকে। ঠাণ্ডা কুয়াশার ভেতর দিয়ে, পিচ্ছিল ফুটপাথের একপাশ ধরে অত্যন্ত সন্তর্পণে সে চল্‌ল। পথের দু'ধারের গাছগুলায় তখনো নতুন পাতা ধরেনি—তাদের ডালপালায় সেই বিচ্ছিন্ন দৈন্য, সেই সেদিনের মতো, দু'মাস আগে এই পথ ধরে যেদিন সে ফানির সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেছিল।

রাস্তাটার মোড় ঘুরতে, এতক্ষণ বাদে, একজন মানুষের চেহারা তার চোখে পড়ল। একটি ছোট ছেলের হাত ধরে বলিষ্ঠকায় এক যুবক ষ্টেশনের দিকে চলেছে, তার পেছনে একজন কুলী বাক্স-পেঁট্‌রা বোঝাই একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যুবকের মুখশ্রীতে সৌন্দর্য্য এবং বুদ্ধিমত্তার ছাপ সুস্পষ্ট।

হঠাৎ গোস্ঁ‌ার মনে যেন বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল। এই কি ফ্লামাঁ?—ফ্লামাঁ আর তার ছেলে?

আপাদমস্তক ঘৃণায় কেঁপে উঠল গোস্ঁ‌ার। তার ইচ্ছা হোলো তক্ষুনি সে পালিয়ে যায়—সেই মুহূর্ত্তেই সেখান থেকে দূরে—অনেক দূরে চলে যায় আবার। কিন্তু, দু'একটা জিনিস জানবার জন্য তার মন ছটফট করতে লাগল। লোকটি তো চলে গেল, এবং সেই ছেলেটিও,—তবে ফানি গেল না কেন? এবং সেই চিঠিগুলো, সেগুলো তার পাওয়া চাই-ই। তার ভাবী স্বাচ্ছন্দ্যের মৃত্যুবাণ হস্তগত না করে, এদের হাতে রেখে দিয়ে কি করে সে ফিরে যাবে?

ফানির শয়নকক্ষে বাহির থেকে বাড়ির ঝি জানালো, "মাদাম, কর্ত্তা এসেছেন।"

"কে কর্ত্তা?" ভেতর থেকে বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আমি।" গোস্যাঁ বল্‌ল।

অস্ফুট একটু আর্ত্তনাদ, এবং তারপরেই—

"দাঁড়াও, আমি উঠছি—এই গেলাম বলে।"

দুপুর গড়িয়ে গেছে এখনও বিছানায়? গোস্যাঁ একটু বিস্মিতই হোলো। তবু, ভেবে দেখলে বিস্ময়ের কিছুই নেই। শীতকালের সকালের ক্লান্তি—রাত্রি জাগরণের অবসন্নতা—অত্যন্ত স্বাভাবিক। গোস্যাঁর কি তা একান্তই অজানা?

গোস্যাঁর কিরকম অস্বস্তি বোধ হোতে থাকে। মনের ভেতর কাঁটার মতো কি যেন বেঁধে।

খাবার ঘরে বসে সে ফানির অপেক্ষা করে। ডাইনিং টেবিলে ভুক্তাবশিষ্ট প'ড়ে—এইমাত্র যাত্রা করার আগে কারা যেন ব্রেকফাষ্ট্ করে গেছে।

ফানি ঘরে ঢুকেই উচ্ছ্বসিত ভাবে তার দিকে এগিয়ে আসে, কিন্তু গোস্যাঁর তরফে অভ্যর্থনার অভাব দেখে মধ্য পথেই থেমে যায়, এক মুহূর্ত্ত সে একটু ইতস্ততঃ করে, কি করবে ভেবে পায় না।

কিন্তু পরক্ষণেই, নিজেকে সামলে নিয়ে, কোমলকণ্ঠে সে বলে, "সুপ্রভাত!"

জ্যাঁকে দেখে ফানির মনে হয় সে যেন রোগা হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু ফানিকে দেখে জ্যাঁ অবাক হয়ে যায়—আবার যেন সে তার যৌবন ফিরে পেয়েছে, কেবল সামান্য একটু স্থূলতা সেই সঙ্গে—আবার যেন তার ভেতর থেকে সুষমার দীপ্তি বিকাশিত হোচ্ছে। বহুদিন পূর্ব্বে যে ফানিকে সে সারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত

সেই ফানিই যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আবার।

"শীতকালের দিন উঠতে একটু দেরিই হয়।" ব্যঙ্গস্বরে গোসঁ্যা বলে।

ফানি মাথাধরার অজুহাত জানায়, তখনো সে ভালো বুঝতে পারে না, সাধারণ ভদ্রতা অথবা অন্তরঙ্গতার—ঠিক কোন ধরণে গোসঁ্যার সঙ্গে সে ব্যবহার করবে। গোসঁ্যার নজর ডাইনিং টেবিলে পড়েছে, তার দৃষ্টিতে নীরব জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠছে, ফানি দেখতে পায়—

"ছোট্ট একটি ছেলে। থাকত আমার কাছে। আজ সকালে বাড়ি গেল কিনা। যাবার আগে সেই খেয়ে গেছে"—

"কোথায় গেল সে।" গোসঁ্যা জিজ্ঞাসা করে। কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব নিস্পৃহ করবার সে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু তার ভেতর থেকে কেমন যেন একটা ঝাঁঝ ফুটে বেরয়।

"তার বাবা এসে নিয়ে গেল তাকে।"

"তার বাবা। ও, বটে। তোমার কেউ নয় বোধ হয়?"

গোসঁ্যার অন্তরে রাগ জমতে থাকে, কিন্তু না, রাগলে তার চলবে না, কিসের জন্যেই বা রাগ, ফানি তার কে? তাছাড়া, তার চিঠি। চিঠিগুলো তার পাওয়া চাই-ই। রাগ দমন করে সোজাসুজি সে চিঠির কথায় এসে পড়ে।

"ও, তোমার চিঠিগুলো।" ফানি বলে, "এক্ষুনি আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমায়। সেই বাক্সেই আছে।"

গোসঁ্যা ফানির অনুসরণ করে শয়নকক্ষে যায়। আগোছালো,

অবিন্যস্ত শয্যা। পাশাপাশি ছুটো বালিশ—তাদের ওপরে একটা কাপড় ঢাকা দেওয়া হয়েছে।

ফানি সেই ছোট্ট বাক্স নিয়ে এসে টেবিলে রাখে—তার ভেতর থেকে চিঠিগুলো বার করে। বিছানায় বসে শেষবারের মতো তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে যায়।

তারপরে সেগুলো গোস্যাঁর হাতে তুলে দেয়—

"এই এর মধ্যেই সব রয়েছে।"

জঁা প্যাকেটটা নিয়ে অবহেলাভরে পকেটের মধ্যে রেখে দেয়। তার মন তখন অন্য চিন্তায় উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

"তা'হলে—তা'হলে কোথায় গেলো তারা? তোমার সেই পিতাপুত্র?"

"মরভ্যান-এ, নিজেদের বাড়িতে গেলো।"

"আর তুমি? তুমি কি এখানেই থাকবে ভেবেছ?"

ফানি গোস্যাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে বাধবাধ গলায় বলে—"এখানে? এখানে একলা থাকা—" বলতে বলতে সে থেমে যায়, তারপরে জড়িতস্বরে জানায়, সেখানে তার মন টিক্‌বে না, সেও কোথাও চেঞ্জে যাবে মনে করেছে।

"মরভ্যান-এই নিশ্চয়? আবার পুনর্ম্মিলন? বাঃ বাঃ বেশ!" গোস্যাঁর মনের উচ্ছ্বসিত ঈর্ষা তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে ভেঙে পড়ে।

"তার চেয়ে সোজাসুজি একটু স্পষ্ট করেই বল না কেন যে তুমি একজন নতুন প্রেমিক পাক্‌ড়েছ। সারা জীবন যা করে এসেছ তুমি। আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্য্যন্ত। বাজারের বেশ্যা আর এর চেয়ে কী ভালো হবে। যাও! সেই তোমার পক্ষে

ভালো। সাধারণ লম্পটের সঙ্গে গণিকার মতো কাল কাটাওগে। তোমাকে আমি নর্দ্দামার পাঁক থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে দেখছি তা'হলে ভালোই করেছি।"

ফানি নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকে, নীরবে; একটি কথারও জবাব দেয় না—কেবল তার অর্দ্ধনমিত চোখের কোণ থেকে জয়ের দীপ্তি ঠিক্‌রে পড়ে। গোস্যাঁ যতোই তাকে গালাগালির চাবুকে জর্জ্জরিত করে, ততোই যেন তার গর্ব্ব উথলে ওঠে, এবং তার ঠোঁটের কোণের মৃদু কম্পন ক্রমশঃই আরো বেশি স্পষ্ট হয়।

গোস্যাঁ তারপর তার নিজের সৌভাগ্যের কথা বলে—তার নিজের আনন্দের কথা। কুমারী মেয়ের মধুময় হৃদয়—তার অনাঘ্রাত যৌবন—তার পবিত্র ভালোবাসা—সত্যিকারের খাঁটি ভালোবাসা—যা সে পেয়েছে। আঃ, সতী নারীর কোমল বুকে মাথা পেতে শুতে কী আরাম!—

বলতে বলতে গোস্যাঁ হঠাৎ থেমে যায়, তার গলার স্বরও নেমে আসে—

"এই মাত্র আমি তোমার ফ্লামাঁকে পথে দেখেছি। এই ঘরেই সে ছিল রাত্রে?"

"হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন এলো, তখন বাইরে বরফ পড়ছে। ঐ সোফায় তার জন্যে বিছানা করে দিলাম।"

"মিথ্যেবাদী। মিথ্যুক! মিথ্যেকথা বলছ তুমি। সে ঐ বিছানাতেই শুয়েছে। বিছানার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এবং তোমার দিকে তাকালেও।"

"বেশ, তা কি হবে?" ফানি তার জ্বলজ্বলে চোখ গোসঁ্যার মুখের ওপর তুলে ধরে—

"আমি কি জানতাম যে তুমি আবার আসবে? তাছাড়া, তোমাকে হারাবার পর"—

"কী খাসা! কী চমৎকার! তাই সারারাত তার আদরের মধ্যে তুমি নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছ। ধিক্! বাজারের বেশ্যারও অধম! এই নাও"—

গোসঁ্যার হাত তার মুখের দিকে এগিয়ে আসছে দেখতে পেয়েও ফানি অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সম্পূর্ণভাবে তার আঘাত নিজের গাল-পেতে নেয়।

তার আর্তনাদের মধ্যে এক সঙ্গে বেদনার, আনন্দের ও জয়ের ধ্বনি ফুটে ওঠে, যুগপৎ। এবং তারপর মুহূর্তেই সে গোসঁ্যার ওপর লাফিয়ে প'ড়ে উদ্দাম বাহুবেষ্টনে তা'কে জড়িয়ে বলে—

"আমর প্রিয়! আমার প্রিয়তম! এখনো—এখনো তুমি আমায় ভালোবাস তা'হলে!"

তাপরর দু'জনে সেই বিছানার ওপরে গড়াগড়ি খায়।

পনেরো

মেল গাড়ি চলে যাবার আওয়াজে, সন্ধ্যার মুখে, গোসঁ্যার ঘুম ভেঙে যায়। চোখের পাতা খুলে প্রথম কয়েক মিনিট সে বুঝতেই পারে না যে সে কোথায়। প্রকাণ্ড একটা বিছানার মধ্যে সে একাকী! তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত অবশ—যেন অনেক পথ সে হেঁটেছে—গা-হাত-পায়ে কোন সাড় নেই। সারা বিকেল ধ'রে তুষারপাত হয়েছিল, চারিধারে মরুভূমির মতো বিপুল নৈঃশব্দের মধ্যে, সেই তুষার-গলার শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যায়। দেয়াল বেয়ে জানালার শার্সী বেয়ে মেঝেয়, তুষার-বিন্দুরা গলে গলে টপটপ করে পড়ছে, গোসঁ্যা বিছানাতে শুয়েই কান পেতে শুনতে পায়।

সে এখানে কেন? কি করছে সে এখানে? আস্তে আস্তে সে ভাবতে চেষ্টা করে। তার চোখের সামনে সম্মুখের দেয়ালে-বিলম্বিত ফানির প্রকাণ্ড পোর্ট্রেটটা আস্তে আস্তে ভেসে ওঠে। এবং ধীরে ধীরে তার মনে পড়ে, আবার সে অধঃপতনের পথে নেমে এসেছে।

কিন্তু বিন্দুমাত্র সে বিস্মিত হয় না। আজ যে মুহূর্ত্তে, এই ঘরে সে এসে ঢুকেছে, এই বিছানার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এসে, সেই

মুহূর্তে, তক্ষুনিই, সে অনুভব করেছে আর তার আশা নেই—পুনরায় সে ধৃত হয়েছে, তার পুনরুদ্ধৃত হবার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিছানার শাদা চাদর তা'কে টানতে স্থরু করেছে, চারিধার থেকে কী যেন ঘূর্ণির মতো পাক দিয়ে দিয়ে তা'কে টেনে নিয়ে চলেছে—সেই নরকের গর্ভে—এবং সে নিজের মনেই ব'লে উঠেছে—

"যদি আবার আমি এর জালে পড়ি, তা'হলে উদ্ধারের আর কোনো উপায় থাকবে না—চিরদিন—চিরদিনের জন্যেই আমি আটকে যাব।"

এবং সে আটকে পড়েছে। কাপুরুষতার আত্মগ্লানির অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত থেকে এই সান্ত্বনা শুধু সে বোধ করছিল যে, না, আর সে কোনদিন এই পাঁকের—এই অধোগতির কবল থেকে উঠতে পারবে না। উঠতে চায়ও না সে। রণক্লান্ত আহত সৈনিক যেমন তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহকে কোন রকমে টেনে নিয়ে, মৃত্যুর অপেক্ষায় পথের জঞ্জালের ওপরই নিজেকে বিছিয়ে দেয়—নরম এবং চরম একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিতে চায়—গোস্যাঁও নিজের মনে সেই রকম একটা অনুভূতি বোধ করছিল।

এর পর তার যা করবার তা খুব ভয়ঙ্কর বটে, কিন্তু খুবই সহজ। ইরেণের কাছে ফিরে গিয়ে মুক্তকণ্ঠে তাকে সব জানানো। তাকে বলা যে সে তার যোগ্য নয়, উপযুক্ত নয়, তার বিগত জীবনের মারাত্মক মোহ থেকে এখনো সে বিমুক্ত হ'তে পারেনি—হ'তে পারবেও না—এবং সে কিছুতেই, আর যাই হোক,

মিথ্যার ছদ্মবেশ প'রে, একজন সরলা কিশোরীর সর্ব্বনাশ করতে পারবে না।

শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে থাকে—আশ্চর্য্য এই রমণী! এই ফানি লগ্রাঁ! পরমাশ্চর্য্য! সে ভাবতে থাকে, সেই প্রথম দিনের কথা, যখন এই নারী এসে প্রথম তার বাহু স্পর্শ করল—তারপর থেকে দিনের পর দিন, তাদের দু'জনের সম্মিলিত জীবন—যে-জীবনে ভালোবাসার স্থান যৎসামান্যই ছিল, কেবল স্ফূর্ত্তি আর দেহসুখলালসাই উপজীব্য ছিল একমাত্র—অবশেষে যখন সে তার কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মনে মনে ভেবেছে, সে মুক্ত, সে স্বাধীন আর তার ভয় নেই, মোহ নেই, দুর্ব্বলতা নেই—যখন সে ভেবেছে, এবার তার সুখের পথ, স্বাচ্ছন্দ্যের পথ প্রশস্ত—ইরেণের হাত ধ'রে এইবার সে স্বর্গের দিকে পা-বাড়াবে—তখনই এই নারী আবার তার জীবনে আবির্ভূত হয়ে, অতীত দিবসের যাদুবলে আবার তা'কে তার ভৃত্য ক'রে ফেল্‌ল—তার অতীতের অন্ধ মোহ টেনে নিয়ে এসে তার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত উজ্জ্বলতাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল—সেই অতীত, যার সমস্ত কলুষ এবং গ্লানি, পাপ এবং ব্যভিচার তার অস্থিমজ্জাকে পর্য্যন্ত জর্জ্জর ক'রে তুলেছে—যাকে সে ভুলতে চেয়েছিল, এবং ভুলতে পেরেছে ব'লে গর্ব্বিতও হয়েছিল হয়তো।

দরজা খুলে গেল। ফানি পা টিপে টিপে ঢুকল ঘরের মধ্যে, গোস্যাঁর যাতে ঘুম না ভেঙে যায়। আধবোজা চোখের ভেতর দিয়ে গোস্যাঁ তাকিয়ে দেখতে লাগল ফানিকে—আবার যেন এই

নারী নতুন করে যৌবন লাভ করেছে, আবার সে শক্ত এবং সমর্থ—আবার যেন তার সমস্ত সুষমা আর সৌন্দর্য্য ফিরে এসেছে।

তুষারপাতে ফানির সর্ব্বাঙ্গ ভেজা—আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে ফানি নিজের গা-হাত-পা গরম করছিল, এবং মাঝে মাঝে, গোসঁ্যার দিকে ফিরে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। সেইরকম মুচ্‌কি হাসি—আজ সকালে দু'জনের কলহের মধ্যে যে-হাসি সে বার বার হেসেছে। বিজয়িনীর হাসি।

ফানি টেবিল থেকে একটা সিগ্রেট্ তুলে নিয়ে ধরিয়ে আবার বেরিয়ে যাবে, গোস্যা তা'কে থামালো।

"তুমি তা'হলে ঘুমন্ত নও?"

"না"।

"বসো এখানে। অনেক কথা আছে।"

ফানি বিছানার পাশে বসলো, গোসঁ্যার গলার গাম্ভীর্য্যে একটু বিস্মিতই হোলো সে!

"ফানি, আমরা দু'জনেই চলে যাব—"বল্‌ল গোস্যা।

ফানি ভাবল, তা'কে পরীক্ষা করবার জন্য গোস্যা ঠাট্টা করছে। কিন্তু তারপরই গোস্যা বিস্তৃত বিবরণের তালিকা এঁকে-জুকে তার কাছে বিশদ করতে লাগল। এরিকায় একটা চাক্‌রি খালি আছে, কন্‌সালেটের চাকরি—এই কাজটার জন্যে সে আবেদন করবে। সপ্তাহ দুয়ের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে—ট্রাঙ্ক বিছানা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়বার পক্ষে দু'সপ্তাহই যথেষ্ট।

"আর তোমার বিয়ে ?"

"বিয়ে ? বিয়ে আর হয় না। যা আমি করেছি আর তাঁকে ফেরানো চলে না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, ইরেণের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক চুকেছে ; তোমাকে ছেড়ে আর আমি থাকতে পারব না।"

"দুষ্টু ছেলে!"—এই শুধু বল্‌ল ফানি,। গলায় কেমন যেন একটা শান্ত বিষাদ—একটু তিরস্কারও যেন!

তারপর সিগ্রেটে কয়টা টান দিয়ে ফানি জিজ্ঞাসা করল—

"অনেক দূর দেশ কি—যার তুমি নাম করলে ?"

"এরিকা ? ওঃ, অনেক দূর। পেরুতে।" তারপরে, গলার স্বর নামিয়ে গোসঁ্যা বল্লে, "ফ্লামাঁ সেখানে তোমার সঙ্গে গিয়ে মিশতে পারবে না।"

ফানি চুপ ক'রে বসে থাক্‌ল—চিন্তায় এবং রহস্যে সমাচ্ছন্ন হয়ে সিগ্রেটের ধোঁয়ার মধ্যে। ফানির হাত গোসঁ্যার মুঠোর মধ্যে, তার নগ্ন বাহুতে গোসঁ্যা মৃদু আঘাত করছে—চারিদিক বেয়ে তুষার-গলার শব্দ ব'য়ে চলেছে—জানালা থেকে শার্সীতে শার্সী থেকে মেঝেয়—টুপ্‌টাপ টুপ্‌টাপ—নরম শব্দের স্রোত—গোসঁ্যার দু'চোখ বুজে আসে এবং আবার সে আস্তে আস্তে পাঁকের মধ্যে ডুবে যায়।

ষোল

গোসঁ্যা গতো দু'দিন ধ'রে মার্সাই-এ অপেক্ষা ক'রে আছে —ফানি এখানে এসে তার সঙ্গে মিলিত হবে।

তার মন অতি চঞ্চল, ভাবনায় কম্পান্বিত—অত্যন্ত সুদূর বিদেশে যে-সব যাত্রী পাড়ি দেয়, তাদের মতোই নিরুদ্দিষ্ট তার মন। তার অজ্ঞাত আসন্ন ভবিষ্যতের ভারে সে মুহ্যমান।

ফানি এখানে এসে মিলিত হবে তার সঙ্গে। সমস্তই তৈরি, বার্থ্ নেয়া হয়ে গেছে—দু'টি প্রথম শ্রেণীর কেবিন—এরিকার ভাইস্ কন্সাল এবং তাঁর শ্যালিকা সহযাত্রিণীর জন্যে।

ফানির আসার প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন মনে নিজের হোটেলের শয়নকক্ষে সে পায়চারি করছে। বাইরে বেরুবার তার সাহস নেই, এই কারণে, হোটেলের ভেতরেই, এধারে-ওধারে পায়চারি ক'রে সময় কাটাতে হোচ্ছে তা'কে। মার্সাই-এর পথঘাট তার কাছে ভয়াবহ—সৈন্যদল কিম্বা জেলখানা থেকে পলাতক সৈনিক অথবা কয়েদীর মতোই সর্ব্বসাধারণে বেরুবার তার সাহস হয়না, কি জানি যদি কোন চেনা লোকের চোখে প'ড়ে যায়। কেবলি তার মনে হতে থাকে, হয়ত রাস্তার এই বাঁকটার আড়াল

থেকে এক্ষুনিই বুড়ো বোঁশেরো বেরিয়ে আসবে—এবং তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে ধ'রে বন্দী ক'রে নিয়ে চলে যাবে।

নিজের ছোট্ট ঘরখানিতেই সে আপনাকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছ। হোটেলের সাধারণ ভোজনকক্ষেও সে যায় না, তার খাবার পর্য্যন্ত ঘরে এনে দেওয়া হয়। যে সময়টা সে পায়চারি করে না, সে সময়টা, বিছানায় চুপ ক'রে শুয়ে স্থিরদৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এখনো চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। রবিবারের আগে ফানির আসার সম্ভবনা নেই। এখনো চব্বিশ ঘণ্টা।

ইরেণের স্মৃতি মাঝে মাঝে তা'কে উন্মনা ক'রে দেয়। সুন্দরী ইরেণ। জীবন এবং জগতের যাবতীয় ব্যাপারে অনভিজ্ঞা সরলা কিশোরী। কিন্তু সে কতদূরে এখন—কতো সুদূরে। যে-স্বর্গ সে হারিয়েছে, ছেড়ে এসেছে—কতো সুন্দর কতো বিচিত্র সেই স্বর্গ। যে-সব স্বপ্ন তার ভেঙে গেল, হায়, তার দঃখ-বেদনা কী চিরন্তন।

ঘর থেকে বেরুতেই, গোসঁ্যা, হোটেলের ওয়েটারকে দেখতে পায়।

"কন্‌সালের নামে একটা চিঠি। সকালেই এসেছিল, কিন্তু কন্‌সাল তখন ঘুমোচ্ছিলেন।" ওয়েটার জানায়।

গোসঁ্যা আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কে তা'কে চিঠি লিখবে? কেউ তো তার এখানকার ঠিকানা জানে না—কেবল এক ফানি ছাড়া।

খামখানা হাতে নিয়ে, খুঁটিয়ে পরীক্ষা ক'রে, আতঙ্কে ও ভয়ে, তার বুক ব'সে যায়; সে বুঝতে পারে।

'...না, না! আমি যাব না। যেতে পারব না আমি। এতবড় বোকামি করবার বাসনা আমার নেই। এই ভাবে অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুঃসাহস একমাত্র যৌবনেরই রয়েছে, এবং লক্ষ্মী ছেলেটি, তুমি বুঝে দেখ, সেই যৌবন আমার আর নেই। যৌবনের দুরন্তপনা আমাকে সাজে না। যৌবনের দুঃসাহসিকতায় এ-হেন অভিযান সম্ভব, আর সম্ভব অন্ধ প্রেমের আবেগে—কিন্তু প্রেমের আবেগ আমাদের দু'জনের কারোই নেই এখন। পাঁচ বছর আগে হোলে, যখন আমাদের সুখের দিন ছিল, তখন তোমার একটা সামান্য ইঙ্গিতে, পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত তোমাকে আমি অনুসরণ করতে পারতাম,—একথা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে আমার সারা দেহ মন দিয়ে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে, প্রাণভরে তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। আমার যা কিছু দেবার ছিল সবই তোমাকে দিয়েছি, এবং যখন, বাধ্য হয়ে, আমার নিজেকে তোমার বাহুপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হয়েছে, তখন—তখনো তোমার জন্য যে-যাতনা যে-কষ্ট যে-বেদনা আমি পেয়েছি, এর আগে আর কোন পুরুষের জন্যই তা আমি ভোগ করিনি। কিন্তু এই দুঃখ—এই দুর্ব্বিবহ দুঃখ আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে—আমাকে জরাজীর্ণ করে রেখে গেছে—এ রকম দারুণ দুঃখ আর দারুণ ভালোবাসার ফলে তাই হয়, তুমি কি তা জানো? তুমি এতো সুন্দর, আর এতো তরুণ, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার ভয় হয়েছে যে তোমাকে হারাব। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তের এই প্রাণঘাতী আশঙ্কার প্রজ্জ্বলন্ত প্রদীপ অনুক্ষণ অন্তরের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখা—এখন—এখন আমার পক্ষে অসহ্য। আর আমি তা পারি না—সে জ্বালা

সইবার আর আমার শক্তি নেই। তোমার জন্য অনেক কষ্ট আমি পেয়েছি—তুমি আমাকে দিয়েছ—অত্যন্ত তীব্র, তীক্ষ্ণ এবং উগ্র সেই হলাহল—তাই পান করেই আমি আজ দেহ-মনে জরাজীর্ণ—আর কিছুই আমার অবশিষ্ট নেই।

এরকম অবস্থায়, বহুদিনের সমুদ্রযাত্রা, আর নতুন দেশে গিয়ে আবার নতুন করে জীবন গড়ে তোলা—একথা ভাবতেই আমার ভয় হোচ্ছে। তুমি তো জানো, গৃহস্থালীর জন্যে পরিশ্রম করা—আমি পারি না—আর ভেবে দেখ—বল্‌তে কি সেণ্ট্ জরমেনস্-এর ওধারে কখনও আমি পা বাড়াই নি। দূব প্রবাসের কথা ভাবতেই আমার বুক কাঁপে। তাছাড়া, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মেয়েরা অল্পদিনেই বুড়িয়ে যায়, এবং তুমি তিরিশ পেরুতে না পেরুতে, আমি জুটে-বুড়ির বার্দ্ধক্যদশায় গিয়ে পৌঁছব। তখন তুমি, তোমার সর্ব্বনাশের জন্য আমার ঘাড়েই সব দোষ চাপাবে—আর হতভাগিনী ফানিকেই আবার নতুন করে তার সমস্ত দুঃখ পোহাতে হবে।

শোনো, প্রাচ্যে কোথায় এক দেশ আছে, সেখানে, একটা বইয়ে পড়েছিলাম, স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী নারীকে জীবন্ত একটা বিড়ালের সঙ্গে, একটা চামড়ার থলেয় সেলাই করে সমুদ্র-তীরের বালির ওপরে, উত্তপ্ত সূর্য্যতেজের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মেয়েটি চীৎকার করে এবং বেড়ালটা তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে—দু'জনের ঝটাপটি আর আর্ত্তনাদ—এবং বিড়ালের সেই মরণ-কামড়—তার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যতেজ, চামড়া ক্রমশই কুঁচকে আসে—যতক্ষণ না শেষ কাতরধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যায়—থলেটা শেষ-

বারের মতো কেঁপে প'ড়ে থাকে। ভেবে দেখো, আমাদের দু'জনের দশাও ঠিক এই রকমই হবে···'

গোস্যাঁ মুহূর্তের জন্য থামে,—বিধ্বস্ত এবং বিহ্বল হ'য়ে থেমে যায়। চোখ তুলে তাকায়, যতদূর দৃষ্টি যায়, নীলাভ সমুদ্র ধুধু করতে থাকে—চক্‌চক্ করে তার চোখের ওপর। তার ব্যর্থ, চূর্ণ-বিচূর্ণ জীবনের একান্ত শূন্যতা তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। শোকাবহ, ধূসর ঊষর জীবন—কোন দিকেই কোন সান্ত্বনা সে দেখতে পায় না। যে বীজ সে বপন করেছিল, তা আজ কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ হয়ে ফলেছে—ভবিষ্যতের জন্যে আর কোন ভরসাই তার নেই। কেবল এই নারী—এই ছলনাময়ীর জন্যে—তার সমস্ত আশার সমাধি আজ। এবং সেই নারীও আজ তার হাত ফস্‌কে চ'লে যাচ্ছে।

'···তোমাকে আগেই আমার এ-কথা জানানো উচিত ছিল, কিন্তু আমার সাহস হয়নি। তুমি এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলে এবং স্থিরসঙ্কল্প করেছিলে—তোমার উৎসাহ আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তার ওপরে, আমার নারীর অহঙ্কার—তোমাকে আবার আমি জয় করতে পেরেছি, হারাবার পরে ফের জয় ক'রে এনেছি তার গর্ব্ববোধ—আমাকে বাধা দিয়েছে। তবুও, আমার অন্তরের গভীরতায় আমি অনুভব করেছি—কী যেন নেই, কিছু যেন নেই। এতদিনের ছাড়াছাড়ির পর কিসের যেন অভাব। ভাঙা কাচ কি আর জোড়া লাগে? ভেবনা যে, হতভাগা ফ্লামাঁর জন্যেই তোমাকে

আমি ছাড়চি। মোটেই তা নয়। তার জন্যে, অথবা তোমার জন্যে, অথবা আর যে কোন পুরুষের জন্যেই—আমার সমস্ত নিঃশেষিত—আমার ভালোবাসা ম'রে গেছে। কারুকেই আর আমি ভালোবাসতে পারব না—কোনদিনই না। কিন্তু সেই ছোট ছেলেটি, যে আমাকে ছেড়ে থাকতে চায় না, সেই ফিরে এসে আমাকে তার বাবার কাছে নিয়ে চল্‌ল। শিশুর এই টান—এই এখন আমার কাজে সজীব—একমাত্র সত্য। এ-টান আমি ছড়তে পারলুম না।

আমি তোমাকে বলেছি তো, আমার জীবনের ওপর দিয়ে ভালোবাসার ঝড় ব'য়ে গেছে---খুব বেশি আমি ভালোবেসেছি এখন আমি বিধ্বস্ত। ভবিষ্যতে আমি এমন একজনকে চাই যে উলটে আমাকে ভালোবাসবে, আমি না ভালোবাসলেও, আমাকে পূজা করবে যে। যে তার সমস্ত স্নেহ, শ্রদ্ধা আর সাধনা আমার পায়ে ঢেলে দেবে—আমার কপালে রেখা পড়েছে কিনা, বা আমার চুলে পাক্ ধরল কিনা, যে লক্ষ্য করবে না—এবং ফ্লামাঁ হোচ্ছে সেই ধরণের মানুষ যাকে আমার এখন দরকার।

এমন কি, সে আমাকে বিয়ে করতেও পারে। আমি যদি সম্মত হই, তা'হলে যেন তা'কে কৃপা করাই হবে!

এখন, এই দু'টি ছবিই তুমি মিলিয়ে দেখ।

তারপর—শেষ কথা—আর বোকামি করো না। যাতে তুমি আমাকে আর খুঁজে না পাও আমি সেরকম ব্যবস্থা করেই যাচ্ছি। ষ্টেশনের কাছাকাছি যে-কাফেয় ব'সে তোমাকে আমি এই চিঠি লিখছি, সেখান থেকে, গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে

আমাদের সেই ছোট্ট বাড়িটি দেখা যাচ্ছে—যেখানে একদিন কী সুখেই না আমরা কাটিয়েছিলাম—আর তার পরে কী দুঃখেই না দিনের-পর-দিন আমার কেটেছিল—সুখদুঃখের স্মৃতি জড়ানো সেই বাড়িটি আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি, তার বন্ধ জানালায় বিজ্ঞাপন টাঙানো—'নতুন ভাড়াটে চাই'।

তুমি মুক্ত—তুমি স্বাধীন। আর এ জীবনে তোমার পথে আসব না।

বিদায়, একটি চুমু—একটি মাত্রই—আমার শেষ চুম্বন—তোমাকে—আমার প্রিয়তম!'

সমাপ্ত